মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **দরসে হাদীছ :** ০৪
- ♦ হিংসা ও বিদ্বেষ : মানবতার হত্যাকারী
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

✡ **প্রবন্ধ :**
- ♦ ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- ♦ যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল ১৬
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- ♦ বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা ২০
-অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম
- ♦ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী নাস্তিকদের শারঈ বিধান ২৫
-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- ♦ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ৩১
-রফীক আহমাদ

✡ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ৩৬

✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৪০
- ♦ হিল্লা কাহিনী

✡ **কবিতা :** ৪৩
- ♦ প্রস্থানের ঘণ্টা ♦ মিডিয়ার ছোবল
- ♦ কবরের ডাক ♦ আহলেহাদীছ আন্দোলন

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৪

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৫

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৭

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৭

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৮

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

জীবন দর্শন

হে মানুষ! একবার ভেবে দেখ তোমার এ জীবনটা কার দেওয়া? কিভাবে তুমি দুনিয়ায় এসেছ? অথচ ইতিপূর্বে তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। তোমার মায়ের গর্ভে একটি পানিবিন্দু থেকে তোমার জন্ম। কে তোমাকে সেখানে মানুষের রূপ দান করল? কে তোমাকে সুন্দর অবয়ব ও উন্নত রুচি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালো? কে তোমার ঐ ছোট্ট জড় দেহে আত্মার সঞ্চার করল? আবার কে ঐ আত্মাকে তোমার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যাবে? দুনিয়ার সকল শক্তি দিয়েও কি তুমি তোমার আত্মাকে তোমার দেহ পিঞ্জরে আটকে রাখতে পারবে? ঐ রূহ যার হুকুমে এসেছে ও যার হুকুমে চলে যাবে তিনিই তো আল্লাহ। যার কোন শরীক নেই। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করে তোমাকে অসহায়ভাবে দুনিয়ায় ছেড়ে দেননি। তিনি তোমার জীবনের পথের বিধান সমূহ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে। যাদের সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*। হে অবিশ্বাসী মানুষ! সবকিছুকে তুমি অবিশ্বাস করলেও নিজের সৃষ্টিকে ও নিজের আত্মাকে তুমি কি অবিশ্বাস করতে পারবে? দেহ থেকে রূহটা চলে গেলে তুমি তো পোকার খোরাক হবে। কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তোমাকে শ্রবণশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে বহু শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তোমাকে সুঠাম ও সুন্দর দেহ কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য পঙ্গু, দুর্বল ও অসহায় মানুষ। তোমার সামনে রূযীর দুয়ার খুলে যাচ্ছে। অথচ তোমার বন্ধু শত চেষ্টায়ও তার অভাব মেটাতে পারছে না। অতএব তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সবকিছুর নিয়ামক একজন আছেন। যিনি অদৃশ্যে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর নির্দেশনার বাইরে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। যেমন পৃথিবী ও আকাশের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। রোগ-শোক, বার্ধক্য-জ্বরা কিছুই ঠেকাবার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি দু'হাত ছুঁড়ে বক্তৃতা করবে তোমার কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে। আবার বাকরুদ্ধ হয়ে বিছানায় অবশ পড়ে থাকবে কিংবা বাক্য শেষ হবার আগেই তুমি মারা যাবে তাঁরই হুকুমে। সবই তোমার চোখের সামনে ঘটছে হর দিন। অথচ তোমার হুঁশ হয় না কোন দিন।

হে নাস্তিক! তুমি অবিশ্বাসের অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী হও। তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহ মেনে চল। অনুতপ্ত হয়ে একান্তে নিভৃতে চোখের পানি ফেলে তাঁর নিকটে ক্ষমা চাও। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন।

বিশ্বাস কর, যে আল্লাহ্র হুকুমে তুমি দুনিয়াতে এসেছ, সেই আল্লাহ্র কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। মনে রেখ ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত এ পৃথিবীতে কোন মানুষ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তোমাকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। এ পৃথিবীকে তাঁর প্রেরিত বিধান মতে সুন্দরভাবে আবাদ করার জন্যই তিনি তোমাকে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আখেরাতে তোমাকে এ জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। অতএব তাঁর জৈবিক বিধানকে যখন তুমি অস্বীকার করতে পারছ না, তখন তুমি তাঁর নৈতিক ও সামাজিক বিধানকে কেন অস্বীকার করছ? আর সেকারণেই তো পৃথিবী আজ দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কাজে ভরে গেছে।

হে অমুসলিম! তুমি কি জানো সকল মানুষ জন্ম সূত্রে মুসলিম ও বংশসূত্রে মুসলিম? আদি পিতা আদম (আঃ) ছিলেন মুসলিম ও প্রথম নবী। সম্ভবতঃ সেকারণেই সকল ধর্মে মৃত শিশু সন্তানদের দাফন করা হয়। কিন্তু পোড়ানো হয় না। তবে কেন আদি পিতার রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করে তুমি অমুসলিম হয়েছ? এতে তোমাকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে চিরদিন। তাই তো তোমার কথিত ধর্মনেতারা তোমার লাশকে দুনিয়ায় থাকতেই পোড়ানোর হুকুম দিয়েছে। তোমার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে তোমার মৃত মুখে আগুন দিতে বাধ্য করেছে। অথচ তোমার প্রভু আল্লাহ নিষ্ঠুর নন। তিনি তোমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে জানাযা শেষে সসম্মানে দাফন করতে বলেছেন। তুমি কি জানোনা আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ'ল ইসলাম? বাকী সবই মানুষের মনগড়া। যা ইহকাল ও পরকালে কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। ইসলামের পথ হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ। এর বাইরে সকল পথের মাথায় বসে আছে শয়তান। অতএব আল্লাহ্র পথ আর শয়তানের পথকে এক করে দেখ না। পরিণামে তুমি জাহান্নামী হবে। তুমি কি পারবে সেদিন জীবন্ত আগুনে জ্বলতে?

হে ধর্ম নিরপেক্ষ! ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। এ পথের বিধান সমূহ না মেনে মুসলমান হওয়া যায় না। আবু জাহলরাও আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল। রাসূল (ছাঃ)-কে সত্য বলে জানত। কিন্তু তারা ইসলামের বিধান সমূহে ও কুরআনের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করত মূলতঃ তাদের পার্থিব স্বার্থ বিবেচনায়। তুমিও যদি তাই কর, তাহলে আবু জাহলদের সাথেই তোমার হাশর হবে। অতএব সাবধান হও। মৃত্যু আসার আগেই তওবা কর।

হে মানুষ! ইহকালের চাকচিক্য তুমি দেখতে পাও। তাই তার ধোঁকায় তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেল। কিন্তু তোমার দৃষ্টির উপারে পর্দার অন্তরালে যে চিরস্থায়ী জগতটি রয়েছে তা কি তুমি জানো? এটি হ'ল কর্মজগত, আর ওটি হ'ল কর্মফলের জগত। মনে রেখ, এ পৃথিবীতে অভ্রান্ত কোন কিতাব থাকলে তা হ'ল কুরআন। যার কোন একটি বর্ণ মিথ্যা নয়। কারণ এটি মানুষের কালাম নয়। বরং সরাসরি আল্লাহ্র কালাম। আল্লাহকে আমরা দেখিনা। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য তারবার্তা আমরা পাই কুরআনে। যার প্রতিটি কলেমা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। সেই সত্য ও সুন্দরের উৎস কুরআন আমাদের খবর দিয়েছে, যারা দুনিয়াতে ঈমানদার হবে ও সৎকর্ম করবে, তারা আখেরাতে চিরকাল জান্নাতে চির শান্তিতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে অবিশ্বাসী ও দুষ্কর্মী হবে, তারা আখেরাতে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে।

অতএব হে নাস্তিক! হে ধর্মনিরপেক্ষ! হে অমুসলিম! ফিরে এসো আল্লাহ্র পথে। মৃত্যুর আগেই যিদ, অহংকার ও হঠকারিতা থেকে তওবা কর। অবিশ্বাস ও কপটতার অন্ধকার থেকে বিশ্বাস ও আনুগত্যের সরল পথে ফিরে এসো। ইসলামে দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। কেননা সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসলামই সত্য, বাকী সবই মিথ্যা। সত্যের পথ আলোকময়, মিথ্যার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক। অন্ধকার কখনো আলোকে গ্রাস করতে পারে না। বরং আলোই অন্ধকারকে দূরীভূত করে। জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা সাময়িকভাবে সমাজকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু সত্যের আলো জ্বলে উঠলে অন্ধকার নিমেষে পালিয়ে যায়। সত্য এসে গেছে আমাদের রব-এর পক্ষ থেকে। যার আলো বিকশিত হচ্ছে দিকে দিকে। আর জয় সর্বদা আলোরই হয়ে থাকে। অতএব সত্যকে জেনেও যদি কেউ মিথ্যাকে বেছে নেয়, তবে সে তার ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারালো। মিথ্যায় গড়া জীবন কোন জীবন নয়, ওটা মরণ। পক্ষান্তরে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত জীবন হ'ল প্রকৃত জীবন। তার কাছে মানুষ পশু এমনকি পৃথিবীর সবকিছু নিরাপদ। কিন্তু মিথ্যার উপাসীদের কাছে তার নিজের জীবনও নিরাপদ নয়। নানা অপকর্মে সে নিজেকে শেষ করে ফেলে।

হে মানুষ! তোমার সবকিছু ক্রিয়া-কর্ম তোমার প্রভু অদৃশ্য থেকে দেখছেন ও রেকর্ড করছেন। তাঁকে লুকিয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না। অতএব সাবধান হও। তাঁর ধৈর্য ও অবকাশ দানে তুমি ধোঁকা খেয়ো না। যেকোন সময় তাঁর প্রতিশোধ তোমার উপর নেমে আসবে। তখন আর তওবা করার সময় তুমি পাবে না। অতএব সাবধান হও! মনে রেখ আল্লাহ সত্য, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য, মৃত্যু সত্য, আখেরাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। অতএব এসো চিরন্তন সত্যের আলোকে জীবন গড়ি। আর এটাই হ'ল প্রকৃত জীবন দর্শন। আল্লাহ আমাদেরকে ইহজীবনে সেই আলোকিত পথ প্রদর্শন করুন- আমীন! *(স.স.)*।

হিংসা ও বিদ্বেষ ঃ মানবতার হত্যাকারী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، رواه البخاري-

অনুবাদ : হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে মানবতাকে হত্যাকারী কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও তা মূলতঃ একটি থেকে উৎসারিত। আর তা হ'ল 'হিংসা'। এই মূল বিষবৃক্ষ থেকেই বাকীগুলি কাঁটাযুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ডাল-পালার ন্যায় বেরিয়ে আসে।

হিংসা অর্থ أَنْ يَحْسُدَ عَلَىَ ما أنعَمَ اللهُ عليه به، وأن يتمني زَوَالَ نِعْمَتِه 'আল্লাহ অন্যকে যে নে'মত দান করেছেন তাকে হিংসা করা এবং উক্ত নে'মতের ধ্বংস কামনা করা'। আর হিংসুক হ'ল, الحريص علي زوال النِّعْمَة علي الْمَحْسُود 'হিংসাকৃত ব্যক্তির নে'মত ধ্বংসের আকাংখী'। হিংসার পিছে পিছে আসে বিদ্বেষ। সে তখন সর্বদা ঐ ব্যক্তির মন্দ কামনা করে। যেমন মুমিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا 'যদি তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়' *(আলে ইমরান ৩/১২০)*। বস্তুতঃ এ দু'টি বদস্বভাবের মধ্যে ঈমানের কোন অংশ নেই। কেননা মুমিন সর্বদা অন্যের শুভ কামনা করে। যেমন সে সর্বদা নিজের শুভ কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه 'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।[২] যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তার ঈমান হয় ত্রুটিপূর্ণ। হিংসা তার সমস্ত নেকীকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন ধীরে ধীরে কাঠকে খেয়ে ফেলে। এভাবে সে নিজের আগুনে নিজে জ্বলে মরে। পরিণামে তার পূর্বে কৃত সৎকর্ম সমূহের নেকীগুলিও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হ'লে সে নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে চলে যায়।

অতএব একজন মুসলিমের কর্তব্য হ'ল সর্বদা সাদা মনের অধিকারী থাকা। তার অন্তরে যেন কারু প্রতি হিংসার কালিমা না থাকে। যদি কোন কারণ বশতঃ সেটা কখনো এসেই যায়, তবে বুদ্বুদের মত যেন তা উবে যায়। কচুর পাতার পানির মত যেন তা ঝরে যায়। হৃদয় যেন সকলের প্রতি উদার থাকে এবং শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি হেদায়াতের আকাংখী থাকে। এমন অবস্থায় নিদ্রা যাবে, যেন তার হৃদয়ের কোণে কারু প্রতি হিংসার কালো মেঘ জমে না থাকে। কেননা এই নিদ্রা তার চিরনিদ্রা হ'তে পারে।

ভালোবাসা ও বিদ্বেষের মানদণ্ড হবে কেবল ঈমান। আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ্র জন্য বিদ্বেষ এটিই হল মানদণ্ড। কোন মুমিন কোন কাফিরকে কখনোই উদারভাবে ভালবাসতে পারে না। কেননা কাফিরের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তাকে ভালোবাসার মধ্যে আখেরাতে কিছুই পাবার নেই। এক্ষেত্রে কাফিরকে তার কুফর থেকে ঈমানের দিকে ফিরানোর সাধ্যমত চেষ্টা করাই হবে তার প্রতি ভালবাসার সঠিক নমুনা। এটা না করলে মুমিন গোনাহগার হবে ও আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবে। কেননা মুমিন ও কাফির উভয়ে একই পিতা আদমের সন্তান। আদম (আঃ) মুসলিম ছিলেন। তাই উভয়ে বংশসূত্রে মুসলিম। কিন্তু না বুঝে অথবা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে যদি কেউ কাফির-মুশরিক হয়ে থাকে, তবে তাকে বুঝিয়ে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনা মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। যেসব মুসলিমের পিতা-মাতা কাফির বা মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন, তারা সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলছেন, এ দৃশ্য চিন্তা করে কোন মুসলিম সন্তান স্থির থাকতে পারেন কি? একইভাবে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা শিরক ও বিদ'আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের পরিণামও জাহান্নাম। তাদের নিকটাত্মীয়রা কি তাদের জীবন্ত আগুনে পোড়ার জ্বলন্ত দৃশ্য মনের আয়নায় দেখে সহ্য করতে পারবেন? তাই কাফির-মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদের প্রতি বিদ্বেষ-এর অর্থ হ'ল তাদের অবিশ্বাস ও অপকর্মকে ঘৃণা করা ও নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তবে সকল আদম সন্তানের হেদায়াতের জন্য নিজের হৃদয়কে সদা উন্মুক্ত ও বিদ্বেষ মুক্ত রাখাটাই হ'ল প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন।

হিংসা ও বিদ্বেষ হ'ল অন্তরের বিষয়। কিন্তু তার বিষফল হিসাবে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি হ'ল কর্মের বিষয়। তাই অন্তর বিদ্বেষমুক্ত না হ'লে কর্ম অন্যায়মুক্ত হয়

১. *বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।*
২. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯৬১।*

না। যদি কোন মুমিন পাপকর্ম করে, তাহ'লে তার পাপকে ঘৃণা করবে। কিন্তু ঈমানের কারণে তাকে ভালবাসবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। আর ভাইয়ের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা তখনই বুঝা যাবে, যখন তার পাপের কারণে তাকে ঘৃণা করা হবে। তাতে সে তওবা করে ফিরে আসতে পারে। নইলে পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাকে ভালবাসলে সে কখনোই তওবা করবে না এবং পাপ ও পুণ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরং প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন হ'ল ফাসেক-মুনাফিকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং সত্যের পক্ষে সমর্থন ও মিথ্যার বিপক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করা। যেমন হযরত আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ 'যে আল্লাহ্র জন্য অপরকে ভালবাসে ও আল্লাহ্র জন্য বিদ্বেষ করে, আল্লাহ্র জন্য দান করে ও আল্লাহ্র জন্য বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল'।[৩] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ 'প্রত্যেক শুদ্ধহৃদয় ও সত্যভাষী ব্যক্তি'। লোকেরা বলল, সত্যভাষীকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে চিনব? জবাবে তিনি বললেন, هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ 'সে হবে আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়; যাতে কোন পাপ নেই, সত্যবিমুখতা নেই, বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই'।[৪]

হিংসুক থেকে বাঁচার পথ :

(১) ক্ষমতা থাকলে প্রতিরোধ করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনার ইহুদী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং অবশেষে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

(২) সত্য প্রকাশ করে দেওয়া এবং হিংসুক ব্যক্তি বা দলকে এড়িয়ে চলা ও তাদের শাস্তির বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ হিংসুক ইহুদী সম্পর্কে বলেন, فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করে চলো যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় আদেশ নিয়ে আগমন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান' *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*। হিংসা মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এটাই উত্তম। কেননা হিংসা কেবল হিংসা আনয়ন করে।

ভাল-র প্রতি হিংসা :

মানুষ অনেক সময় ভাল-র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। যেমন নবী-রাসূলগণের প্রতি, কুরআন ও হাদীছের প্রতি, ইসলামের প্রতি, সমাজের সত্যসেবী দ্বীনদারগণের প্রতি এবং বিশেষ করে সমাজ সংস্কারক মুত্তাক্বী আলেমগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পাপাচারী মানুষের স্বভাবগত বিষয়। যেমন (ক) সৃষ্টির সূচনায় প্রথম পাপ ছিল আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসার পাপ। আদমের উচ্চ সম্মান দেখে সে হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। তাকে আদমের প্রতি সম্মানের সিজদা করতে বলা হলে সে করেনি। বরং যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল আমি আগুনের তৈরী ও সে হ'ল মাটির তৈরী। অতএব আগুন কখনো মাটিকে সিজদা করতে পারে না। এ যুক্তি দেখিয়ে সে আল্লাহ্র হুকুম মানতে অস্বীকার করে ও অহংকার করে। ফলে সে জান্নাত থেকে চিরকালের মত বিতাড়িত হয়। অনুরূপভাবে (খ) আদম-পুত্র কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে হিংসা বশে। কারণ হাবীল ছিল মুত্তাকী পরহেযগার ও শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। সে আল্লাহকে ভালবেসে তার সর্বোত্তম দুম্বাটি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কুরবানীর জন্য পেশ করে। অথচ তার কৃষিজীবী ভাই ক্বাবীল তার ক্ষেতের সবচেয়ে খারাব ফসলের একটা অংশ কুরবানীর জন্য পেশ করে। ফলে আল্লাহ তারটা কবুল না করে হাবীলের কুরবানী কবুল করেন এবং আসমান থেকে আগুন এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। এতে ক্বাবীল হিংসায় জ্বলে ওঠে ও হাবীলকে হত্যা করে। পরবর্তীকালে (গ) ইহুদীরা মুসলমানদের হিংসা করে তাদের নিকট শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের কারণে। কেননা ইহুদীরা ভেবেছিল শেষনবীর আগমন হবে তাদের মধ্য থেকে। কিন্তু সেটা না হওয়ায় তারা ক্ষেপেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 'আহলে কিতাবগণের মধ্যে বহু লোক চায় তোমাদেরকে ঈমান আনার পরে কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে স্রেফ বিদ্বেষবশতঃ' *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*।

ওদিকে আবু জাহল শেষনবী (ঘ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য বলে স্বীকার করেও মেনে নেয়নি তার বনু মখযূম গোত্রে জন্ম না হয়ে বনু হাশেম গোত্রে জন্ম হওয়ার কারণে। এভাবে ভাল-র প্রতি হিংসার ইতিহাস চিরন্তন। ঐসব হিংসুকরা নিজেদের হিংসা গোপন করার জন্য ভাল-র বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা রটনা করে। তাকে নানাবিধ কষ্ট দেয়, এমনকি দেশ ত্যাগে বাধ্য করে ও হত্যার চেষ্টা করে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীরা করেছিল। অথচ তিনি এজন্য আদৌ দায়ী ছিলেন না। যদিও প্রবাদ আছে যে, 'এক হাতে তালি বাজে না'। অথচ নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের নিখাদ অনুসারী নেককার মুমিনদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এক

৩. *আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; তিরমিযী হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩০।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; মিশকাত হা/৫২২১।*

পক্ষীয় হয়ে থাকে। সকল যুগে এর অসংখ্য নযীর রয়েছে। বর্তমান যুগেও এমন নযীরের কোন অভাব নেই।

সেকারণ হিংসুকদের অনিষ্টকারিতা হ'তে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্টকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ১১৩/৫)*। যে সমাজে হিংসার প্রসার যত বেশী, সে সমাজে অশান্তি তত বেশী। সমাজে অতক্ষণ যাবত কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করে, যতক্ষণ সেখানে হিংসার প্রসার না ঘটে। যামরাহ বিন ছা'লাবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا 'মানুষ অতক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরে হিংসা না করবে'।[৫]

হিংসার পরিণাম :

হিংসুক ব্যক্তি অন্যকে ক্ষতি করার আগে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা শুরুতেই সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। হিংসা দূর না হওয়া পর্যন্ত এটাই তার জন্য স্থায়ী দুনিয়াবী শাস্তি। তার চেহারা সর্বদা মলিন থাকে। তার সাথে তার পরিবারে হাসি ও আনন্দ থাকে না। অন্যের ক্ষতি করার চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে সে সর্বদা ত্রস্ত ও ভীত থাকে। নিশুতি রাতে বাঁশ ঝাড়ে কঞ্চির শব্দে জিনের ভয়ে হার্টফেল করার মত হিংসুক ব্যক্তি সর্বদা কল্পিত শত্রুর ভয়ে শংকিত থাকে। তার অন্তর সদা সংকুচিত থাকে। তারই মত শঠেরা তার বন্ধু হয়। ফলে সৎ সংসর্গ থেকে সে বঞ্চিত হয়। ঘুণ পোকা যেমন কাঁচা বাঁশকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খায়, হিংসুক ব্যক্তির অন্তর তেমনি হিংসার আগুন কুরে কুরে খায়। এক সময় সে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ঘুণে ধরা বাঁশ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে যায়। এভাবে দুনিয়ায় সে এসি ঘরে শুয়ে থেকে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে। আর মৃত্যুর পরে তাকে গ্রাস করে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন। দুনিয়ায় সে যেমন ছিল সর্বদা মলিন চেহারার অসুখী মানুষ, আখেরাতেও সে উঠবে তেমনি মলিন চেহারায় অধোমুখি হয়ে। আল্লাহ বলেন, وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ- أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত' 'কালিমালিপ্ত' তারা হ'ল অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ' *('আবাসা ৮০/৪০-৪২)*। তাদেরকে দেখে যেমন দুনিয়াতে চেনা যেত। আখেরাতেও তেমনি চেনা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ 'অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে কপালের চুল ও পা ধরে' *(রহমান ৫৫/৪১)*।

হযরত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ 'তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ'ল ছাফকারী। لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ 'আমি বলিনা যে চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে ছাফ করে ফেলবে'।[৬] অর্থাৎ ক্ষুর ও ব্লেড যেমন চুল ছাফ করে দেয়। হিংসা ও বিদ্বেষ তেমনি দ্বীনকে বিদূরিত করে দেয়।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানদের উন্নতি ও বিশ্ব বিজয়ের মূলে কারণ ছিল তাদের পারস্পরিক মহব্বত-ভালোবাসা ও বিদ্বেষমুক্ত হৃদয়ের সুদৃঢ় বন্ধন। তারা অন্যের দুঃখ-বেদনাকে নিজের সাথে ভাগ করে নিতেন। তারা অন্যের জন্য সেটাকেই ভালবাসতেন, যেটা নিজের জন্যে ভালবাসতেন। এ বিষয়ে মক্কার মুহাজির মুসলমানদের জন্য মদীনার আনছারগণের অনন্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুপথ যাত্রী মুসলিম সৈনিক তৃষ্ণার্ত পানিপ্রার্থী অন্য সৈনিকের স্বার্থে নিজে পানি পান না করেই প্রাণত্যাগ করে মৃত্যুর দুয়ারে মানবতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই।

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসে আছি। এমন সময় তিনি বললেন, يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষের আগমন ঘটবে'। অতঃপর আনছারদের একজন ব্যক্তি আগমন করল। যার দাড়ি দিয়ে ওযুর পানি টপকাচ্ছিল ও তার বামহাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রাসূল (ছাঃ) একই রূপ বললেন এবং পরক্ষণে একই ব্যক্তির আগমন ঘটলো। অতঃপর যখন রাসূল (ছাঃ) মজলিস থেকে উঠলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ তাঁর পিছু নিলেন। ...আনাস (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন যে, আমি তার বাসায় একরাত বা তিন রাত কাটাই। কিন্তু তাকে রাতে ছালাতের জন্য উঠতে দেখিনি। কেবল ফজরের জন্য ওযূ করা ব্যতীত। তাছাড়া আমি তাকে সর্বদা ভাল কথা বলতে শুনেছি। এভাবে তিনদিন তিনরাত চলে গেলে আমি তার আমলকে সামান্য মনে করতে লাগলাম (كِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ)। আমি তখন ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আপনার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এই এই কথা বলেছিলেন এবং আমিও আপনাকে

৫. *ত্বাবারাণী হা/৮১৫৭; ছহীহাহ হা/৩৩৮৬।*

৬. *তিরমিযী; মিশকাত হা/৫০৩৯।*

গত তিনদিন যাবৎ দেখছি। কিন্তু আপনাকে বড় কোন আমল করতে দেখলাম না (فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيْرَ عَمَلٍ)। তাহলে কোন বস্তু আপনাকে ঐ স্থানে পৌঁছিয়েছে, যার সুসংবাদ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি যা করি তাতো আপনি দেখেছেন। অতঃপর যখন আমি চলে আসার জন্য পিঠ ফিরাই, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّىْ لاَ أَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِلاًّ وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ 'আপনি যা দেখেছেন, তাতো দেখেছেন। তবে আমি আমার অন্তরে কোন মুসলিমের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ রাখি না এবং আমি কারু প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত কোন কল্যাণের উপর হিংসা পোষণ করি না'। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আমর বললেন, هَذِهِ الَّتِىْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِىَ الَّتِىْ لاَ نُطِيْقُ 'এটিই আপনাকে উক্ত স্তরে পৌঁছেছে। এটি এমন এক বস্তু যা আমরা করতে সক্ষম নই'।[৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ 'কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'।[৮] অর্থাৎ একটি অন্তরে হয় ঈমান থাকবে, নয় হিংসা থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। মুমিন কখনো হিংসুক নয়, হিংসুক কখনো মুমিন নয়। অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন নয়।

হিংসুকদের চটকদার যুক্তি :

হিংসুক ব্যক্তি তার চাকচিক্যপূর্ণ কথা ও আকর্ষণীয় যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা বলে ও মিথ্যাকে সত্য বলে। এ বিষয়ে খ্যাতনামা তাবেঈ ইকরিমা বিগত যুগে বনু ইস্রাঈলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে তিনজন বিখ্যাত কাযী বা বিচারপতি ছিলেন। পরে তাদের একজন মারা গেলেন। তখন অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। তিনি বিচারকার্য চালাতে থাকলেন। এমন সময় একদিন আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠালেন। যিনি ঘোড়ায় চড়ে একজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে বাছুরসহ তার গাভীকে পানি পান করাচ্ছিল। ফেরেশতা বাছুরটিকে তার দিকে ডাক দিলেন। তাতে বাছুরটি ঘোড়ার পিছে পিছে চলল। তখন ঐ লোকটি ছুটে এসে তার বাছুরটিকে ফিরিয়ে নিতে চাইল এবং বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! এটি আমার বাছুর এবং আমার এই গাভীর বাচ্চা। ফেরেশতা বলল, বরং ওটা আমার বাছুর এবং আমার এই ঘোড়ার বাচ্চা। কেউ দাবী না ছাড়লে অবশেষে তারা একজন কাযীর কাছে গেলেন। বাছুরের মালিক বলল, এই লোকটি আমার বাছুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে ডাকল, আর বাছুরটি তার পিছে পিছে চলে গেল। অথচ বাছুরটি আমার। কিন্তু এখন সে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছে না। উত্তরে বিবাদী ফেরেশতা বললেন এমতাবস্থায় যে, তার হাতে তিনটি বেত ছিল। যার অনুরূপ কোন বেত সচরাচর দেখা যায় না। তার মধ্যে একটি বেত তিনি বিচারকের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি এটা দিয়ে আমাদের মাঝে ফায়ছালা করুন। বিচারক বললেন, কিভাবে? বিবাদী বললেন, আমরা বাছুরটাকে ঘোড়া ও গাভীর পিছনে ছেড়ে দিব। অতঃপর বাছুরটি যার পিছে পিছে যাবে, সেটি তার হবে। বিচারক সেটাই করলেন। দেখা গেল যে, বাছুরটি ঘোড়ার পিছু নিল। তখন বিচারক বাছুরটি ঘোড়ার বলে রায় দিলেন।

বাছুরের মালিক এ রায় মানল না। সে বলল, আমি আরেকজন বিচারকের কাছে যাব। সেখানে গিয়ে উভয়ে পূর্বের মত বাছুরটিকে নিজের বলে দাবী করল এবং আগের মত যুক্তি প্রদর্শন করল। সেখানেও একই রায় হ'ল। তখন বাদী তাতে রাযী না হয়ে তৃতীয় বিচারকের কাছে গেল। বিবাদী তাকে এবার তৃতীয় বেতটি দিলেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি আজকে তোমাদের বিচার করব না। তারা বলল, কেন করবেন না? তিনি বললেন, কেননা আমি আজ ঋতুবতী। বিবাদী ফেরেশতা একথা শুনে বলে উঠলেন, *সুবহানাল্লাহ!* পুরুষ লোক কখনো ঋতুবতী হয়? তখন বিচারক বললেন, ঘোড়া কখনো গরুর বাছুর জন্ম দেয়? অতঃপর তিনি বাছুরটিকে গাভীর মালিককে দিয়ে দিলেন। এবার ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেছেন। তিনি তোমার উপর খুশী হয়েছেন এবং ঐ দুই বিচারকের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন'।[৯]

প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না, নিকৃষ্ট ভাবে না। তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। অতঃপর বলেন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে নিকৃষ্ট

৭. *হাকেম ৩/৭৯, আহমাদ হা/১২৭২০, আরনাঊত্ব ছহীহ বলেছেন; আলবানী প্রথমে ছহীহ পরে যঈফ বলেছেন (তারাজু'আতুল আলবানী হা/৪৮); হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।*

৮. *নাসাঈ হা/৩১০৯, সনদ হাসান।*

৯. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২৪৭।*

ভাবে। মনে রেখ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হ'ল তার রক্ত, তার মাল ও তার ইযযত'।[১০]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল'।[১১]

হিংসুকের পরিণতি :

হিংসুক ও বিদ্বেষী মানুষ কোন অবস্থায় শান্তি পায় না। তার কোন সৎবন্ধু জোটে না। সে কখনোই সুপথপ্রাপ্ত হয় না। তার হৃদয়-মন থাকে সর্বদা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত। যেখান থেকে সর্বদা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও মিথ্যাচারের দুর্গন্ধযুক্ত স্ফুলিঙ্গ সমূহ বের হয়। সে সর্বদা নিজেকে বিজয়ী ভাবে। অথচ সেই-ই সবচেয়ে পরাজিত। সে নিজেকে বীর ভাবে, অথচ সেই-ই সবচেয়ে ভীরু। ভীত-চকিত সর্পের ন্যায় সে তার কল্পিত প্রতিপক্ষকে ছোবল মারার জন্য সর্বদা ফণা উঁচিয়ে থাকে। এভাবে আমৃত্যু সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ অন্যকে হত্যা করার আগে নিজেকে হত্যা করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে হিংসাকেই বড় ন্যায় বিচারক বলতে হয়। কেননা সে সর্বাগ্রে হিংসুককে শাস্তি দেয়, অতঃপর অন্যকে। হিংসুক ব্যক্তি শত চেষ্টায়ও তা গোপন রাখতে পারে না। কেননা শত্রুকে ঘায়েল করার পূর্বে সে নিজেই ঘায়েল হয়। যার নমুনা তার চেহারায় ও কর্মে ফুটে ওঠে। জনৈক কবি বলেন,

يا حاسداً لي على نعمتي + أتدري على من أسأتَ الأدبْ

أسأتَ على الله في فعله + لأنكَ لم ترضَ لي ما قسمْ

فأخزاكَ ربي بأنْ زادني + وسدَّ عليكَ وجوهَ الطلبْ

(১) 'হে হিংসুক ব্যক্তি! যে আমার নে'মতে হিংসা করে থাক। তুমি কি জানো তুমি কার সাথে বে-আদবী করো?

(২) তুমি আল্লাহ্র কর্মকে মন্দ বলে থাক। কেননা তিনি আমাকে যা (রহমত) বণ্টন করেছেন তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও।

(৩) অতএব আমার প্রভু তোমাকে লাঞ্ছিত করুন এ কারণে যে তিনি আমাকে রহমত বেশী দিয়েছেন। আর তোমার উপরে তা বন্ধ করেছেন'।

সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ কখনো কাউকে হিংসা করেন না। কারু প্রতি বিদ্বেষী হন না। তারা সর্বদা অন্যের হিংসার শিকার হন। তারা আসামী হন, কিন্তু সহজে বাদী হন না। যুগে যুগে এটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এজন্য প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে, هل مَاتَ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ مَحْسُوْد ؟ 'ইমাম বুখারী কি হিংসুকের হামলা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পেরেছেন'? এর পরেও প্রকৃত মুমিনগণ পাল্টা হিংসা করেন না। বিদ্বেষ করেন না। বরং প্রতিপক্ষের হেদায়াত কামনা করেন। কবি কুমায়েত আল-আসাদী বলেন,

إن يحسدوني فإني غيرُ لائمهم + قبلي من الناس أهلُ الفضل قد حُسِدُوا

فدام لي ولهم ما بي وما بهم + ومات أكثرنا غيظاً بما يجد

أنا الذي يجدوني في صدورهم + لا أرتقي صدراً منها ولا أرِدُ

(১) 'তারা যদি আমাকে হিংসা করে, পাল্টা আমি তাদের নিন্দা করব না। কেননা আমার পূর্বে বহু কল্যাণময় ব্যক্তি হিংসার শিকার হয়েছেন।

(২) অতএব আমার ও তাদের সঙ্গে (আল্লাহ্র রহমত) যা ছিল, তা থাকবে। অথচ আমাদের অধিকাংশ মানুষ মারা গেছে যা সে পেয়েছে তাতে ক্রুদ্ধ অবস্থায়।

(৩) আমি সেই ব্যক্তি যে, তারা আমাকে সর্বদা তাদের বুকের মধ্যে পাবে, যেখান থেকে আমি না ফিরে গেছি, না অবতরণ করেছি'।

হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার উপায় :

(১) হিংসা হ'ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা ছালাত শেষে বা ঘুমাতে যাবার সময় বা যেকোন সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া। (২) এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া আবশ্যক। আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিখিয়ে দিয়েছেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেইসব ভাইকে তুমি ক্ষমা কর। যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর তুমি আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ সঞ্চার করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(হাশর ৫৯/১০)*।

মুসলমানকে আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে পরস্পরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় থাকতে বলা হয়েছে *(ছফ ৬১/৪)* । এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত মনে আমরা পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারব এবং এর বিনিয়ে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে পারিতোষিক কামনা করব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবাইকে ভাই-ভাই হবার তাওফীক দিন- আমীন!

১০. *মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।*
১১. *মুসলিম হা/২৫৬৪, মিশকাত হা/৫৩১৪।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু

প্রিয় মুছল্লীগণ!

বিশেষ কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি একমাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন। সেই সুন্নাত অনুসরণে দেশে ক্রমবর্ধমান নাস্তিক্যবাদ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী তৎপরতা নস্যাতে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে ফজর বা যেকোন ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ* ও *রব্বানা লাকাল হাম্দ* পড়ার পর দু'হাত তুলে ইমামগণকে সরবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠের অনুরোধ রইল। এসময় মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*।

কুনূতে নাযেলাহ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

১. হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা কর। তুমি তাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দাও ও তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দাও। তুমি তাদেরকে তোমার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদের উপরে লা'নত কর। যারা তোমার রাস্তা বন্ধ করে, তোমার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও তোমার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দাও ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দাও এবং তুমি তাদের মধ্যে তোমার প্রতিশোধকে নামিয়ে দাও, যা অপরাধী সম্প্রদায় থেকে তুমি ফিরিয়ে নাও না'।

اللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا- اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ- اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاخْذُلِ الْكَفَرَةَ وَالْفَجَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ-

২. হে আল্লাহ! যারা আমাদের উপর দয়া করেনা, তুমি তাদেরকে আমাদের উপর আধিপত্যশীল করো না। হে আল্লাহ! তুমি পাপী সম্প্রদায়ের উপর তোমার শাস্তি কঠোর কর। হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত কর এবং কাফের, পাপাচারী, বিদ'আতী ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত কর।

أَللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ-

৩. হে আল্লাহ! তুমি তাকে সাহায্য কর যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনকে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর তাদেরকে লাঞ্ছিত কর, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনকে লাঞ্ছিত করে এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

৪. হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ- آمين

৫. হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তুমি আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াময়। আর যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য। আমীন (হে আল্লাহ তুমি কবুল কর)!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। কাজেই এই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা যরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়। এ নিবন্ধে প্রতিবেশীর অধিকার সমূহ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতিবেশীর পরিচয় : প্রতিবেশীর আরবী প্রতিশব্দ جار (জার) এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Neighbour. পারিভাষিক অর্থে- A person who lives next to you or near you. 'তোমার পরে বা পার্শ্বে বসবাসকারী লোক'।[১২]

ইবনুল মানযূর বলেন, وهو مَنْ جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، برًا أو فاجرًا، صديقًا أو عدوًّا، محسناً أو مسيئاً، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلديًّا أو غريبًـــا. 'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি আইনত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী'।[১৩]

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা : কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, أربعين دارًا أمامه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره. অর্থাৎ নিজের ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)।[১৪] (২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।[১৫]

প্রতিবেশীর প্রকার : দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার : ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী *(নিসা ৪/৩৬)*। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।

আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ 'একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ'।[১৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ- 'আল্লাহর নিকট সেই সাথী উত্তম, যে তার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম'।[১৭]

পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রতিবেশী হ'তে রাসূল (ছাঃ) দো'আ করতেন এই বলে, اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمَقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হ'তে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে'।[১৮]

প্রতিবেশী সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ : প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ'ত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[১৯]

উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার : প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া যরূরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

---

১২. *A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (New York : Oxford University Press, p. 1024.*
১৩. লিসানুল আরব ৪/১৫৩-৫৪ পৃঃ।
১৪. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯, সনদ হাসান।*
১৫. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আত-তাক্বছীর ফী হুকূকিল জার, ১/১ পৃঃ।
১৬. *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৪, ২৫৭৬, সনদ ছহীহ।*
১৭. *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৫; ছহীহুল জামে' হা/৩২৭০; ছহীহাহ হা/১০৩।*
১৮. *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৭, সনদ ছহীহ।*
১৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪।*

'আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা প্রতিবেশীরাই মানুষের বিপদ-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে'।[২০] অন্যত্র তিনি বলেন, - وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا 'তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি মুমিন হ'তে পারবে'।[২১]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসা নিহিত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে সে যেন সদা সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীর উপকার করে'।[২২]

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া : সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যরূরী। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[২৩] প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ। এমনকি তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[২৪] প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[২৫]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ– 'অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হ'ল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[২৬]

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা : প্রতিবেশীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ– 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে'।[২৭]

প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য না করা : প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এবং কষ্ট দানকারীকে ঈমানহীন বলে অভিহিত করেছেন। এরপরও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু আমের হিমছী বর্ণনা করেন, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন,

---

২০. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২; আত-তারগীব হা/২৫৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫০১; আদাবুল মুফরাদ হা/১০২।
২১. তিরমিযী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২।
২২. মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ হাসান।
২৩. বুখারী হা/৫৬৭২; আবু দাউদ হা/৫১৫৬।
২৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।
২৬. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২; ছহীহ তারগীব হা/২৫৬০।
২৭. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০০০; ছহীহুল জামে' হা/২৫৬৩, সনদ হাসান।

مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَيُهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارِمَةِ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيْعاً، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيُقْهِرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلاَّ هَلَكَ.

অর্থাৎ যখন দু'ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয়। আর যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।[২৮]

প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া : উপহার আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا– 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[২৯]

হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا– অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট উপঢৌকন পাঠাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যার দরজা (বাড়ী) তোমার বেশী নিকটবর্তী'।[৩০]

বাড়ীতে ভাল কোন খাদ্য বা তরকারী পাক হ'লে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রাঃ)-কে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ — 'হে আবু যর! যখন কোন তরকারী পাক করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও'।[৩১] অন্য বর্ণনায় আছে, وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ 'যখন ঝোল পাকাবে তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে ও তা তাদেরকে সদিচ্ছা সহকারে বিতরণ করবে'।[৩২] তিনি আরো বলেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ أَوْ اقْسِمْ فِيْ جِيْرَانِكَ 'যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে'।[৩৩]

প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সকলেই উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস তৈরী হ'লে কিংবা পশু-পাখি যবেহ করা হ'লে তার গোশ্ত মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বিধর্মী প্রতিবেশীর বাড়ীতেও প্রেরণ করা উচিত। একবার আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর বালক ভৃত্য একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাজ শেষ করে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী হ'তে (গোশ্ত বিতরণ) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কি ইহুদী? আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি।[৩৪]

প্রতিবেশীর জন্য নিজের পসন্দনীয় বস্তু এখতিয়ার করা : নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পসন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ– 'আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা প্রতিবেশী অথবা তার ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করবে'।[৩৫]

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে ভুরিভোজ না করা : দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ– 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[৩৬]

প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করা : সমাজের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আন্তরিকতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। আর পরস্পরকে দাওয়াত দিলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। দাওয়াত কবুল করা রাসূলের নির্দেশও বটে। তিনি বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. 'যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় বা দাওয়াত কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হ'লে সে খাবে আর না হ'লে সে ছেড়ে দিবে'।[৩৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ. 'যখন তোমাদের কাউকে

২৮. *আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭, সনদ ছহীহ।*
২৯. *আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪।*
৩০. *বুখারী, হা/২২৫৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭-১০৮।*
৩১. *বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৪।*
৩২. *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৭৯।*
৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭; *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪।*
৩৪. *আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪, সনদ ছহীহ।*
৩৫. *মুসলিম হা/৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৭০৮৬।*
৩৬. *মিশকাত, হা/৪৯৯১; আদাবুল মুফরাদ হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯।*
৩৭. *মুসলিম হা/১৪৩০; মিশকাত হা/৩২১৭।*

খাবারের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন সে তাতে সাড়া দিবে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ'লে সে দো'আ করবে'।[৩৮]

মুসলমানের ছয়টি হকের অন্যতম হচ্ছে দাওয়াত কবুল করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ستٌّ. قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. 'একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টা হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে; তোমাকে দাওয়াত দিলে কবুল করবে; পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'।[৩৯]

প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা : প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলামের নির্দেশ। এমনকি নিজের কিছুটা ক্ষতি হ'লেও প্রতিবেশীর সুবিধা করে দেওয়া ও তার অসুবিধা না করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে'।[৪০]

প্রতিবেশীর জান-মাল, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা : প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন যরূরী, তেমনি মাল-সম্পদ হেফাযত করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপত্তা লাভ করে'।[৪১] অন্য হাদীছে এসেছে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ: عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوْا حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قَالُوا حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ: لأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, (তা কেমন? উত্তরে) তারা বললেন, হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্তু-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।[৪২]

প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা : মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভাল এবং মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন'।[৪৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন'।[৪৪] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِيْ بَيْتِهِ- 'যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। আর যে মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তাকে অপদস্ত করবেন তার ঘরের ভিতরে'।[৪৫]

প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা ও তাকে কর্যে হাসানা প্রদান করা :

পার্থিব জীবনে মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এজগতে কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে কোন না কোন ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী। প্রতিবেশীর কাজে সাধ্যমত সহায়তা করা তার প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ। আর মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহে সমাজ সুন্দর হয়; আল্লাহ্র রহমত লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ 'আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[৪৬]

প্রতিবেশী কখনও সমস্যায় পড়লে কর্যে হাসানা দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। তাকে কর্যে হাসানা দিয়ে সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারীকেও সাহায্য করবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

৩৮. তিরমিযী হা/৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫০, সনদ ছহীহ।
৩৯. মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৫।
৪০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৪১. বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০।
৪২. আদাবুল মুফরাদ হা/১০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫।
৪৩. মুসলিম হা/৪৬৯১।
৪৪. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪; সনদ ছহীহ।
৪৫. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৩৮; ছহীহাহ হা/২৩৪১-এর আলোচনা দ্রঃ।
৪৬. বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭।

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ–

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৪৭]

প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা। এটা এমন একটি সৎকাজ যার কারণে আল্লাহ দাতাকে অনেক পুণ্য দান করে থাকেন। এর ছওয়াব বহুগুণ হয় এবং এর দ্বারা অপরাধ ক্ষমা করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' *(তাগাবুন ১৭)*। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সাধ্যমত অভাবী প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা।

কর্যে হাসানার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ 'ছাদাক্বার ছওয়াব দশগুণ এবং কর্যে হাসানার ছওয়াব আঠারগুণ'।[৪৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু'বার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লিখা হবে'।[৪৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ– 'এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'।[৫০]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ– 'যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দান করুন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়'।[৫১]

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন'।[৫২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ– 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় তাকে ছায়া দান করবেন'।[৫৩]

প্রতিবেশীর অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া ও সেবা করা : রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হ'লে মানুষ অসহায় ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কোথাও যেতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার সময় কেটে যায়। এমতাবস্থায় কেউ পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে সে স্বস্তি বোধ করে। অনুরূপভাবে অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে তাকে সে আপন মনে করে। তাছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। রোগীর দেখা-শোনা ও সেবা-শুশ্রূষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ– 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[৫৪] অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[৫৫]

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'কোন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে,

৪৭. মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত, 'কিতাবুল ইলম' হা/২০৪।
৪৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭।
৪৯. *ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।*
৫০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১।
৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২।
৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩।
৫৩. মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪।
৫৪. বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।
৫৫. আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।

যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[৫৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. 'কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে গেলে অথবা আল্লাহ্র ওয়াস্তে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।[৫৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِيْ الْجَنَّة. 'যে কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে গেলেই তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।[৫৯]

প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দেওয়া : প্রতিবেশীর যে কোন দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'।[৬০]

প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ : এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল কেউ ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।[৬১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ 'এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া'।[৬২]

জানাযায় অংশগ্রহণে প্রতিবেশীর হক যেমন আদায় হয়, তেমনি এতে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার ছালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতিটি ক্বীরাত হ'ল ওহোদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে'।[৬৩]

প্রতিবেশীর মৃত্যু হ'লে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মু'তার যুদ্ধে জা'ফর (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর। কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'।[৬৪]

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার : কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!

إِنَّ لِيْ جَاراً يُؤْذِيْنِيْ، فَقَالَ: انْطَلِقْ. فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ. فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوْا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: انْطَلِقْ. فَاخْرُجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ : اَللَّهُمَّ الْعَنْهُ، اَللَّهُمَّ أَخْزِهِ، فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللهِ! لاَ أُوْذِيْكَ.

অর্থাৎ আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস

৫৬. *মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।*
৫৭. *আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।*
৫৮. *তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।*
৫৯. *তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ।*
৬০. *ইবনু মাজাহ হা/১৬০১, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৪।*
৬১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫।*
৬২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৪।*
৬৩. *বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/১৬৫১।*
৬৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; আবুদাঊদ হা/৩১৩২ সনদ হাসান।*

করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তা নবী করীম (ছাঃ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এর উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহ্র কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না'।[৬৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَارَهُ، فَقَالَ: احْمِلْ مَتَاعَكَ، فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيْقِ، فَمَنْ مَرَّ به يَلْعَنُهُ. فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ به يَلْعَنُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لَقِيْتَ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ شَكَا كَفَيْتَ أَوْ نَحْوَهُ. : একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, যাও তোমার দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে রাস্তা অতিক্রম করবে, সে তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তা-ই করল)। ফলে রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'ল। তখন তিনি বললেন, লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে? এরপর তিনি বললেন, লোকজনের অভিসম্পাতের পরও রয়েছে আল্লাহ্র অভিসম্পাত। অতঃপর অভিযোগকারীকে বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। অথবা তিনি অনুরূপ বললেন।[৬৬]

প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা : প্রতিবেশীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

বিবাদ মীমাংসা করা শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ 'আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. 'বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা'।[৬৭]

মুসলিম ভাইদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'তোমার দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়ছালা করা একটি ছাদাক্বা'।[৬৮]

প্রতিবেশীকে হত্যা করা ক্বিয়ামতের আলামত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। অথচ বর্তমানে তুচ্ছ কারণে মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা পর্যন্ত করছে। এটা ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ– 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং পিতাকে হত্যা করবে'।[৬৯]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা রাসূলের নির্দেশ। খাদ্য আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে।

তাছাড়া সমাজকে সুন্দর করার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং তার সাথে সদাচরণ করা যরূরী। এতে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। প্রতিবেশীর হক আদায় করলে পার্থিব জীবনে উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব অর্জিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে প্রতিবেশীর হক আদায় করার তাওফীক্ব দিন-আমীন!

৬৫. *আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪, সনদ হাসান-ছহীহ।*
৬৬. *আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান-ছহীহ।*
৬৭. *আবূ দাঊদ হা/৪৯১৯, তিরমিযী হা/২৬৪০, হাদীছ ছহীহ।*
৬৮. *মুসলিম হা/১০০৯।*
৬৯. *আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮৫।*

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

যে সকল মালের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয় :

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যেসব মালে পূর্ণ এক বছর মালিকানার শর্তারোপ করা হয়েছে এবং যেসব মালে করা হয়নি, এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য হ'ল, বর্ধনশীল ও অবর্ধনশীল হওয়া। অর্থাৎ বর্ধনশীল মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত। আর অবর্ধনশীল মাল পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়।

মাটি থেকে উৎপন্ন শস্য ও ফল : যে সকল শস্য ও ফল মাটি থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলোর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং শস্য কর্তনের পরেই তা নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত দিতে হবে। কেননা শস্য কর্তনের পরে তা বৃদ্ধি হয় না। বরং তা পর্যায়ক্রমে কমে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوْشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

অনুরূপভাবে গবাদি পশুর বাচ্চা ও ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। বরং এটা তার মূলের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ গবাদি পশুর বাচ্চা তার মায়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশ তার মূলধনের সাথে হিসাব হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে পশু পালনকারীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে কি-না তা জিজ্ঞেস করতে বলেননি।[৭০]

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায়ের হুকুম

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল, পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হবে কি-না এ ব্যপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ-

আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।[৭১]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- 'এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই'।[৭২]

এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায়কে নিষিদ্ধ করেননি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। উক্ত ওয়াজিব আদায় না করলে সে পাপী হবে। কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বে আদায় করা জায়েয।

যদি বলা হয় যে, ছালাত যেমন সময়ের পূর্বে আদায় করলে ছহীহ হয় না, যাকাত তেমন এক বছর পূর্ণ না হ'লে ছহীহ হয় না। তাহ'লে বলা হবে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এক ইবাদত অন্য ইবাদতের উপর কিয়াস করা বৈধ নয়।[৭৩]

এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিছাব পরিমাণ মালের কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে অথবা বিক্রি করে দিলে তার হুকুম :

কারো নিকট ৪০ টি ছাগল অথবা ৭.৫০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি ছাগল অথবা স্বর্ণের কিছু অংশ বিক্রি করে দিল। ফলে তার মালিকানায় নিছাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর থাকল না। এক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা নিছাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর তার মালিকানায় ছিল না। তবে যাকাত দেওয়ার ভয়ে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিছু মাল বিক্রি করার কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৭০. *মুসলিম হা/১০৪৫।*

৭১. *আবুদাউদ হা/১৬২৪; তিরমিযী হা/৬৭৮; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯৫; মিশকাত হা/১৭৮৮, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া ঐ, লাইব্রেরী) ৪/১৩২ পৃঃ, সনদ হাসান।*

৭২. *তিরমিযী হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; সনদ ছহীহ।*

৭৩. *আবু মালেক কামাল বিন সায়্যেদ সালেম, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৬৪ পৃঃ।*

'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'।[৭৪]

যে সকল মালের যাকাত ফরয

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেননি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

(১) بهيمة الأنعام তথা গৃহপালিত পশু : কারো নিকট গৃহপালিত পশু নিছাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর তা হ'ল, (ক) উট, (খ) গরু ও (ঘ) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

'প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।[৭৫]

(২) النقدان তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য : কারো নিকট নিছাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ-

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটা তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে তা আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ-

'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।

(৩) عروض التجارة তথা ব্যবসায়িক মাল : যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হ'তে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যা উপার্জন কর' দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে।

(৪) الحبوب والثمار তথা শস্য ও ফল : অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওযনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশষ্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার

---

৭৪. বুখারী হা/১, 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিভাবে অহী শুরু হয়েছিল' অধ্যায়।

৭৫. বুখারী হা/১৪৬০, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১০৭ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৭৭৫, ঐ, বঙ্গানুবাদ ৪/১২৬ পৃঃ।

হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– 'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।[৭৬]

(৫) المعادن والركاز তথা খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদ :

المعادن হ'ল খনিজ সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। আর الركاز হ'ল পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হ'তে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ভূমি হ'তে উৎপাদন বলতে শস্য, খনিজ সম্পদ ও মানুষের লুকিয়ে রাখা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِىْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ– 'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত। কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খণি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।[৭৭]

প্রদানকৃত ঋণের যাকাত : কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, ঋণদাতা সম্পদশালী হ'লে তার উপর উক্ত অর্থের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। সে চাইলে প্রত্যেক বছরের জন্য পৃথকভাবে যাকাত আদায় করতে পারে অথবা উক্ত অর্থ করায়ত্ত করার পরে অতিবাহিত বছরগুলি হিসাব করে এক সঙ্গে যাকাত আদায় করতে পারে। আর ঋণদাতা গরীব হ'লে অর্থাৎ প্রদানকৃত ঋণের অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লেও এ অর্থ ব্যতীত তার নিকট অন্য অর্থ না থাকলে উক্ত অর্থ করায়ত্ত হওয়ার পরে এক বছরের জন্য যাকাত আদায় করলেই তা আদায় হয়ে যাবে।[৭৮]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুম : কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেও ঋণ পরিশোধ করার কারণে যদি নিছাব পরিমাণ সম্পদ থেকে কমে যায়, এ ধরনের ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, উক্ত ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ করবে। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বললেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে, أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ– 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[৭৯]

তিনি অন্যত্র বলেন, فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ– 'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।[৮০]

উল্লিখিত দলীলসমূহে যাকাত আদায়ের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এথেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে কৃষক ও পশুপালনকারীদের নিকটে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু কখনই তিনি ঋণের কথা জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেননি। বরং নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী সকল ব্যক্তির নিকট থেকেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[৮১] কেননা ঋণ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, মালের সাথে নয়। অর্থাৎ সম্পদ থাকুক বা না থাকুক তার উপর ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যাকাত মালের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তির সাথে নয়। অর্থাৎ নিছাব পরিমাণ মাল থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ওয়াজিব; অন্যথা ওয়াজিব নয়।

---

৭৬. *বুখারী হা/১৪৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১১৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৯৭।*
৭৭. *বুখারী হা/১৪৯৯, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১২৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭১০; মিশকাত হা/১৭৯৮।*
৭৮. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, শারহুল মুমতে আলা জাদিল মুসতাকনি ৬/২৭ পৃঃ।*
৭৯. *বুখারী হা/১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/৭৫ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯।*
৮০. *বুখারী হা/১৪৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১১৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৯৭।*
৮১. *মুসলিম হা/১০৪৫।*

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম : কোন ব্যক্তির নিকট নিছাব পরিমাণ মাল এক বছর যাবৎ গচ্ছিত রয়েছে, যার উপর এখন যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই মালিক মৃত্যুবরণ করলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার উপর ওয়াজিব হওয়া যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায়ের পূর্বে ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদের কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা যাকাত ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা পরিশোধ করা ওয়াজিব।[৮২]

হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ– অর্থাৎ এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ্জ করতে মানত করেছিলেন; কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বলল, হাঁ, (তা আদায় করতাম)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে আল্লাহ্র ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার।[৮৩]

অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যাকাত আল্লাহ্র ঋণের অন্তর্ভুক্ত, যা আদায়ের অধিক হকদার।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার হুকুম : কোন ব্যক্তির নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা নষ্ট হ'লে বা হারিয়ে গেলে তার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, যদি তার অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে নষ্ট বা হারিয়ে যায়, তাহ'লে তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের পরেও তা নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায় তাহ'লে তার উপর যাকাত আদায় ওয়াজিব নয়।[৮৪]

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ বের করার পরে তা হকদারের নিকট পৌঁছানের পূর্বে নষ্ট হ'লে বা হারিয়ে গেলে তার হুকুম : নিছাব পরিমাণ মাল হ'তে যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ পৃথক করার পরে তার অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তাকে পুনরায় বাকী সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ছহীহ মত হ'ল, যদি যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ বের করার পরে তার হকদারদের নিকট পৌঁছাতে অনেক দেরী করে এবং তা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণে নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায় তাহ'লে তাকে পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। আর সতর্কতার পরেও নষ্ট হ'লে বা হারিয়ে গেলে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে না।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে বিক্রি করলে তার হুকুম : কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় বৈধ হবে কি-না? আর কার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ছহীহ মত হ'ল, উক্ত বিক্রয় বৈধ। তবে বিক্রেতার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ অবশ্যই তাকে উক্ত বিক্রয়কৃত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণগ্রস্ত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক মৃত্যুবরণ করলে কোনটি আগে আদায় করবে? : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার উপর যাকাত ওয়াজিব, এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাত আদায় করবে, না প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, ঋণ ও যাকাত উভয়টিকেই সমান মর্যাদায় রাখতে হবে। অর্থাৎ কারো যদি ১০০ টাকা ঋণ ও ১০০ টাকা যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ যদি ১০০ টাকা হয়। তাহ'লে ৫০ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর ৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ 'আল্লাহ্র ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার'।[৮৫] এর দ্বারা ঋণের পূর্বে যাকাত আদায়ের কথা বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে মানুষের ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য হ'লে আল্লাহর ঋণ (যাকাত) পরিশোধ করাও অপরিহার্য।[৮৬] *[চলবে]*

---

৮২. ফাতাওয়া উছায়মীন 'যাকাত' অধ্যায় প্রশ্ন নং ৩৪; আল-মাওয়ার্দী, আল-হাবী ফি ফিক্বহীশ শাফেঈ ৩/২১৩ পৃঃ।

৮৩. বুখারী হা/৬৬৯৯, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিসেশন্স) ৬/১৩২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫১২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৫/১৭৭ পৃঃ।

৮৪. ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/৪৫ পৃঃ; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/৭০৭ পৃঃ।

৮৫. বুখারী হা/৬৬৯৯, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিসেশন্স) ৬/১৩২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৫১২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৫/১৭৭ পৃঃ।

৮৬. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ৬/৪৮ পৃঃ।

হাফেয আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হেফয বিভাগের জন্য একজন অভিজ্ঞ ও ৩০-৪৫ বছর বয়সের হাফেয শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০ মে'১৩ তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্য জানানো যাচ্ছে।

অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।

বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদ : আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আপনি এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশ্চার্যান্বিত হবেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি হ'তে সাবধান। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে'।[৮৭]

তারা আরো জানে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী كُلَّ بِدْعَةٍ 'সকল বিদ'আত' বাক্যাংশটি পূর্ণাঙ্গতা জ্ঞাপক, ব্যাপক, পরিব্যাপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ كُلَّ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর যিনি এই ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ উল্লেখ করেছেন তিনি (ছাঃ) এর মর্ম ভাল করে জানতেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সৃষ্টির অধিক কল্যাণকামী। তিনি এমন কোন বক্তব্য দিতেন না, যার অর্থ-উদ্দেশ্য থাকত না। তাই যখন তিনি বলেছিলেন, كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা', তখন তিনি জানতেন যা বলছিলেন। আর তিনি যা বলছিলেন তার অর্থও জানতেন। তাঁর এই বাণী জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ উপদেশ রূপেই তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল।

যখন উল্লিখিত বাক্যে এই তিনটি বিষয় পূর্ণ হ'ল (১) ইচ্ছা ও কল্যাণ কামনার পূর্ণতা (২) বিবরণ ও বিশুদ্ধতার পূর্ণতা এবং (৩) জ্ঞান ও অবগতির পূর্ণতা, তখন তা প্রমাণ করে যে, সেখানে যে অর্থ হওয়া যথার্থ ছিল তাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তাহ'লে এই পূর্ণাঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহারের পরেও বিদ'আতকে তিন প্রকার বা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা কি ঠিক হবে? এটা কখনোই ঠিক হবে না। আর কিছু আলেম দাবী করে যে, 'বিদ'আতে হাসানা' নামে একটি বিদ'আত আছে। তাদের এ দাবী দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

(১) কর্মটি আসলে বিদ'আত নয়, কিন্তু সে এটাকে বিদ'আত ধারণা করে।

(২) সেটা মূলতঃ বিদ'আত ও ঘৃণিত বিষয়। কিন্তু সে তার খারাবী সম্পর্কে অবগত নয়।

সুতরাং যে বিদ'আতকে হাসানা দাবী করা হবে এটাই তার বিপক্ষে উত্তর। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আমাদের হাতে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত ধারাল তরবারী সদৃশ্য বাণী كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' থাকা অবস্থায় বিদ'আতীদের জন্য এ কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, বিদ'আতের একটা প্রকার হ'ল বিদ'আতে হাসানাহ। এই ধারাল তরবারীটি রিসালাত ও নবুওয়াতের কারখানায় নির্মিত হয়েছে। কোন দুর্বল কারখানায় নির্মিত হয়নি। আর এ অলংকারপূর্ণ রূপদান করেছেন স্বয়ং নবী (ছাঃ)। সুতরাং যার হাতে এরূপ ধারাল তরবারী আছে, বিদ'আতে হাসানাহ বলে কেউ তার মুকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।

আমি যেন অনুভব করছি যে, আপনাদের অন্তরে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে বলছে, সত্যের অনুগামী আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন, যখন তিনি উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ-দারীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন রামাযান মাসে লোকদেরকে তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়ায়। অতঃপর যখন লোকেরা তাদের ইমামতিতে জামা'আতে তারাবীহ ছালাত আদায় করছিল, তখন তিনি বের হয়ে বলেছিলেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِى يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ يَقُوْمُوْنَ 'এ নতুন পদ্ধতিটি কতইনা সুন্দর! আর যারা এ ছালাত হ'তে ঘুমাচ্ছে তারা এই ছালাতে (বিচ্ছিন্নভাবে) দণ্ডায়মানদের থেকে উত্তম'।[৮৮]

দুই ভাবে এর উত্তর প্রদান করা যায়-

(১) কোন মানুষের জন্য কারো কোন কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ) -এর বাণীর বিরোধিতা করা বৈধ নয়। এমনকি নবী (ছাঃ)-এর পরে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবূবকর, উম্মতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওমর, উম্মতের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ওছমান ও উম্মতের চতুর্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আলী (রাঃ)-এর উক্তির মাধ্যমেও নয়। তারা ব্যতীত অন্য কারো উক্তির দ্বারাও রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তির বিরোধিতা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নূর ২৪/৬৩)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلّم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك 'তুমি কি জান ফিতনা কি? ফিতনা

** সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৮৭. *আহমাদ হা/১৭২৭৪, ১৭২৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; হাকেম ১/৯৫।*

৮৮. *বুখারী হা/২০১০ 'তারাবীহ্র ছালাত' অধ্যায়।*

হ'ল শিরক। সম্ভবত কেউ যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভ্রষ্টতা। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়'।[৮৯]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر 'আশংকা হয় যে, আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আমি বলছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[৯০]

(২) আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীকে সম্মান করার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র নাযিলকৃত দণ্ডবিধি সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি তিনি আল্লাহ্র বাণীর নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আর মোহরের সীমা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অভিযোগ উপস্থাপনকারিনী নারীর ঘটনাটি যদি ছহীহ হয়, যেটি অনেকের কাছেই অপরিচিত ছিল। মহিলাটি আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيْثَاقاً غَلِيْظًا 'আর কিরূপে তোমরা ওটা গ্রহণ করবে যখন তোমরা একে অপরের সঙ্গে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের নিকট হ'তে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে' *(নিসা ৪/২১)*।

মোহরের সীমা নির্ধারণ করার যে ইচ্ছা ওমর (রাঃ) পোষণ করেছিলেন এ আয়াত শ্রবণ করে তা থেকে বিরত থাকলেন। কিন্তু এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। তবে বর্ণনার উদ্দেশ্য হ'ল যে, ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র সীমার নিকট আত্মসমর্পণকারী ছিলেন, সীমালংঘনকারী ছিলেন না। সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে একথা বলা অনুচিত যে, তিনি মানবকুলের সর্দার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণীর বিরোধিতা করে কোন বিদ'আত সম্পর্কে বলবেন نعمت البدعة هذه (এটা উত্তম বিদ'আত)? আর এ বিদ'আত অর্থ হবে, রাসূল (ছাঃ) كل بدعة ضلالة 'সকল বিদ'আত ভ্রষ্টতা'[৯১] বলে যে বিদ'আতকে বুঝিয়েছিলেন তা? বরং উচিৎ হবে ওমর (রাঃ) যে বিদ'আত সম্পর্কে نعمت البدعة (উত্তম বিদ'আত) বলেছেন তাকে অন্য একটা বিদ'আতের উপর অবতরণ করানো। অবশ্যই সেটা রাসূল (ছাঃ) كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা) বলে যে বিদ'আতের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ ওমর (রাঃ)-এর نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (এটা কতইনা উত্তম বিদ'আত) দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, সকল মানুষকে একই ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করা। কারণ তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর রামাযান মাসে ক্বিয়ামুল লাইল পালন করার বিধান ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا-

'আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে এক রাত্রিতে (তারাবীহ) ছালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে কিছু মানুষও ছালাত আদায় করল। অতঃপর পরবর্তী দিনও তিনি তারাবীহ ছালাত আদায় করলেন। এতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর ৩য় বা ৪র্থ রাত্রিতে লোকেরা সমবেত হ'ল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট বের হ'লেন না। সকাল বেলায় তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যতীত অন্য কোন কারণ আমাকে তোমাদের নিকট বের হ'তে বাধা দেয়নি। কারণ (ফরয হয়ে গেলে) তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হবে'।[৯২]

সুতরাং রামাযান মাসে জামা'আতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। ওমর (রাঃ)-এর নাম বিদ'আত বলেছেন এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, যখন রাসূল (ছাঃ) তারাবীহ জামা'আতে পড়া থেকে বিরত থাকলেন, তখন লোকেরা মসজিদে এসে একাকী, দু'জন মিলে, তিনজন মিলে বা ছোট ছোট বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) তার সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লোকদেরকে এক ইমামের নেতৃত্বে জমা করার কথা ভাবলেন। সুতরাং ওমর (রাঃ)-এর এ কাজটি লোকদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে ছালাত আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত। এটা মূলতঃ বিদ'আতে ইযাফিয়াহ (স্থান, সময় ও পদ্ধতিগত বিদ'আত)। এটা সাধারণ নতুন কোন বিদ'আত ছিল না, যেটিকে ওমর (রাঃ) দ্বীনের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। কেননা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এ সুন্নাত বিদ্যমান ছিল। এটা অবশ্যই সুন্নাত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে এর প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ওমর (রাঃ) যেই সুন্নাতকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

৮৯. *শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯; হিওয়ার মা'আল মালেকী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।*
৯০. *শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯; হিওয়ার মা'আল মালেকী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।*
৯১. *বুখারী হা/২০১০।*
৯২. *বুখারী হা/২০১২; মুসলিম হা/৭৬১।*

বিদ'আতীরা ওমর (রাঃ)-এর উক্ত কথার উপর নির্ভর করে এমন কোন ফাঁক-ফোকর পাবে না যার মাধ্যমে তাদের বিদ'আতী কোন কাজকে ভাল মনে করবে।

কোন প্রশ্নকারী বলতে পারে, এমন কিছু নতুন বিষয় রয়েছে যা মুসলিম সমাজ গ্রহণ করেছে এবং তার উপর আমল করছে। অথচ সেগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে পরিচিত ছিল না। যেমন মাদরাসা নির্মাণ, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি। এগুলিকে মুসলিম সমাজ ভাল বলে গ্রহণ করেছে ও তার উপর আমল করেছে এবং তারা এগুলোকে উত্তম কাজ হিসাবে গণ্য করেছে। তাহ'লে আপনি এসকল কাজ যার উপর মুসলিম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং মুসলমানদের নবী ও বিশ্বপ্রতিপালকের নবী (ছাঃ)-এর বাণী كل بدعة ضلالة (সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা)-এর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন?

উত্তরে আমরা বলব, বাস্তবে এগুলো কোন বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এটা আইনসিদ্ধ (শরী'আত সম্মত) কাজের একটা মাধ্যম। আর মাধ্যম সমূহ স্থান ও কালের আবর্তনে ভিন্ন হয়ে থাকে। আর (প্রসিদ্ধ) কায়েদা হ'ল, মাধ্যমগুলোর বিধান উদ্দেশ্যগুলোর মতো হয়ে থাকে। কাজেই শরী'আত সম্মত বিষয়ের মাধ্যমগুলো বৈধ এবং শরী'আত বিরোধী মাধ্যমগুলো অবৈধ। বরং হারাম হওয়ার মাধ্যমগুলো হারামই।

আর কোন ভাল কাজ যখন খারাপ বিষয়ের মাধ্যম হবে তখন সেটা খারাপ এবং নিষিদ্ধ। আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী মনোযোগ দিয়ে শুনুন- وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ 'আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে' *(আন'আম ৬/১০৮)*। মুশরিকদের ইলাহগুলিকে গালি দেওয়া সীমালংঘন নয়, বরং সত্য ও উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহকে গালি দেওয়া সীমালংঘন ও যুলুম। কিন্তু মুশরিকদের ইলাহগুলিকে গালি দেওয়ার মত প্রশংসিত কাজ যখন আল্লাহকে গালি দেওয়ার মত ঘৃণিত কাজের কারণ হয়ে গেল, তখন সেটা (বিধর্মীদের উপাস্যকে গালি দেয়া) হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

আমি এ দলীল পেশ করলাম এজন্য যে, মাধ্যম সমূহের বিধান হচ্ছে উদ্দেশ্য সমূহের মতো। অতএব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, ইলম নিবদ্ধকরণ ও গ্রন্থ রচনা যদিও শাব্দিক অর্থে বিদ'আত এবং এ প্রক্রিয়া বর্তমানের ধাচে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে ছিল না, কিন্তু এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা জ্ঞান চর্চার একটা মাধ্যম মাত্র। আর মাধ্যম সমূহের জন্য উদ্দেশ্য সমূহের বিধান প্রযোজ্য।

এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি হারাম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদরাসা বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তবে তার ভবন নির্মাণও হারাম সাব্যস্ত হবে। আর যদি কেউ দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তবে তার ভবন নির্মাণ বৈধ হবে এবং শরী'আতসম্মত হবে।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে, আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছটির জবাবে কী বলবেন مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ইসলামে একটা সুন্দর নিয়ম চালু করল (সুন্দর মৃত সুন্নাতকে জীবিত করল)। তাহ'লে সে নিজে আমল করার জন্য নেকী পাবে এবং যে তার উপর আমল করবে তার নেকীও সে পেতে থাকবে এবং তাদের নেকী হ'তে কোন কমতি করা হবে না'।[৯৩] এখানে سن অর্থ شرع 'চালু করল'।

উত্তরে বলা যায়, যে রাসূল (ছাঃ) مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً হাদীছটি বলেছেন, সেই রাসূল (ছাঃ)-ই كل بدعة ضلالة হাদীছটি বলেছেন। আর এটা অসম্ভব যে সত্যবাদী রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এমন কথা বের হবে, যা তাঁরই অন্য একটা বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এটাও অসম্ভব যে, কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর দু'টি বাণীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আর এটাও অসম্ভব যে, কখনো দু'টি হাদীছ বিরোধপূর্ণভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ আছে, সে যেন তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে নেয়। কেননা এ ধারণা এসেছে তার হাদীছ বুঝার ব্যর্থতা থেকে বা মনের কুটিলতা থেকে। আল্লাহ্র বাণী বা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর মধ্যে বিরোধ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহ'লে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, كل بدعة ضلالة مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ও এ দুই হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ 'যে ইসলামে প্রবর্তন করল'। অথচ বিদ'আত ইসলামের কোন অংশ নয়। তিনি আরো বলেছেন, حَسَنَة (সুন্দর)। আর বিদ'আত কখনো হাসানাহ বা সুন্দর নয়। তাছাড়া সুন্নাত ও বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এর আরও একটি উত্তর হ'ল مَنْ سَنَّ -এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি কোন মৃত সুন্নাতকে জীবিত করল (নতুন ভাবে চালু করল)। আর এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই সুন্নাতটি আপেক্ষিকভাবে বাড়তি। যেমন যে কোন মৃত সুন্নাতকে জীবিত করলে সেটা আপেক্ষিকভাবে বাড়তি বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে।

এর তৃতীয় উত্তর হ'ল হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার পেক্ষাপট। আর তা হ'ল একটা প্রতিনিধি দলের ঘটনা, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এমন সময় আগমন করেছিল, যখন তারা অর্থনৈতিকভাবে কঠিন সংকটে ছিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য দান করার আহ্বান জানালেন। ফলে একজন

৯৩. *মুসলিম হা/১০১৭ 'যাকাত' অধ্যায়।*

আনছারী ছাহাবী থলিপূর্ণ চাঁদি হাতে নিয়ে আগমন করলেন, যা ছিল অনেক ভারী। লোকটি থলিটি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে রাখলে আনন্দে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি আনন্দে বলে ফেললেন, 'যে ইসলামে একটা সুন্দর নীতিকে প্রবর্তন করল সে তার ছওয়াব পাবে এবং যে আমল করবে তার প্রতিদানও সে পাবে'।[৯৪] এখানে السن -এর অর্থ বাস্তবায়নের দিক থেকে কোন কাজ চালু করা; বিধানগতভাবে শরী'আতে নতুন কোন আমল প্রবর্তন করা নয়। সুতরাং ... مـــن ســـن -এর অর্থ দাঁড়াল যে ব্যক্তি বাস্তবায়নের দিক থেকে তার প্রতি আমল করবে; উদ্ভাবন করবে না। কেননা শরী'আতে নতুন বিধান প্রবর্তন করা নিষেধ।-

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! জেনে রাখা উচিত যে, অনুসরণ ও অনুকরণ ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ হবে না যতক্ষণ না আমলটি ছয়টি বিষয়ে শরী'আতের অনুকূলে হবে।

১. السبب বা কারণগতভাবে :

যখন মানুষ আল্লাহ্র এমন ইবাদত করে, যা এমন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেটা শরী'আতের অংশ নয়, তা বিদ'আত এবং প্রত্যাখ্যাত হবে তার উদ্ভাবনকারীর দিকে। যেমন কিছু লোক রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে এ যুক্তিতে যে, এ রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব তাহাজ্জুদের ছালাত একটা ইবাদত। কিন্তু যখন এ কারণের সাথে তা মিলে গেল তখন সেটা বিদ'আত সাব্যস্ত হ'ল। কেননা সে এ ইবাদতের ভিত্তি নির্মাণ করে এক কারণের উপর যা শরী'আত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। কারণের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়ার জন্য এ বিবরণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আত প্রকাশ পাবে, যেগুলো সুন্নাত না হওয়া সত্ত্বেও সমাজে সুন্নাত বলে গণ্য করা হয়।

(২) الجـــنس বা ধরনগতভাবে : ধরনের ক্ষেত্রে ইবাদত শরী'আতের অনুকূলে হওয়া আবশ্যক। যদি মানুষ এমন পদ্ধতিতে আল্লাহ্র ইবাদত করে, যার ধরন শরী'আত সমর্থিত নয়, তাহ'লে সেটা অগ্রহণযোগ্য। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ঘোড়া দিয়ে কুরবানী করে তাহ'লে তার কুরবানী সিদ্ধ হবে না। কেননা সে ধরনের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিরোধিতা করেছে।

(৩) القـــدر বা পরিমাণগতভাবে : মানুষ যদি ইচ্ছা করে যে তারা ফরয হিসাবে এক ওয়াক্ত ছালাত বৃদ্ধি করবে, তাহ'লে আমরা বলব যে, এটা বিদ'আত, অগ্রহণযোগ্য। কারণ পরিমাণের ক্ষেত্রে এটা শরী'আতের বিপরীত। আরো উত্তমভাবে বলা যায়, যদি কোন লোক যোহরের ছালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করে তাহ'লে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা সিদ্ধ হবে না।

(৪) الكيفية বা পদ্ধতিগতভাবে : যদি কোন লোক ওযূ করা শুরু করে এবং প্রথমে দুই পা ধৌত করে, অতঃপর মাথা মাসাহ করে, এরপর দু'হাত ধৌত করে তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করে, তাহ'লে আমরা বলব, তার ওযূ বাতিল। কেননা সে পদ্ধতির ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত করেছে।

(৫) الزمـــان বা সময় ও কালগতভাবে : যদি কোন ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনে কুরবানী দেয় তাহ'লে সময়ের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার কুরবানী গ্রহণীয় হবে না। আমি শুনেছি কিছু লোক যবহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রামাযান মাসে ছাগল যবেহ করে। এ পদ্ধতিতে এ কাজটি বিদ'আত। কারণ কুরবানী ও আক্বীকার পশু যবেহ ছাড়া এমন কিছু নেই যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং ঈদুল আযহার যবহের মতো নেকী পাওয়ার বিশ্বাসে রামাযান মাসে যবেহ করলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে করলে সেটা বৈধ হবে।

(৬) المكان বা স্থানগতভাবে : কোন ব্যক্তি যদি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করে, তাহ'লে তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদ সমূহ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ বৈধ নয়। যদি কোন মহিলা বলে, আমি বাড়িতে মুছাল্লায় ই'তিকাফ করব, তাহ'লে স্থানের ক্ষেত্রে শারঈ বিধানের বিপরীত হওয়ায় তার ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। উদাহরণত আরো বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি কা'বা তওয়াফ করার ইচ্ছা করে অতঃপর দেখে যে মাতাফ (তওয়াফ করার স্থান) ও তার আশপাশের স্থান লোকে জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে সে যদি মসজিদের পশ্চাৎভাগে তওয়াফ করা শুরু করে তাহ'লে তার তওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কারণ তওয়াফের স্থান হ'ল কা'বা ঘর। আল্লাহ তা'আলা তার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَطَهِّـــرْ بَيْتِـــيَ لِلطَّـــائِفِيْنَ 'আর আপনি তওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র করুন' *(হজ্জ ২২/২৬)*।

দু'টি শর্তের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত সৎকর্ম হ'তে পারে না। প্রথম শর্ত হ'ল ইখলাছ বা নিষ্ঠা। দ্বিতীয় শর্ত হ'ল আনুগত্য বা অনুসরণ। তবে পূর্বোল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত অনুসরণ যথার্থ হবে না।

আমি এ সকল লোকদেরকে বলব, যাদেরকে বিদ'আতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং যাদের উদ্দেশ্য কখনো সৎ হ'তে পারে ও যারা কল্যাণ কামনা করে, যখন আপনারা কল্যাণ কামনা করেন তখন আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সালাফে ছালেহীনের পথের চেয়ে অন্য কোন উত্তম পথের কথা আমাদের জানা নেই।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে শক্তভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরুন! সালাফে ছালেহীনের রেখে

৯৪. *মুসলিম হা/১০১৭ 'যাকাত' অধ্যায়।*

যাওয়া পথে পরিচালিত হৌন এবং সে পথের উপর অটল থাকুন, যে পথের উপর তাঁরা অটল ছিলেন। আর লক্ষ্য করে দেখুন তো, ঐ পথে পরিচালিত হ'লে আপনাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না?

আমার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চেয়ে বলছি, আপনি বিদ'আতে আসক্ত ব্যক্তিদের অনেককে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত শারঈ বিধানাবলী ও সুন্নাত বাস্তবায়নে একেবারে দুর্বল-নিথর পাবেন। ফলে যখন তারা এই সমস্ত বিদ'আতী কাজ হ'তে ক্ষান্ত হয়, তখন সাব্যস্ত সুন্নাত সমূহকে দুর্বলতার সাথে গ্রহণ করে।

এগুলো হৃদয়ে বিদ'আতের কুপ্রভাবের ফলাফল। আর অন্তরে বিদ'আতের ভয়াবহতা ব্যাপক এবং দ্বীনের মধ্যে এর ভয়াবহতা বিশাল। যখন কেউ আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখন সে অনুরূপ বা তার থেকে শক্তিশালী সুন্নাতকে ধ্বংস করে দেয়। এমনটাই বলেছেন পূর্ববর্তী কতিপয় আলিম।

কিন্তু মানুষ যখন অনুভব করবে যে, সে একজন অনুসারী, শরী'আত উদ্ভাবনকারী নয়, তখন এর দ্বারা তার পূর্ণ ভয় ও বিনয়-নম্রতা অর্জিত হবে। অর্জিত হবে প্রতিপালকের প্রতি ইবাদত বা দাসত্ব এবং পরহেযগারদের ইমাম, নবীদের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য।

আর আমি ঐ সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি কিছু উপদেশ পেশ করছি, যারা বিদ'আত উদ্ভাবন করে সেটাকে ভাল (حسنة) মনে করে, সেটা আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে হোক বা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে হোক, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং বিদ'আত উদ্ভাবন করা থেকে বিরত থাকে। আর তারা যেন আনুগত্যের উপর তাদের কর্ম সমূহের ভিত তৈরী করে, বিদ'আতের উপর নয়। নিষ্ঠার উপর, শিরকের উপর নয়। সুন্নাতের উপর বিদ'আতের উপর নয়, রহমান তথা আল্লাহ্র পসন্দের উপর, শয়তানের পসন্দের উপর নয়। আর তারা যেন লক্ষ্য করে এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে নিরাপত্তা, জীবনী শক্তি, অন্তরের প্রশান্তি ও (হেদায়াতের) মহা আলোর কতটুকু অর্জিত হ'ল?

আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত এবং সংস্কারক নেতা বানিয়ে দেন, আমাদের অন্তর সমূহকে ঈমান ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন ও আমাদের জ্ঞানকে যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ হিসাবে নির্ধারণ না করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর মুমিন বান্দাদের পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর মুত্তাক্বী বন্ধুদের ও সফলকামীদের দলভুক্ত করেন- আমীন!

ঢাকার যে সকল হকার্স পয়েন্টে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. মতিঝিল ২. রাজারবাগ ৩. মহাখালী ৪. সদরঘাট ৫. বলাকা (নিউমার্কেট) ৬. তেজগাঁও ৭. বাংলা মটর ৮. ক্যান্টমেন্ট ৯. মিরপুর-১ ১০. আজমপুর ১১. রামপুরা ১২. আসাদগেট ১৩. কমলাপুর ১৪. যাত্রাবাড়ী ১৫. কাঁচপুর ১৬. গাবতলী ১৭. নবাবপুর ১৮. মগবাজার ১৯. মালিবাগ ২০. চেয়ারম্যান বাড়ী (বনানী) ২১. বারীধারা (নর্দা) ২২. উত্তরা ২৩. আব্দুল্লাহপুর ২৪. আসকোনা (গাজীপুর)।

সার্বিক যোগাযোগ

মহীউদ্দীন, সার্কুলেশন ম্যানেজার
ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
১০, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইলঃ ০১৬৮১-৪৭৪৭৩৬; ০১৭২০-০৮৬১৮৬।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ

২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।
মোবাইল ঃ ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক পত্রিকা, সিডি, ভিসিডি, ছালাতের স্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রভৃতি পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদরাসা মার্কেট)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৬৯৬২
মোবাইল : ০১৭১৪-৩৯২৩৪৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী নাস্তিকদের শারঈ বিধান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি মাত্র ২৩ বছরের প্রচেষ্টায় আরবের চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন। তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ অবাক দৃষ্টিতে অবলোকন করেছিল সমাজ পরিবর্তনের এই দৃশ্য। বহু দোষে দুষ্ট মানুষগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সোনার মানুষে রূপান্তরিত করার চমৎকার পদ্ধতি। এমন একজন মহান ব্যক্তির চরিত্রকে দু'চার কথায় কলমের আঁচড়ে তুলে ধরা সম্ভব নয়। যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেছেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ '(হে মুহাম্মাদ) তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রের নমুনা হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর চরিত্রের সনদ প্রদান করেছেন এভাবে- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'অবশ্যই তুমি মহোত্তম চরিত্রে অধিকারী' *(কলম ৪)*। আমরা জানি মহোত্তম চরিত্রের মানুষ ঐ ব্যক্তি, যিনি তার মন ও চরিত্রে, অভ্যাস ও আচরণে পূর্ণ ভারসাম্য রাখেন; যা অন্যকে দুঃখ-কষ্ট, অপবাদ অথবা নির্যাতন করার অনেক ঊর্ধ্বে। ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই। তাই মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। আর সেই আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই পৃথিবীবাসীর জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু যখন তাঁর সম্পর্কে কেউ কুরুচিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করে তখন তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। যাঁর চরিত্রে বিন্দু পরিমাণ কালিমা নেই তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করা কাণ্ডজ্ঞানহীন নরাধমের কাজ বৈকি?

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্লগ সাইটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে যেভাবে কটূক্তি করা হচ্ছে তা মুসলিম জাতিকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য তা গভীর উদ্বেগের বিষয় বটে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এ দেশ যেন নাস্তিক্যবাদীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। ব্লগে তাদের লাগামহীন বক্তব্য এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। দেশের সর্বত্র মানুষ ফুঁসে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নিম্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তির যৎসামান্য চিত্র তুলে ধরা হ'ল।-

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজধানী ঢাকার জনৈক নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দার নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক অজানা নোংরা তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে অতি জঘন্য লেখা প্রকাশের অভিযোগ উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় এ সকল কুরুচিপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হওয়ায় দেশব্যাপী এই নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তির দাবী এবং ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় অব্যাহত রয়েছে। ঐ ব্যক্তি তার ব্লগে গত বছরের জুন মাস থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'মোহাম্মক' (মহা-আহম্মক), উম্মতে মুহাম্মদীকে 'উম্মক' (উম্মত+আহম্মক), মোহরে নবুঅতকে রাসূল (ছাঃ)–এর কাঁধে খাদীজার পেন্সিল হিল জুতার আঘাতের চিহ্ন বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।[৯৫]

আরেক নাস্তিক ব্লগার আসিফ তার ব্লগে রাসূল (ছাঃ)-কে নারী লুলুপ চরিত্রে চিত্রিত করতে চেয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)! জান্নাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত হূরদের সম্পর্কেও সে অশালীন কথাবার্তা পরিবেশন করেছে। এমনকি সে, বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে দ্বিধাবোধ করেনি।[৯৬] তার ব্যবহৃত ভাষাগুলো এতটাই নোংরা যা উল্লেখ করার মত নয়।

ইতিপূর্বে দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম-সম্পাদক কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক পবিত্র কুরআনের ব্যাঙ্গাত্মক অনুবাদ করে 'ছহি রাজাকারনামা' নামক প্রবন্ধ লিখেন। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াতের অনুবাদ 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' এর পরিবর্তে লেখেন 'সমস্ত প্রশংসা রাজাকারগণের'। অপর একটি আয়াত 'আমরা তোমরাই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই' এর পরিবর্তে লিখেন, 'আর তোমরা রাজাকারের প্রশংসা কর, আর রাজকারদের সাহায্য প্রার্থনা কর'। সূরা নাবার ৩১-৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'পরহেযগার লোকদের জন্য রয়েছে মহা সাফল্য। (তা হচ্ছে) বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর (ফলের সমারোহ)। (আরো আছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী'। তিনি এর ব্যাঙ্গ অনুবাদে লিখেছেন, 'আর তাহাদের জন্য সুসংবাদ। তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে রাষ্ট্রের শীর্ষপদ আর অনন্ত যৌবনা নারী আর অনন্ত যৌবন তরুণ'।[৯৭] আনিসুল হকের এ লেখাটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালের ১২ এপ্রিল পূর্বাভাস পত্রিকায়। অতঃপর ১৯৯৩ সালে লেখাটি আনিসুল হকের 'গদ্যকার্টুন' বইতে স্থান পায়। ২০১০ সালে বইটি 'সন্দেশ' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুনরায় প্রকাশ করে।

ব্লগাদের এরূপ কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশ হ'তে থাকলে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের শাস্তির দাবীতে শুরু হয় বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

৯৫. *মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ৪৩।*
৯৬. *দৈনিক আমার দেশ, ২ এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ২, কলাম ৫।*
৯৭. *দৈনিক আমার দেশ, ২৮ মার্চ ২০১৩ ইং, পৃঃ ৪, কলাম ৫।*

আন্দোলন। ফলে রাষ্ট্রপক্ষ তাদেরকে চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিটি গঠন করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধান কমিটির কাছে আইটি বিশেষজ্ঞসহ কয়েকজন আলেম যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আসিফ মহিউদ্দীন ইসলামবিদ্বেষী অন্যতম ব্লগার। আশ্চর্যজনক হ'লেও সত্য, এযাবৎকালের নাস্তিকদের মধ্যে আসিফই একমাত্র নাস্তিক, যে নিজেকে খোদা দাবী করেছে। মসজিদ সম্পর্কে সে লিখেছে, 'ঢাকা শহরের সব মসজিদকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিত' (নাউযুবিল্লাহ)![৯৮]

ইতিপূর্বে ২০১০ সালের ১৪ মার্চ মানিকগঞ্জ যেলার ঘিওরের ত্বরা জনতা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিত মজুমদার দশম শ্রেণীতে পড়ানোর সময় বলেন, 'কুরআন শরীফ মানুষের বানানো সাধারণ একটি বই। মুহাম্মাদ একজন অপবিত্র মানুষ। তার মায়ের বিয়ের ৬ মাস আগেই মুহাম্মাদের জন্ম হয়। (নাউযুবিল্লাহ)! অবশ্য পরবর্তীতে জনরোষে পড়ে তিনি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।[৯৯] মহানবী (ছাঃ)-এর কার্টুন পুনঃপ্রকাশ করে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার কারণে অনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চেয়েছিল ডেনমার্কের পত্রিকা পলিতিকান।[১০০]

এসব নাস্তিক ব্লগারদের বাংলাদেশের ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে দেশের অগণিত মুসলমান বিক্ষোভ, মিছিল-মিটিং, প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। প্রথম পর্যায়ে প্রশাসন ও সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও অতি সম্প্রতি দু'একজন ব্লগারকে গ্রেফতার করেছে। তাদের অনেকেই এখনো গলাবাজি অব্যাহত রেখেছে। তারা তথাকথিত মুক্তমনা, মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তার দোহাই পেড়ে এসব নোংরা কাজের স্বীকৃতি পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে তাদেরই তল্পিবাহক প্রগতিশীল কথিত বুদ্ধিজীবী নতুন প্রজন্মের গণজাগরণের ধুয়া তুলে তাদের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নাস্তিক্যবাদকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য নানান ফন্দি-ফিকির আঁটছে। কেউ আবার ধর্মনিরপেক্ষতার তকমা লাগিয়ে সবকিছুই ঠিক প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম।

নাস্তিক-মুরতাদদের ব্যাপারে শারঈ বিধান : ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কেউ মুরতাদ তথা নাস্তিক হয়ে গেলে অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করলে ইসলামে তার শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। যেহেতু সে ধর্মত্যাগী কাফের হিসাবে গণ্য হবে *(তওবাহ ৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে ঐ ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।[১০১] তবে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের *(কারতুবী)*। এ দায়িত্ব পালন না করলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। ঐ ব্যক্তি তওবা করলে তার তওবা কবুল হবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। এটাই হ'ল বিদ্বানগণের সর্বাগ্রগণ্য মত।[১০২] রাসূল (ছাঃ)-কে গালিদাতা জনৈক ইহুদীকে এক মুসলিম শ্বাসরোধ করে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য বাতিল করে দেন।[১০৩]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ. لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ

'আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলে দেবে- আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাঁসি-তামাসা করছিলাম; তুমি বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা ওযর-আপত্তি পেশ কর না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করছ; যদিও আমি তোমাদের কতককে ক্ষমা করে দেই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল' *(তওবা ৯/৬৫-৬৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি (ফিতনা) সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে, অথবা নির্বাসনে পাঠানো হবে। এটা তো ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে' *(মায়েদা ৫/৩৩)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যদি তাদের কোন ব্যক্তি ধৃত হওয়ার আগে তওবা করে, তবে এ ধরনের তওবা করার কারণে শরী'আতের যে নির্দেশ তার প্রতি ওয়াজিব হয়ে যায়, তা মাফ হয় না'।[১০৪] অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ.

৯৮. *দৈনিক আমার দেশ, ২ এপ্রিল ২০১৩ইং, পৃঃ ১, কলাম ৬।*
৯৯. *মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১০, পৃঃ ৪১-৪২।*
১০০. *মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১০, পৃঃ ৪২।*
১০১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬।*
১০২. *ওছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৬/৫৩।*
১০৩. *আবূদাঊদ হা/৪৩৬১, ৪৩৬৩, নাসাঈ হা/৪০৭৬)। বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক তাহরীক, এপ্রিল ২০১৩, প্রশ্নোত্তর নং ৩১/২৭১, পৃঃ ৫৪।*
১০৪. *আবূদাঊদ হা/৪৩৭২, সনদ হাসান।*

'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, তৎপর অবিশ্বাসে তারা আরো বেড়ে গেছে, তাদের ক্ষমা প্রর্থনা কখনই পরিগৃহীত হবে না এবং তারাই পথভ্রষ্ট' *(আলে ইমরান ৩/৯০)*।

আলোচ্য আয়াত সমূহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে কটূক্তিকারী ও নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। তাদের এ শাস্তি মওকূফের কোন সুযোগ নেই। তারা মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। এতে করে তাদের পরকালীন শাস্তি আল্লাহ মওকূফ করবেন। তবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে দুনিয়াবী শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لأَحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ. وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

অর্থাৎ 'ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রাঃ) ঐ সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন, যারা মুরতাদ হয়েছিল। এ সংবাদ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে তাদের আগুনে পুড়াতে দিতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিও না। অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করতাম। কেননা তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে'।[১০৫]

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আলী (রাঃ) মুরতাদদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করাকে পসন্দ করেননি। তবে তিনিও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেই রায় দেন। দুনিয়াতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. 'কেউ যদি দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে'।[১০৬] অন্যত্র তিনি বলেন

لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِى وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

'ঐ মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল'। তবে তিনটি কারণে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল- (১) যদি কোন বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করে; (২) যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তবে এর বিনিময়ে হত্যা করা এবং (৩) যে ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মুসলিম জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায়'।[১০৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.

'কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'। তবে তিনটির মধ্যে যে কোন একটির কারণে তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল- (১) যদি কেউ বিবাহ করার পর যেনা করে, তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে; (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হবে, তাকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা দেশান্তর করা হবে এবং (৩) যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তার জীবনের বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে'।[১০৮] আলোচ্য হাদীছদ্বয়ে তিনটি কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ প্রমাণিত হয়। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী ২. হত্যার পরিবর্তে হত্যা ও ৩. ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়া।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারীর বিধান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় যুগের নাস্তিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ বল। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) কা'ব বিন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল [ছাঃ]) ছাদাক্বাহ চায়। সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব বিন আশরাফ বলল, আল্লাহ্র কসম পরবর্তীতে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে

১০৫. *বুখারী হা/৩০১৭; আবূদাঊদ হা/৪৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৫; তিরমিযী হা/১৪৫৮; নাসাঈ হা/৪০৬০; মিশকাত হা/৩৫৩৩।*

১০৬. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৫; নাসাঈ হা/৪০৫৯, সনদ ছহীহ।*

১০৭. *আবূদাঊদ হা/৪৩৫২; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৪; তিরমিযী হা/১৪০২, সনদ ছহীহ।*

১০৮. *আবূদাঊদ হা/৪৩৫৩; মিশকাত হা/৩৫৪৪, সনদ ছহীহ।*

তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কী দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক্ব বা দুই ওসাক্ব খাদ্য ধার চাই।... কা'ব বলল, ধার তো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, কী জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আপনি আরবের একজন সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কিভাবে আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহ'লে তোমাদের ছেলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কী করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এই বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক্ব বা দুই ওসাক্বের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র। শেষে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন।

এরপর তিনি কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই আবূ নায়লাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকটে গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপরতলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবূ নায়লা এসেছে। আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি, যা থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে মনে হচ্ছে। কা'ব বিন আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবূ নায়লা (অপরিচিত কোন লোক নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। বর্ণনাকারী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব বিন আশরাফ) আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। অতঃপর কা'ব চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আজকের মত এত উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তারা তাকে হত্যা করল। এরপর নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে এ খবর দিলেন'।[১০৯] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কেউ নবী করীম (ছাঃ) সম্পর্কে কোন ব্যাঙ্গাত্মক কথা বা কটূক্তি করলে তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধানের সিদ্ধান্তে তার সেনাবাহিনী বা তার নিয়োগকৃত লোক তাকে হত্যা করবে। এ হাদীছে বর্ণিত কা'ব বিন আশরাফ বনু কুরায়যা গোত্রের একজন কবি ও নেতা ছিল। যে বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বিদ্রূপাত্মক কথা প্রচার করত। এমনকি সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্পর্কেও কুৎসিত অশালীন উদ্ভট কথা রচনা করত। এ সকল কর্মকাণ্ডে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে অবশেষে তৃতীয় হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহকে নির্দেশ দেন তাকে হত্যা করার।[১১০] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِى رَافِعٍ الْيَهُودِىِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيُعِينُ عَلَيْهِ.

বারা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে কয়েকজন আনছার ছাহাবীকে ইহুদী আবু রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফে' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত'।[১১১] তারা রাতের বেলা তার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খুন করে।[১১২]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فيه فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ ... قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِى مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِى رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

১০৯. *বুখারী হা/৪০৩৭; মুসলিম হা/১৮০১।*
১১০. *দ্রঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বাংলা বুখারী ৪/৪৪ পৃঃ, ৪০৩৭ নং হাদীছের টীকা।*
১১১. *বুখারী হা/৪০৩৯।*
১১২. *বুখারী হা/৪০৩৮।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর শানে বেয়াদবীসূচক কথাবার্তা বলত। অন্ধ ব্যক্তিটি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু সে তা মানত না। সে ব্যক্তি তাকে ধমকাত, তবু সে তা থেকে বিরত হ'ত না। এমতাবস্থায় এক রাতে যখন ঐ দাসী নবী করীম (ছাঃ)-এর শানে অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে থাকে, তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি একটি ছোরা নিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে, যার ফলে ঐ দাসী মারা যায়। এ সময় তার এক ছেলে তার পায়ের উপর এসে পড়ে, আর সে যেখানে বসে ছিল, সে স্থানটি রক্তাক্ত হয়ে যায়। পরদিন সকালে এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আলোচনা হয়, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে বললেন, আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই এবং এটা তার জন্য আমার হক্ব স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। অন্ধ লোকটি তখন লোকদের সারি ভেদ করে প্রকম্পিত অবস্থায় নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমি তার হন্তা। সে আপনার সম্পর্কে কটূক্তি ও গালি-গালাজ করত। আমি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করতাম ও ধমকাতাম। কিন্তু সে তার প্রতি কর্ণপাত করত না। ঐ দাসী থেকে আমার দু'টি সন্তান আছে, যারা মনি-মুক্তা সদৃশ এবং সেও আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু গত রাতে সে যখন পুনরায় আপনার সম্পর্কে কটূক্তি ও গাল-মন্দ করতে থাকে, তখন আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং ছোরা দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে হত্যা করি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন'।[১১৩] এ হাদীছ দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে ব্যাঙ্গ বা কটূক্তিকারীর শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু মূসা (রাঃ) বলেন,

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْه (أبو موسى) مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ. وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه. قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ. قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِه فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِى نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِى قَوْمَتِى.

অর্থাৎ যখন মু'আয তার কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং তার জন্য একটি বালিশ রেখে দেন। এ সময় মু'আয (রাঃ) তার নিকট বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে? তখন আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, এই ব্যক্তি আগে ইহুদী ছিল, পরে ইসলাম কবুল করে, এরপর সে ঐ অভিশপ্ত (ইহুদী) ধর্মে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি ততক্ষণ বসব না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হবে। তখন আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ এরূপই হবে, আপনি বসুন। তখন মু'আয (রাঃ) তিন বার এরূপ বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসব না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তিকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হত্যা করা হবে। এরপর আবূ মূসা (রাঃ) হত্যার নির্দেশ দেন এবং তা কার্যকর করা হয়। পরে তারা রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তখন তাদের একজন, সম্ভবত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাতে ঘুমাই ও উঠে ছালাতও আদায় করি; অথবা আমি রাতে উঠে ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাইও। আর আমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করার জন্য যেরূপ ছওয়াবের আশা করি, ঐরূপ ছওয়াব আমি ঘুমিয়ে থাকাবস্থায়ও আশা করি।[১১৪] আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَدِمَ عَلَىَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لاَ أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِى حَتَّى يُقْتَلَ. فَقُتِلَ. قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ. অর্থাৎ আমি যখন ইয়ামেনের শাসনকর্তা, তখন মু'আয (রাঃ) আমার নিকট আসেন। এ সময় একজন ইহুদী মুসলমান হয়, পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে। সে সময় মু'আয সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, যতক্ষণ না এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, ততক্ষণ আমি আমার বাহন থেকে অবতরণ করব না। এরপর তাকে হত্যা করা হয়'।[১১৫]

হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ধর্মত্যাগী তথা মুরতাদদের শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড। যা রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করা হবে। যদি রাষ্ট্রের সরকার তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বিলম্ব করে তাহ'লে মুসলিম জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। আর যদি রাষ্ট্রপক্ষ তাদের শাস্তির বিষয়ে গড়িমসি করে তাহ'লে ন্যায়ানুগভাবে সরকারকে একাজে বাধ্য করতে হবে। আর এ গুরু দায়িত্ব পালন করবেন সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণ। আর এটাই মূলত ঈমানের দাবী।

সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে নিরাপত্তা দান করেন। কিন্তু তিনি চারজন পুরুষ এবং দু'জন নারী সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে; যদিও তারা কা'বার পর্দা ধরে থাকে। তারা হ'ল ইকরামা ইবনে আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনে খতল, মিকইয়াস ইবনে সুবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু সারাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে খতলকে কা'বার গিলাফের সাথে লাগা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং তাকে হত্যা করার জন্য

১১৩. *আবূদাঊদ হা/৪৩৬১; নাসাঈ হা/৪০৭০, সনদ ছহীহ।*

১১৪. *আবূদাঊদ হা/৪৩৫৪, সনদ ছহীহ।*
১১৫. *আবূদাঊদ হা/৪৩৫৫, সনদ ছহীহ।*

দু'ব্যক্তি ছুটে গেল। একজন হ'ল, সা'ঈদ ইবনু হুরায়স অন্যজন হ'লেন আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)। সা'ঈদ ছিলেন যুবক, তিনি আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। আর মিকইয়াস ইবনে সুবাবাকে লোকেরা বাজারে পেল এবং তাকে হত্যা করল। আর ইকরামা ইবনে আবু জাহল জাহাজে আরোহণ করে সুমদ্র পার হ'তে গেলে জাহাজ তুফানের কবলে পড়ল। জাহাজের লোক বলল, এখন তোমার একনিষ্ঠ ভাই আব্দুল্লাহকে ডাক। কেননা তোমরা যে মূর্তির পূজা কর তারা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। ইকরামা বলল, আল্লাহ্র কসম! যদি সুমদ্রে তিনি ব্যতীত আমাকে আর কেউ রক্ষা করতে না পারেন, তাহ'লে স্থলভাগেও তিনি ছাড়া আমাকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ওয়া'দা করছি, যদি তুমি আমাকে এই মুছীবত হ'তে নাজাত দাও তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হব এবং তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করব। আমার ধারণা তিনি আমায় ক্ষমা করবেন এবং রহম করবেন। পরে তিনি এসে মুসলমান হয়ে যান। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ ওছমান (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের বায়'আতের জন্য আহ্বান করলেন, তখন ওছমান (রাঃ) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আব্দুল্লাহ্র বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি মাথা উঠিয়ে তিনবার আব্দুল্লাহ্র প্রতি তাকালেন। তিনবারের পর তার বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক ছিল না যে, যখন আমি তার বায়'আত গ্রহণ করছিলাম না, তখন এসে তাকে হত্যা করত? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছঃ)! আপনার মনের কথা আমরা কি করে জানব? আপনি চক্ষু দ্বারা কেন ইশারা করলেন না? তিনি বললেন, নবীর মর্যাদার অনুকূল নয় যে, বাহ্যত চুপ থেকে চোখে ইঙ্গিত করবে'।[১১৬] নবী করী (ছাঃ)-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার ফলে তাদের এ পরিণাম ভোগ করতে হয়েছিল।

শেষকথা :

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের শতকরা নব্বই ভাগ জনগণই ধর্মপ্রাণ মুসলিম। এদেশের স্বাধীনতার প্রেরণাই ছিল 'ইসলাম' একথা চির সত্য। এদেশের হাযার হাযার মুসলিমের তপ্ত লহু স্বাধীনতার চেতনায় মিশে আছে। স্বাধীনতাপূর্ব থেকে বর্তমান অবধি প্রতিটি মোড় পরিবর্তনকারী ক্ষেত্রেই মুসলিম জনগণ সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে। কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। স্বীয় ঈমান-আক্বীদা নিয়ে সগৌরবে মুসলিম হিসাবে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের তাকীদেই তারা এসব করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারত থেকে দু'বাংলার ভাগ হওয়ার পিছনেও একই চেতনা কার্যকর। দুঃখের বিষয় হ'লেও সত্য যে আজ সেই কাংখিত বাংলাদেশকে মস্তিষ্কপ্রসূত বস্তুবাদী দর্শনের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে নাস্তিক্যবাদকে উসকে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। একশ্রেণীর কথিত বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলতার বুলি আওড়িয়ে মগজ ধোলাইয়ে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

কিন্তু তারা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে দাউদ হায়দারের পরিণতির কথা? সালমান রুশদীর অপমানকর অবস্থা। নিজ জন্মভূমিতে যার ঠাঁই হয়নি। তসলীমা নাসরীনের বেদনা-বিধুর জীবন যাপনের করুন চিত্র? বেঁচে থেকেও যে আজ প্রায় মৃত জীবন যাপন করছে। নিজ দেশ ও স্বজন ছাড়া হয়ে এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিনদেশের দয়ায় দু'মুঠো খাবার গিলছে। এরা তো মুসলিম ঘরেরই সন্তান ছিল। কিন্তু কেন তাদের এ করুণ পরিণতি? কারণ একটাই ইসলামের অবমাননা করা। বর্তমান সময়ের নাস্তিক ব্লগার ও তাদের দোষররা এত তাড়াতাড়ি এ ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। তসলীমা নাসরীনের ইসলাম অবমাননার কারণে এদেশে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাকে চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে বাংলার আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তুলেছিল। রাজপথে সে সময়ের তেজোদ্দীপ্ত ঈমানদারদের প্রতিবাদী কণ্ঠের 'লিল্লাহি তাকবীরে'র মুর্হুমুর্হু প্রতিধ্বনি আজো যেন শুনা যায়। সেদিনের প্রতিবাদী মুসলিম জনগণের অধিকাংশ এখনো বেঁচে আছেন। সেদিন নাস্তিকদের দেয়া আঘাতে তাদের কলিজায় যে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষতের দাগ এখনো শুকায়নি।

এরই মধ্যে আবার নাস্তিকদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা। একে সরকার শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে শেষ পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ এটি কোন দলীয় ইস্যু নয়। এই ইস্যু সকল মুসলিম জনগণের ধর্মীয় ব্যাপার; ঈমানের ব্যাপার। ইসলাম অবমাননাকারীদের এসব কটূক্তি প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। যে ক্ষত এমনিতেই শেষ হবার নয়। কতৃপক্ষের উচিত কালক্ষেপণ না করে যত দ্রুত সম্ভব এদের উপযুক্ত বিচার করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা। অন্যথা মুসলিম জনগণের ফেলে আসা অতীতের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও ধূমায়িত ক্ষোভ রাজপথে আবার বিষ্ফোরিত হবে! বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল তার সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে না। সময় এসেছে নাস্তিকদের সুষ্ঠু বিচার করে তাদের সে বক্তব্য জাতির কাছে সত্য প্রমাণ করার। নিজেদের অবস্থান জনগণের নিকট পরিষ্কার করার। লাখো তাওহীদী জনতা তারই অপেক্ষায় রয়েছে। নতুবা তারা ফুঁসে উঠলে তখন পরিস্থিতি সামাল দেয়া আরো জটিল হবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

১১৬. *নাসাঈ হা/৪০৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭২৩, সনদ ছহীহ।*

আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

*রফীক আহমাদ**

পরাক্রমশালীর আভিধানিক অর্থ-পরাক্রান্ত, প্রবল প্ররাক্রান্ত, শক্তিমান, বলশালী, বীর্যবান, প্রতাপশালী প্রভৃতি। আল্লাহ পরাক্রমশালী এর অর্থ স্বতন্ত্র। কারণ ফেরাউন, নমরূদ, আবরাহার মত সীমালংঘনকারীদেরকে প্রতাপশালী বলা হ'লেও আল্লাহ্র ক্ষমতার কাছে এরা কিছুই নয়। অনুরূপভাবে আলেকজান্ডার, হিটলার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, জুলিয়ান সীজার প্রমুখ ক্ষমতাশালী হলেও তারাও কিছুই নয়।

আল্লাহ পরাক্রমশালী শব্দের মধ্যে যে আভিধানিক অর্থ লুক্কায়িত আছে, আসলে তা আমাদের জানা নেই। সামান্য বোধশক্তি আছে মাত্র। আমরা শুধু তাঁর অগণনীয় সৃষ্ট বস্তুগুলি দেখে তাঁর মহাজ্ঞানের বিপুল পরিসরের চিন্তা করি এবং অসীম শক্তিমত্তার কল্পনা করি। এগুলি পৃথিবীর কোন প্রতাপশালীর পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমন ভূমিকম্প, সুনামী, হ্যারিকেন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র অসীম শক্তির আরও কত রূপ আছে তা আমাদের জানা নেই। সেগুলোর খবর আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসবের কিছু বর্ণনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রবল পরাক্রমশালীর বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর প্রতি এক প্রত্যাদেশে মহান আল্লাহ বলেন, يَا مُوْسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'হে মূসা! আমি আল্লাহ! প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(নামল ২৭/৯)*।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র বাণী এবং তিনিই তাঁর পক্ষ হ'তে তা আমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন, تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ 'কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ' *(ইয়াসীন ৩৬/৫)*।

একই বিষয়ে অন্য আয়াতে প্রত্যাদেশ এসেছে, تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ 'কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে' *(যুমার ৩৯/১)*। অন্য এক প্রত্যাদেশে বর্ণিত হয়েছে, حم، تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'হা-মীম, কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ' *(মুমিন ৪০/১-২)*।

বস্তুতঃ এ মহাগ্রন্থ পৃথিবীর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে জগদ্বাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، اللهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ-

'আলিফ-লাম-রা, এটি একটি গ্রন্থ, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে' *(ইবরাহীম ১৪/১-২)*।

পবিত্র কুরআনের আলোচনায় মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও উপাস্য, একমাত্র শক্তিধর, পরাক্রমশালী অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এই বিপুল ক্ষমতা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 'তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু *(সাজদাহ ৩২/৬)*। অপর এক প্রত্যাদেশে এসেছে, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূমণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই গৌরব তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(জাছিয়া ৪৫/৩৬-৩৭)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে, وَلِلَّهِ جُنُوْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا- 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(ফাতাহ ৪৮/৭)*।

তিনিই বিশ্বজগতের বাদশাহ এবং সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী এই মর্মে ঘোষিত হয়েছে, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ- 'রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে' *(জুম'আ ৬২/১)*।

আল্লাহ তা'আলা একক বাদশাহ, স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী ও যাবতীয় বিষয়ের মালিক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বে হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই এবং এ বিষয়ে কেউ যেন ভুল পথে না যায়, সে জন্যেই উপরের আয়াতগুলোতে তিনি তাঁর অমিয় বাণীগুলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে, মানুষকে জ্ঞান দানের লক্ষ্যে কুরআনে উল্লেখ করেছেন। মানব জাতির মধ্যে অসংখ্য দোষ ও গুণের সমাবেশ ঘটেছে, যেগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক,

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মনীষী, নবী-রাসূল কেউ জানে না। এখানেই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মানুষের দাসত্বের নিদর্শন নিবিড়ভাবে লুক্কায়িত আছে।

মানুষের সকল কাজ-কর্ম তা প্রকাশ্যে হোক বা যত গোপনেই হোক না কেন সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনুরূপভাবে মানুষের চাল-চলন, আচার-আচরণ সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন এবং মানুষের যাবতীয় খবরও রাখেন। অতঃপর তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারেও তিনি অবহিত আছেন। তারপরও তিনি মানুষকে বার বার তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা, তাঁর মহাক্ষমতার কথা এবং একক উপাস্যের কথা স্মরণ করিয়ে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই, ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*।

একই অর্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– 'নিঃসন্দেহে এটাই হ'ল সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ তিনিই হ'লেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/৬২)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(হাশর ৫৯/২২-২৪)*।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, তাঁকেই উপাস্যরূপে আনুগত্য করার জন্যে তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয় মান্য করার জন্যে পুনঃ পুনঃ আদেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'পরাক্রমশালী' শব্দের অর্থ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার কথাই বোঝান হয়। কিন্তু আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থের দ্বারা তাঁর শক্তি প্রয়োগের কোন বাস্তব দৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। তবুও তাঁর এই পরাক্রমশালী রূপের বা জ্ঞানের কিছু কিছু নমুনা মানব জাতির সম্মুখেই প্রকাশ ঘটেছে। যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিশ্বের অমিত শক্তিধর, অত্যাচারী ও নিপীড়ক বাদশাহ ফেরাউন, তার অবাধ্য প্রজা বা দেশবাসী হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর দলবলকে দেশ ত্যাগের সময় পিছন হ'তে সসৈন্যে তাড়া করেছিল বা ধরার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য মূসা (আঃ)-এর পক্ষে নীল নদ অতিক্রম করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল ও বান্দার এ দুর্দিনে তাঁর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এ সময় তিনি তাঁর অসীম শক্তি দ্বারা প্রবাহিত নদের স্রোতকে থামিয়ে দিয়ে এক পথ সৃষ্টি করেন। মূসা (আঃ) তাঁর দলবল নিয়ে এ পথ দিয়ে আল্লাহ্র রহমতে নীল নদের ওপারে চলে যান।

মূসা (আঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন দূর হ'তে সে দৃশ্য অবলোকন করল। অতঃপর নিকটবর্তী হয়ে সে পথেই পার হয়ে মূসা (আঃ)-কে ধরার সিদ্ধান্ত নিল। ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী যখন পথে প্রবেশ করল, তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র হুকুমে নীল নদ তার পথ বন্ধ করে দিল এবং যথানিয়মে প্রবাহ শুরু করে দিল। নির্বোধ ও সীমালংঘনকারী ফেরাউন দলবল সহ ডুবে মারা গেল। ঐতিহাসিক এ কাহিনী জগদ্বাসীকে জানানোর জনই পবিত্র কুরআনে সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে।

ফেরাউন যে শক্তিধর ছিল তা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ 'ফেরাউন ছিল সীমালংঘণকারীদের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত' *(দুখান ৪৪/৩১)*।

আসলেই কি ফেরাউন প্রবল প্রতাপশালী ছিল? হ্যাঁ বিশ্ববাসীর জন্য সে ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। কিন্তু আল্লাহ্র শক্তির সামনে সে একটা পিপীলিকার চাইতেও শক্তিহীন ছিল। শুধু বিশ্ববাসীকে জানানো ও দেখানোর জন্যই তার শক্তিকে প্রবল পরাক্রান্ত বলা হয়েছে। অতঃপর তার এই শক্তিকে কিভাবে ধূলিস্যাৎ করা হয়েছে, তাও পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।

ফেরাউনের অত্যাচার ও পরিণতির এক সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে, 'ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে মূসার সম্প্রদায়ের একদল ছাড়া আর কেউ তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল না। নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। মূসা বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হও, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর। তারপর তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। আর আপনার অনুগ্রহে আমাদেরকে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের হাত হ'তে রক্ষা করুন। আমি মূসা ও তাঁর ভাইকে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বাড়ী বানাও, আর তোমাদের বাড়ীগুলোকে কিবলামুখী করো, ছালাত আদায় কর ও বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও। মূসা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে যে শানশওকত ও ধনদৌলত দান করেছেন তা দিয়ে ওরা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিপথে চালিত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের ধন-সম্পদ নষ্ট করে দিন, ওদের হৃদয়ে মোহর করে দিন, ওরা তো কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ বললেন, তোমাদের দু'জনের

প্রার্থনা গ্রহণ করা হ'ল। সুতরাং তোমরা শক্ত হও, আর যারা জানে না, তোমরা কখনও তাদের পথ অনুসরণ করবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করালাম। আর ফেরাউন ও তার সৈন্য-বাহিনী শত্রুতা করে ও ন্যায়ের সীমালংঘন করে তাদের পিছে ধাওয়া করল। অবশেষে পানিতে যখন সে ডুবে যাচ্ছে তখন বলল, আমি বিশ্বাস করলাম বণী ইসরাঈল যাঁর উপর বিশ্বাস করে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, আর তাঁর কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের একজন। আল্লাহ বললেন, এখন! এর আগে তুমি তো অমান্য করেছ, আর তুমি ছিলে এক ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী। আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে খেয়াল করে না' *(ইউনুস ১০/৮৩-৯২)*।

এই ফেরাউনের লাশ আবিষ্কার সম্পর্কে ফরাসীর চিন্তাবিদ ড. মুরিস বুকাইলী তাঁর 'দি বাইবেল দি কুরআন এ্যাণ্ড সায়েন্স' পুস্তকে লিখেছেন, 'ফেরাউনের দেহটি আবিষ্কার করেন, মিঃ লরেট ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা থেকে। সেখান থেকে মমিটিকে কায়রো নিয়ে আসা হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই এলিয়ট স্মীথ এই মমিটির আবরণ উন্মোচন এবং মমিটির দেহ পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, কয়েকটি জায়গায় কিছু কিছু বিকৃতি ঘটলেও লাশটি মোটামুটিভাবে সংরক্ষিত ছিল। সেই থেকে কায়রোর যাদুঘরে পর্যটকদের দর্শনের জন্য মমিটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। মাথা ও ঘাড়টি খোলা, বাদবাকী দেহটা কাপড়ে ঢাকা। প্রদর্শনের এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও মমিটিকে এমন কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যে, কাউকে ঐ মমিটির ছবি পর্যন্ত তুলতে দেওয়া হয় না। সেই ১৯১২ সালে স্মীথের তোলা ছবিগুলি ছাড়া আর কোন ছবি যাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকটেও নেই।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ লেখক ড. মুরিস বুকাইলিকে মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেন। সেই সময় তাঁর পরামর্শক্রমে মমিটিকে নিরাপদভাবে সংরক্ষণের আরও উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ইতিহাসের নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ সবারই কাম্য। কিন্তু এখানে যে মমিটির সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, এটি নিছক কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়। এ মমিটির গুরুত্ব অনেক বেশী। এটা এমন একজন ব্যক্তির মরদেহ হযরত মূসার সাথে যার পরিচয় হয়েছিল। যে হযরত মূসার ধর্মীয় প্রচার প্রতিহত করতে চেয়েছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) যখন বণী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর থেকে অন্যত্র হিজরত করছিলেন, তখন এই লোকটিই সসৈন্যে তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল। আর ধাওয়া করতে গিয়েই মারা পড়েছিল সমুদ্রের পানিতে ডুবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার মরদেহ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কুরআনের বাণী অনুসারেই ভবিষ্যত মানব জাতির জন্য তা নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষিত আছে।

এ যুগের অনেকেই আধুনিক তথ্য প্রমাণের আলোকে ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে চান। তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন দয়া করে কায়রো গমন করেন এবং তথাকার মিসরীয় যাদুঘরের 'রয়ালমামিজ' কক্ষে সংরক্ষিত ফেরাউনের এই মমিটি দর্শন করে আসেন। আর তাহ'লেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কুরআনের আয়াতে ফেরাউনের মরদেহ সংরক্ষণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, বাস্তব সত্য।

শুধু ফেরাউনই নয়, এরূপ আরও বহু অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ, সম্রাট, শাসক তাদের পরাক্রান্ত রূপ নিয়ে পৃথিবী হ'তে লাঞ্ছিত অবস্থায় বিদায় হয়ে গেছে। আল্লাহ তো দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা সব জগতেরই মালিক। তিনি তাঁর ইচ্ছায় ফেরাউনের নির্মম পরিণতির বাস্তব চিত্রটি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন।

উপরোক্ত কাহিনীর সারমর্মে আরও দেখা যায়, হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর দলবল যখন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ্র ইচ্ছায় মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠির আঘাতে স্রোতস্বিণী নীল নদের স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়ে নিরাপদ রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। অতঃপর স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী ফেরাউন যখন সে রাস্তায় পার হচ্ছিল তখন আল্লাহ্র হুকুমে রাস্তা বিলীন হয়ে গেল এবং নীল নদের পানি প্রবাহ শুরু হয়ে গেল। এখানে দৃশ্যশক্তি নীল নদ এবং অদৃশ্য শক্তি আল্লাহ্র আদেশ। অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই দৃশ্য শক্তির বিকাশ ঘটে। সুতরাং আমরা দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় শক্তিরই প্রভাব-পতিপত্তি কিছু কিছু দেখতে পাই।

মহান আল্লাহ বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ– 'তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক! তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ' *(আন'আম ৬/৯৬)*। অন্য আয়াতে এসেছে, عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(তাগাবুন ৬৪/১৮)*। আরও এক আয়াতে এসেছে, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا 'তিনি গায়েব জানেন, কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না' *(জিন ৭২/২৬)*।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপণ রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান' *(নাহল ১৬/৭৭)*।

উপরের আয়াত সমূহ দ্বারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম শক্তির কিছু নমুনা প্রকাশ করেছেন। যেমন

সকালের সূর্য রশ্মি বা সূর্যের প্রাথমিক সৌন্দর্যপূর্ণ আলো আল্লাহ্র আদেশে প্রকাশিত হয়। অতঃপর দিনের কর্মব্যস্ততা ও রাত্রির আরামদায়ক শান্তির সুসংবাদ এবং তাদের দ্বারা দিন-রাত্রি, মাস, বৎসর প্রভৃতির হিসাবের কথাও প্রত্যাদেশ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর প্রবল পরাক্রান্তগায়েবী শক্তির কথাও বলেন। তিনি গায়েবের সবকিছুই জানেন। কিন্তু কারও কাছে তা প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ উক্ত গায়েবী বিষয়টির নির্ধারিত দিন, তারিখ, সময় প্রকাশ করেন না। যেমন ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি, চোখের পলক ফেলা সময়ের মধ্যে সংঘটিত হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দিন, কাল বা সময়ের কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই। কারণ ক্বিয়ামতের যৎসামান্য নমুনা ভূমিকম্প, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন, সিডর, সুনামী প্রভৃতি শক্তিগুলির বিকাশ তো মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে থাকে। আর তা কত প্রলয়ংকরী এবং কত ভয়াবহ পৃথিবীর কিয়দাংশ ভুক্তভোগী লোকের ধারণায় এসেছে, আর অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

এ জগতে কত ছোট-বড় গায়েবী শক্তি আছে- যেমন অসুখ-বিসুখ, দুর্ঘটনা, ঝড়-তুফান প্রভৃতি, যা মানুষের জানা নেই। এমনকি ছোট ছোট সামান্য শক্তির কথাও মানুষ জানে না। তাই ছোট-খাট অসুখে, বিপদ-আপদে প্রাণ হরাচ্ছে বহু মানুষ। বাড়ী হ'তে বের হয়ে প্রতিদিন যানবাহনের দুর্ঘটনায়, ঝড়-তুফান, বন্যা-জলোচ্ছ্বাসে প্রাণহানি ঘটছে শত শত মানুষের। অদৃশ্যের এ লীলাখেলা অতীত ও বর্তমানে বিরামহীনভাবেই চলছে। সুতরাং এ জগতের অদৃশ্য শক্তির কাছে মানুষ কত অসহায়। অথচ এ অদৃশ্য শক্তির প্রকৃত মালিক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলাকে মানুষ কত অবমূল্যায়ন করছে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

বর্তমান বিশ্বে অনেক পরাশক্তির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু তারা নিজেও এ শক্তি হ'তে নিরাপদ নয়। মানুষ এখন তাদের নিজ হাতে তৈরী মারণাস্ত্র দ্বারা হঠাৎ আক্রমণের মাধ্যমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে বা শত্রুকে জব্দ করার চেষ্টা করছে।

বিগত ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা তন্মধ্যে অন্যতম। অবশ্য এর প্রতিশোধ হিসাবে যে ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা নিরূপণ করা অসম্ভব। বর্তমানে যে কোন শক্তিধর দেশের কাছে প্রচুর পরিমাণে উন্নত মারণাস্ত্র মওজুদ রয়েছে। ফলে এক দেশ আরেক দেশকে ভয় করেই নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কিন্তু মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ আল্লাহ্র অসীম রাজত্বের কোন শরীক নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নেই কোন আদেশ লংঘনকারী জীব ও জড়। আছে শুধু বিতাড়িত ও ঘৃণিত শয়তানের কিছু চেলাচামুণ্ডা, যারা পৃথিবীর স্বার্থ, শোভা ও আনন্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা চলতি ঘটনা প্রবাহেরও মূল্যায়ন করে না।

আল্লাহ তা'আলা যে মহাপরাক্রমশালী এটা তাঁর বিশাল আসমান-যমীন সৃষ্টিতেই প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেন, بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ– 'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। যখন তিনি কোন কার্যসম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'আমরা যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, 'হয়ে যাও' সুতরাং তা হয়ে যায়' *(নাহল ১৬/৪০)*।

অপর এক আয়াতে প্রত্যাদেশ হয়েছে, إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ– 'আল্লাহ্র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/৫-৬)*।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুণ্যময় তিনি যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/১-২)*।

পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও সৃষ্টি করেছেন। আবার মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য এনে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা চেহারা বিশিষ্ট করে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। মৃত্যুকেও অনুরূপভাবে আরও বৈচিত্র্যময় করে প্রত্যেকের মৃত্যু দৃশ্যকেও আলাদা আলাদা করে দিয়েছেন। এসব সৃষ্টি কর্মে যে জ্ঞান বা প্রযুক্তির দরকার পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্রই কেবল তা রয়েছে।

আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের প্রতি মানব জাতির জ্ঞানের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এসব বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাপক উন্নয়নে এসব জ্ঞানগর্ভ আয়াতগুলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘুরে ফিরে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এগুলো হ'তে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ পরাক্রমশালী আল্লাহ্র বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অবতীর্ণ আদেশ-প্রত্যাদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করে, একমাত্র তাঁর ইবাদতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে মানব জাতিকে। এর অন্যথা হ'লে পরিণতি হবে ভয়াবহ। মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বজগতকে আবৃত করে রেখেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন মানুষ সহ সকল বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিও। এ সম্পর্কিত ঘোষণায় প্রত্যাদেশ এসেছে, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ

الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ 'তিনিই পরাক্রমশালী স্বীয় বান্দাদের উপর, তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১৮)*। অপর এক ঘোষণায় মহান আল্লাহ বলেন, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(ছফ ৬১/১)*।

আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নির্দেশ দিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, 'বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর, কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, যমীনের না আসমানের, না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড়, যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই' *(ইউনুস ১০/৬১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

তিনি আরও বলেন, 'মনে রেখো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহ্র। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দিবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন' *(নূর ২৪/৬৪)*।

আমাদের অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন, অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। এ বিষয়েও লোকমান তার সন্তানকে উপদেশ স্বরূপ বলেন, يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ– 'হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপনভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন' *(লুকমান ৩১/১৬)*।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের যাবতীয় বস্তু পরাক্রমশালী আল্লাহ্র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত থাকা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জ্ঞানসমুদ্রে পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্যে প্রয়োজন শুধু সবিনয়ে তাঁর সম্মুখে নিঃশর্ত ও কলুষমুক্ত আত্মসমর্পণ। এ আত্মসমর্পণের প্রতি পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সমর্থন ও সন্তুষ্টিই বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের জন্যে সার্থকতা বয়ে আনবে। আর এ আত্মসমর্পণের স্বরূপ হবে পরাক্রমশালী আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ। এখানে যে কোন প্রকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃত্রিমতাও ধরা পড়ে যাবে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র সম্মুখে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا– 'বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লিখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও' *(কাহাফ ১৮/১০৯)*।

অনুরূপ আরও এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ। পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী বা জ্ঞানের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(লোকমান ৩১/২৬, ২৭)*।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হ'ল মহান আল্লাহ্র বাণী সমূহের সমন্বয়ে লিপিবদ্ধ, অতঃপর ঊর্ধ্বজগত হ'তে অবতীর্ণ মানবজাতির জন্য এক অদ্বিতীয় কিতাব। এ কিতাবে রয়েছে অসীম সত্তার অমূল্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাণী। এ কিতাবের অভ্যন্তরস্ত মহাজ্ঞানের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তিনি উপরের আয়াতে বলেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলো সমস্ত কেটে কলম বানানো হয় এবং বিশ্বের সমুদ্র সমূহের পানি দ্বারা কালি তৈরী করা হয় এবং এসব কালি-কলম দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানগরিমা এবং তাঁর ক্ষমতার বিবরণ লিখতে আরম্ভ করা হয়, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না।

মোটকথা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র গুণাবলী অবর্ণনীয়। পক্ষান্তরে সমস্ত মানুষের গুণাবলী ও ক্ষমতা অপরিমিত নয়, বরং তা হিসাবযোগ্য এবং খুবই নগণ্য। কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞানভাণ্ডারের বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত। কোন সসীম বস্তু অসীম বস্তুর নাগাল পেতে পারে না; অসীম বস্তুকে সীমাবদ্ধও করতে পারে না। সুতরাং অসীম ও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে একাত্মতা পোষণ করা মানব জীবনের একান্ত ব্রত হওয়া উচিত। দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ইতিহাসের পাতা থেকে

শায়খ আলবানীর বৈচিত্র্যময় জীবনের কিছু স্মৃতি

পিতার সাথে বিরোধ :

শায়খ আলবানী কট্টর হানাফী পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন আলবেনীয় ও সার্বীয় আলেমদের মধ্যে হানাফী ফিকহ সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য আলেম। তাঁর নিকটে সবাই ফৎওয়া নিতে আসত। কিন্তু শায়খ আলবানী শুরু থেকেই ছিলেন ভিন্ন মানসিকতার। বিশেষতঃ কুরআন-হাদীছের গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর তাঁর নিকটে সমকালীন বিভ্রান্তি ও ভুল-ত্রুটিসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খুঁজে পান কুরআন-হাদীছের সাথে বহু মাসআলা-মাসায়েলের যোজন যোজন দূরের ব্যবধান। বিভিন্ন মসজিদে তখন হানাফী এবং শাফেঈদের দু'টি করে জামা'আত হ'ত। হানাফী জামা'আতের পর শাফেঈদের জামা'আত হ'ত। কিন্তু সময়ের আবর্তনে সিরিয়ায় একজন শাফেঈ শাসক ক্ষমতাসীন হন এবং তিনি হানাফীদের পূর্বে শাফেঈদের ছালাত আদায় করার নির্দেশ জারী করেন। এমতাবস্থায় শায়খ আলবানী দ্বিতীয় জামা'আতে ছালাত আদায়ের কোন দলীল না পেয়ে শাফেঈদের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা শুরু করলেন। একদিন হানাফীদের ইমাম শায়খ বুরহানী হজ্জের সফরে গমনের কারণে শায়খ আলবানীর পিতাকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। পরিস্থিতি এমন হ'ল যে, শায়খ আলবানী প্রথম জামা'আতে ছালাত আদায় করছেন, আর তাঁর পিতা দ্বিতীয় জামা'আতে ইমামতি করছেন। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ল, যেদিন তাঁর পিতা তার ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার কারণে উপলক্ষে আলবানীকে দ্বিতীয় জামা'আতে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। স্পষ্টভাষী আলবানী স্বীয় পিতাকে বললেন, এ বিষয়ে আপনি আমার মতামত জানেন যে, আমি প্রথম জামা'আতে ছালাত আদায় করি। এমতাবস্থায় স্বীয় মত বিরোধী কাজ করা আমার জন্য খুবই কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধ তীব্রতর হ'ল। অতঃপর একদিন পিতা তাকে গৃহকোণে ডেকে বললেন, তাহ'লে এটাই কি সত্য যে, তুমি তোমার মাযহাব পরিত্যাগ করেছ? ক্রোধান্বিত পিতার কণ্ঠ উঁচু হ'তে লাগল। একপর্যায়ে বললেন, হয় তোমাকে একমত হ'তে হবে, অন্যথায় পৃথক হ'তে হবে। শায়খ আলবানী পিতার নিকট থেকে তিনদিন সময় চেয়ে নিলেন। অবশেষে মাত্র ২৫ সিরীয় লিরা হাতে নিয়ে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিলেন পরবর্তীকালের বিশ্ববিশ্রুত এই মুহাদ্দিছ। তখন তাঁর বয়স সবেমাত্র কুড়ি অতিক্রম করেছিল। সেই বয়সেই তিনি الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير নামক একটি তাখরীজ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদিও তা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি *(ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আহদাছুন মুছীরাহ মিন হায়াতিল ইমাম আলবানী)*।

পেশাজীবী আলবানী :

শায়খ আলবানীর পিতা জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘড়ি মেরামত করতেন। আলবানী পিতার দোকানে কাজ করেই একাজে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বলতেন, ঘড়ি মেরামতের কাজই আমাকে সূক্ষ্মতা শিখিয়েছে। পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর পড়াশুনার পাশাপাশি কর্মজীবনের শুরুতে দু'বছর কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। অতঃপর কাজটি কষ্টসাধ্য হওয়ায় তিনি পুরাতন গৃহ সংস্কারের পেশা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি আবার ঘড়ি মেরামতের পেশায় ফিরে গেলেন। তাঁর নিজস্ব ঘড়ির দোকান ছিল। তিনি বলতেন, আল্লাহ্র অশেষ রহমত যে, তিনি আমাকে প্রথম যৌবনেই ঘড়ি মেরামতের কাজ শেখার তাওফীক্ব দান করেছিলেন। এটা এমন একটি স্বাধীন পেশা, যা ইলমে হাদীছে বুৎপত্তি অর্জনে আমার জন্য বাধা হ'ত না। আমি মঙ্গলবার ও শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টা এর পিছনে ব্যয় করি। এই পরিমাণ কাজ করাই আমার ও আমার পরিবারের প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল। অর্থাৎ এর বেশী আর প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ দো'আই করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য এমন রিযিক দান কর যা পরিমিত। অর্থাৎ প্রয়োজনের কম নয় বা বেশীও নয় *(ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আহদাছুন মুছীরাহ মিন হায়াতিল ইমাম আলবানী)*।

দারিদ্রক্লিষ্ট আলবানী :

প্রথম জীবনে শায়খ আলবানীকে চরম দারিদ্রের মুকাবিলা করতে হয়েছিল। শায়খ মাশহূর হাসান বলেন, শায়খ আলবানী আমাকে সিলসিলা যঈফাহ ছাপাখানায় যাওয়ার পূর্বে এর সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট থেকে পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করে যখন ব্যাগ থেকে বের করলাম, দেখলাম তিনি পঞ্চম খণ্ডটি চিনি, চাল প্রভৃতির প্যাকেটসহ মানুষের ফেলে দেয়া লাল রঙের পরিত্যক্ত কাগজে লিখেছেন! অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেললাম। শায়খ আমার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, দেখ আমার কাছে তখন ভাল কাগজ ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না *(ইসতামে' ইলাইহে মিন কালামিশ শায়খ আবী ওবায়দা, অডিও রেকর্ড থেকে সংগৃহীত)*।

তার আরেক ছাত্র আবু মু'আবিয়া বৈরূতীর ভাষায় তিনি দারিদ্রের কারণে কাগজ ক্রয় করতে না পেরে রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজ কুড়িয়ে নিতেন এবং তাতেই তাঁর অমূল্য লেখনীর প্রকাশ ঘটাতেন। একদিন তিনি তাকে বলেছিলেন, 'সস্তা হওয়ার কারণে আমি পরিত্যক্ত কাগজ কেজি দরে ক্রয় করতাম' *(শায়বানী, হায়াতুল আলবানী ১/৪৩)*।

বইয়ের পোকা আলবানী :

তিনি হাদীছের মুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের জন্য দামেশকের সুপ্রাচীন যাহেরিয়া লাইব্রেরীতে প্রত্যেক দিন

৬/৮ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। কখনো কখনো ১২ ঘণ্টা অবধি চলত নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা। অনেক সময় লাইব্রেরীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যয়নে কেটে যেত। কর্তৃপক্ষ তাঁর পড়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন এবং সার্বক্ষণিক উপকৃত হওয়ার জন্য লাইব্রেরীর একটি চাবি তাঁকে প্রদান করেন। তিনি ইবনু আবিদ দুনয়ার 'যাম্মুল মালাহী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিনষ্ট হয়ে যাওয়া একটি পৃষ্ঠা উদ্ধারের জন্য উক্ত লাইব্রেরীর প্রায় ১০ হাযার পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন *(মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, ইমাম আলবানী হায়াতুহু দাওয়াতুহু ওয়া জুহূদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ ২৩-২৫ পৃঃ)*।

জহূরী জহর চেনে :

হজ্জের মওসুম। শায়খ আলবানী হজ্জে গিয়েছেন। এদিকে মিশকাতের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর লেখক স্বনামধন্য সালাফী বিদ্বান ভারতগুরু শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও হজ্জে গিয়েছেন। ইণ্ডিয়ার আহলেহাদীছ নেতা শায়খ মুখতার আহমাদ নাদভী মিনাতে শায়খ আলবানীর তাঁবুতে আল্লামা মুবারকপুরীকে নিয়ে গেলেন। কেবল নামটি বলার অপেক্ষা। আর যাবেন কোথায়! শায়খ আলবানী বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। যেন কতদিনের স্বপ্ন আজ স্বার্থক হ'ল। শায়খ মুখতার বলেন, ইসলামী দুনিয়ার দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই মহামিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের সেদিন আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

বিনয়-নম্রতার মূর্ত প্রতীক :

(১) শায়খ আলবানীর প্রিয় ছাত্র শায়খ আলী হালাবী বলেন, একদিন আমি শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার মৃত্যুর পর আমরা ইলমে হাদীছে কার উপর নির্ভর করব? তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের উপরেই নির্ভরশীল হও। আমি কামনা করি তোমরা আলবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

(২) মিসরীয় আলেম শায়খ আবু ইসহাক আল-হুওয়াইনী তাঁর উস্তাদের স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি ভুলতে পারি না সেদিনের কথা যেদিন আমি উস্তাদ আলবানীকে আমার তাখরীজকৃত ইমাম আবুদাঊদ রচিত البعث নামক বইটি উপহার দিলাম। তিনি যখন বইয়ের কভারে خرج أحاديثه الشيخ الحويني السلفي লেখা দেখলেন, তখন বিস্মিত হয়ে الشيخ শব্দের দিকে ইশারা করে বললেন, এটা কেন? আমি ওযর পেশ করে বললাম, শায়খ! এটা আমার কাজ নয় বরং প্রকাশকের ভুল। কিন্তু তিনি আমার ওযর গ্রহণ করলেন না। আল্লাহর কসম! আমি মোটেও কষ্ট পাইনি। বরং এরপর থেকে আমি তাঁকে ভিন্ন মাত্রায় শ্রদ্ধা করতে লাগলাম এবং আমার হৃদয়ে তিনি যেন একটি বিশেষ স্থানে আসীন হ'লেন। কারণ হাদীছ শাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম হিসাবে যাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া, তিনি যে নিজেই স্বীয় গ্রন্থে কেবল নাম ব্যতীত কিছুই লিখতেন না! *(আবু ইসহাক আল-হুওয়াইনী, বাযালুল ইহসান বিতাকরীবি সুনান নাসাঈ)*।

(৩) শায়খ আবু ইসহাক আল-হুওয়াইনী বলেন, একদিন আমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি নিজেই দরজা খুললেন এবং সহাস্যবদনে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা সবাই তাঁর বাড়ীর বাগানে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে তাঁর সাথে নাশতা করতে বাধ্য করলেন। তিনি নিজে হাতে খাবার এনে আমাদের খাওয়াচ্ছিলেন। আমি উঠে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি ধমক দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমি বিব্রতভাবে বললাম, শায়খ! আমি বসে থাকব আর আপনি আমার খেদমত করবেন, এটা তো আমার জন্য খুবই অভদ্রতার পরিচয়। উত্তরে শায়খ আলবানী মনের রাখার মত যে কথাটি বললেন, 'দেখ, الامتثال هو الأدب، بل هو خير من الأدب 'রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাই হ'ল ভদ্রতা। বরং ভদ্রতার চাইতেও উত্তম' *(বাদরুত তামাম ফী তারজামাতিশ শায়খ আল-ইমাম)*।

নিজের দোষ-ত্রুটি শিকারে দ্ব্যর্থহীন :

একদিন জনৈক ছাত্র শায়খ আলবানীর একটি ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তার জন্য দো'আ করে বললেন, এর জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের পারস্পরিক মহব্বতকে এমন মহব্বতে পরিণত করুন, যা পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। কেননা অনেক মানুষ অপরকে বলে থাকে যে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। কিন্তু যখনই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে কোন দোষ-ত্রুটি করে ফেলে, তখন তাকে দূরে ঠেলে দেয় ও তার মর্যাদাহানি করে। এটা কখনোই 'আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা'র নিদর্শন নয়। বরং যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হবে তখনই তা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বলে গণ্য হবে। সুতরাং যখন তুমি আমার কোন ভুল-ত্রুটি দেখবে, তখন অবশ্যই আমাকে সংশোধন করে দিবে *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, আলবানীর বক্তব্যের অডিও রেকর্ড ৮২/৩:৭)*। তিনি বলতেন, السَّعيد من وُعظ بغيره সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের দ্বারা উপদেশ/পরামর্শ প্রাপ্ত হয়।

তিন মনীষীর মহামিলন :

শায়খ আলবানী জীবনের শেষ হজ্বব্রত পালনকালে মিনায় অবস্থান করছেন। সেখানে তিনিসহ আরো রয়েছেন শায়খ বিন বায এবং শায়খ উছায়মীন। তাদের উপস্থিতিতে বিরাট মজলিসে প্রশ্নোত্তর বৈঠক শুরু হ'ল। সভাপতি হিসাবে শায়খ বিন বায প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য হাদীছ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর শায়খ আলবানীকে, ফিক্বহী প্রশ্নের উত্তর শায়খ উছায়মীনকে এবং আক্বীদাগত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দায়িত্ব নিজেই নিলেন। অতঃপর যোহরের সময় হ'ল। শায়খ বিন বায শায়খ আলবানীকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আজ আপনি ছালাতে আমাদের ইমামতি করবেন, আপনি আমাদের ইমাম। শায়খ আলবানী অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন,

না না শায়খ, বরং আপনাকেই ইমামতি করতে হবে, আপনি আমাদের শায়খ। শায়খ বিন বায বললেন, আমরা কুরআনের ক্ষেত্রে সকলেই সমান হ'তে পারি। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের মাঝে সর্বাধিক অবগত। সুতরাং আপনিই ইমামতি করুন। অবশেষে শায়খ আলবানী ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে শায়খ! আমি কি রাসূল (ছাঃ)-এর ন্যায় ছালাত আদায় করব, না সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করব? শায়খ বিন বায বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অনুরূপ ছালাত আদায় করুন এবং আমাদেরকে শিখিয়ে দিন কিভাবে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন।

গাড়িচালক আলবানী :

শায়খ আলবানী একদিন নিজের গাড়ি চালাচ্ছিলেন। জনৈক ছাত্র তাঁর গাড়িতে উঠলো। শায়খ আলবানী তখন দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ছাত্রটি ভয় পেয়ে তাঁকে বলল, শায়খ! গাড়ির গতি ধীর করুন। শায়খ বিন বায বলেছেন, জোরে গাড়ি চালানো নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার শামিল। উত্তরে শায়খ আলবানী বললেন, এই ফৎওয়া গাড়ি চালনায় অদক্ষদের জন্য, আমার জন্য নয়। ছাত্রটি বলল, আমি কি আপনার এই কথাটি শায়খ বিন বাযকে শোনাবো? তিনি বললেন, হ্যা, তাঁকে বল। পরে ছাত্রটি একথা শায়খ বিন বাযকে জানালে তিনি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, তাঁকে বল এই ফৎওয়া তাদের জন্য যাদের এ্যাকসিডেন্ট করে রক্তপণ দেয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি *(সঊদী আরবে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তাই যাদের একবার এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা এমনিতেই সাবধানে গাড়ি চালায়) (তরজমাতুস সাদহান লিশ শায়খ বিন বায)*।

খেলাধুলায় আলবানী :

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ (মৃত্যু ১৪৩২হিঃ) বলেন, মদীনায় অনেক বিখ্যাত আলেম-ওলামার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে শায়খ আলবানী ছিলেন আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা একত্রে বহুবার সফর করেছি। তিনি একাধারে আমার উস্তাদ এবং বন্ধু ছিলেন। যে বিষয়েই তাঁর সাথে কথা বলা হোক না কেন, তিনি হাদীছ দিয়ে কথা বলতেন এবং সনদের শুদ্ধাশুদ্ধি উল্লেখ করতেন। কুরআন থেকে তিনি এমনভাবে দলীল দিতেন যেন কুরআন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। একবার মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে আমরা মাঠে নামলাম। ছাত্ররা ফুটবল খেলছিল। শায়খ আলবানীও নিজের পোষাক পরিহিত অবস্থাতেই মাঝে মাঝে তাদের সাথে খেলছিলেন। আমি বললাম, আপনি করছেন কি? আপনি ফুটবল খেলছেন, অথচ আপনি আলবানী! উত্তরে তিনি বললেন, أتقوى بها على الطاعة وهي لا تلهيني عن ذكر ربي 'এর দ্বারা আমি আল্লাহ্র আনুগত্যে শক্তি অর্জন করছি। আর এটি আমাকে আমার প্রভুর স্মরণ থেকে উদাসীন করছে না।'

সৃজনশীল কারিগর :

শায়খ আলবানী ইলমে হাদীছে অসামান্য অবদান রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন-

(১) অধ্যাপক মাহমূদ রেযা বলেন, একবার শায়খ আলবানী আমাকে তাঁর গৃহের ছাদে নিয়ে গিয়ে স্বীয় উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র দেখালেন, যা সূর্যের কিরণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গরম হ'ত। সালফার, আলকাতরা ইত্যাদি পদার্থের মিশ্রণে নির্মিত এই জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি শীতকালে তাঁর ঘরের উষ্ণতা ধরে রাখত *(মুহাম্মাদ রেযা মুরাদ, মাসিক আদ-দাওয়াহ, ১৮১৮ সংখ্যা, শা'বান ১৪২০ হিঃ)*।

(২) তিনি সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছালাতের সঠিক সময় নির্ণয়কারী একটি ঘড়ি নির্মাণ করেন। তবে তাঁর বাড়িতে ভ্রমণকারীরা সবচেয়ে বিস্মিত হ'ত তাঁর স্বনির্মিত লিফটটি দেখে, যার মাধ্যমে তিনি উপর তলায় উঠতেন। স্থূল স্বাস্থ্যের কারণে উপরে পায়ে হেঁটে উঠতে তাঁর কষ্ট হ'ত। তাঁর এই লিফটটির সাথে একটি ডায়নামা সদৃশ যন্ত্র যুক্ত করা ছিল। সুইচ টিপ দিলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠা-নামা করত। এছাড়া তিনি বই-পত্র রাখার জন্য একটি ঘূর্ণায়মান র‍্যাক তৈরী করেছিলেন, যেখানে তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় বইসমূহ রাখতেন। বিশেষতঃ জারাহ-তা'দীল এবং রিজাল শাস্ত্রের বইগুলো তিনি এই র‍্যাকে রাখতেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। এমনকি স্বীয় সন্তান মুহাম্মাদের প্রসবকার্যে তিনি একাই স্ত্রীকে সাহায্য করেছিলেন *(ইছাম হাদী, আলবানী কামা 'আরাফতুহু ১০৪ পৃঃ)*।

(৩) বৈদ্যুতিক কাজসহ গাড়ি মেরামতেও তাঁর দক্ষতা ছিল আশ্চর্য ধরনের। একাধিক দাওয়াতী সফরে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে তাঁকে নিজেই তা মেরামত করতে দেখা গেছে। তাঁর ছাত্র শায়খ আদনান স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, একবার তিনি শায়খ আলবানীর সাথে রেডিও কিনতে গিয়েছিলেন। আলবানী দোকানীকে রেডিও সম্পর্কে দক্ষ বিশেষজ্ঞের মত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। যেমন, রেডিও তরঙ্গ কয়টি? কয়টি ব্যাটারী প্রয়োজন হয়? পাওয়ার কত? কোন দেশে তৈরী ইত্যাদি। তিনি শায়খকে বললেন, এগুলিতো রেডিওর খুব সূক্ষ্ম বিষয়, আপনি বোঝেন কিভাবে? আলবানী বললেন, তুমি কি মনে করেছ, আমাদেরকে কেবল ইলমে হাদীছের ক্ষেত্রেই সূক্ষ্মতা অবলম্বন করতে হবে? না, বরং সর্বক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। আমরা কেবল দ্বীনের ক্ষেত্রেই তাক্বলীদকে অস্বীকার করি না। বরং যে কোন বিষয়েই অন্যের তাক্বলীদকে অস্বীকার করি।

(৪) অনুরূপভাবে ইয়ারমূক বিশ্ববিদ্যালয়ের উছূলে ফিক্বহ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. ফারূক সামেরাঈ স্মৃতিচারণ করে বলেন, শায়খ আলবানীর সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তিনি বাড়িতে হাঁস-মুরগী, কবুতর ইত্যাদি পালন করতেন। একবার তিনি সপরিবারে ওমরা করতে

যাবেন। দুই সপ্তাহ বাড়ি খালি থাকবে। কিন্তু এসব প্রাণীর খাদ্য-পানীয়ের সংস্থান কিভাবে হবে? তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারপর যথারীতি নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে তিনি একটি চমৎকার যন্ত্র বানিয়ে ফেললেন, যা প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য এবং পানীয় প্রত্যেক খাঁচায় ঢেলে দেবে। এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সবকিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল। সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন সব পশু-পাখি সুন্দরভাবে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে আছে। কোন সমস্যা হয়নি। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনটিই হয়েছে।

(৫) ড. আব্দুল আযীয সাদহান লিখেছেন, শায়খ আলবানীর বাসায় অনেক পাখি ছিল। পাখিদের বাসা ছিল তাঁর বারান্দা থেকে প্রায় ২০ মিটার দূরে। তাই প্রতিদিন পাখির খাবার ব্যবস্থা করতে তিনি বারান্দা থেকে একটি পাইপ লাগিয়ে দেন। যার অপর মুখটি ছিল পাখির বাসা পর্যন্ত দীর্ঘ। তিনি প্রতিদিন ঐ পাইপটি পাখিদের খাবার দিয়ে ভরে রাখতেন। ফলে অপর মুখ থেকে পাখিরা যখনই কিছু খাবার খেত, তখনই পাইপের মুখে বাকি খাবার অল্প অল্প করে নেমে আসত। ফলে বার বার খাবার দেয়ার পরিশ্রম করতে হত না। এভাবে তাঁর সবকিছুতেই ছিল সৃষ্টিশীলতার ছাপ *(ইমাম আলবানী দুরূস ওয়া মাওয়াকেফ ওয়া ইবার ১১১ পৃঃ)*।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব :

একদিন শায়খ সাম'আনী শায়খ আলবানীকে তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি চমৎকার এক উদাহরণ পেশ করে বললেন, এই জামা'আতের মত ইখলাছপূর্ণ এবং আমলসমৃদ্ধ কোন জামা'আত আজ পর্যন্ত আমার নযরে পড়েনি। কিন্তু তাদের অবস্থা হ'ল ঐ অতি উৎসাহী কুর্দী ব্যক্তির মত, যে ইসলাম প্রচারের জন্য বের হয়েছে। অতঃপর সামনে একজন ইহুদীকে পেয়ে খঞ্জর উঁচিয়ে বলল, তোমার জন্য ধ্বংস, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে আত্মসমর্পণ করে বলল, ঠিক আছে ইসলাম গ্রহণ করব। এখন বল, কি বলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব? কিংকর্তব্যবিমূঢ় কুর্দী তখন বলল, হায় হায় এটা তো আমার জানা নেই! (অর্থাৎ তারা দ্বীনের তাবলীগ করে বটে; কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান নেই)।

প্রচারবিমুখতা :

১৯৮৪ সালে সঊদী আরব সফরকালে তাঁর এক সঊদী সাথী তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন এবং এটাও বললেন, আপনার আগমনে সেখানে ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি হবে ইনশাআল্লাহ। একথা শুনে আলবানী বেঁকে বসলেন এবং বারংবার নিবেদন সত্ত্বেও কোনক্রমে রাযী হলেন না। বাসায় ফিরে আসলে তার এক সাথী দাওয়াত কবুল না করার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, إني أخشي علي نفسي الفتنة আমি আমার উপর ফিতনার আশংকা করছি (অর্থাৎ এতে আমার মধ্যে আত্মগর্বের সৃষ্টি হতে পারে)।

একবার তিনি গাড়িতে বসেছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তাকে চিনতে পেরে ছুটে এসে বলল, আপনিই কি শায়খ আলবানী? একথা শুনে আলবানী কেঁদে ফেললেন। পরে তাঁকে কাঁদার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه وأن لا يغتر بإشارة الناس إليه 'প্রত্যেক মানুষেরই উচিৎ আত্মপরিশুদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং তার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলের কারণে আত্মপ্রবঞ্চিত না হওয়া *(ড. আব্দুল আযীয সাদহান, ইমাম আলবানী দুরূস মাওয়াকেফ ওয়া ইবার ১২৬ পৃঃ)*।

আধুনিক যুগের ইলমে হাদীছের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড সত্যিই বিস্ময়কর বৈকি!

কারাজীবনে আলবানী :

শায়খ আলবানীকে বিনা অপরাধে সন্দেহের বশে কয়েকজন আলেমের সাথে কারান্তরীণ হতে হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে তিনি সিরিয়ার বিখ্যাত কেল'আ কারাগারে কয়েকমাসের জন্য বন্দী ছিলেন। এই কারাগারেই একসময় বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (১২৬৩-১৩২৮ইং)। আলবানী বাইরের ন্যায় কারাভ্যন্তরেও দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং তাকলীদ থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের প্রতি সকলকে দাওয়াত দেন। তিনি ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-এর পরে সর্বপ্রথম কেল'আ কারাগারে একত্রে জুম'আর ছালাত চালু করেন। মুক্তির কিছুদিন পরই তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় আট মাস কারাবাস করেন। এসময় তিনি মুনযেরী কর্তৃক সংকলিত মুখতাছার ছহীহ মুসলিমের তাহকীক সম্পন্ন করেন।

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ঢাকার যে সকল স্থানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত বই-পত্রিকা পাওয়া যায়

১. আল-মা'রূফ পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন মসজিদ কমপেক্স, মোবাঃ ০১৭৩৭-২৮১৫৫৬।

২. তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০। ফোন ৭১১২৭৬২, মোবাইল: ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬।

৩. ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদরাসা মার্কেট), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ৭১১৬৯৬২, মোবাঃ ০১৭১৪-৩৯২৩৪৪।

৪. বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

হিল্লা কাহিনী

'খলীলিয়াহ' নদীর দক্ষিণ প্রান্তে 'মাহারীক' শহরের নিকটে একটি ছোট্ট নিরালা স্থান- যা কেবল একজন বুযর্গের ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট। জায়গাটি ছোট হ'লেও উহা পাঁচ ওয়াক্তের মুছল্লী হ'তে কখনোই খালি থাকে না। বিশেষ করে জুম'আর দিন আশপাশের এলাকাসমূহ হ'তে দলে দলে লোক এসে ভিড় করে। ফলে হুজরার আঙ্গিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ধারেও মুছল্লীদের জায়গা নিতে হয়।

খলীলিয়ার তীরে এই ছোট্ট হুজরাটির প্রতি লোকদের এত আকর্ষণের মূল কারণ হ'ল উহার ইমাম মাননীয় শায়খ নাঈম। তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি পার্শ্ববর্তী গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গেছে। কেননা সকলেরই এ ব্যাপারে অটুট বিশ্বাস যে, উক্ত শায়খের দো'আ ও আসমানের মাঝে কোন পর্দা নেই। তিনি যা দো'আ করেন, আল্লাহ তাই-ই কবুল করেন। তাই লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করা ও তাঁর দো'আ পাওয়াকে চরম সৌভাগ্য ও পরকালীন মুক্তির উপায় বলে মনে করে।

শায়খ নাঈম তাঁর জীবনকে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কর্মশক্তিকে দ্বীনের তাবলীগ ও লোকদেরকে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের' দিকে হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত করেছেন। যখন তিনি কথা বলেন, তাঁর মুখ দিয়ে কেবল পবিত্র কুরআনের আয়াত, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ ও বিগত যুগের নেককার ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তসমূহ বেরিয়ে আসে। যখন তিনি রাস্তা দিয়ে চলেন, দৃষ্টি নীচু করে তসবীহছড়া হাতে গুনগুনিয়ে যিকর করতে করতে চলেন। যখন তিনি জুম'আর খুৎবা দিতে মিম্বরে ওঠেন, শুদ্ধ ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা করেন। কখনও সে মুখে অনল বর্ষিত হয়, কখনও বা মধুশ্রাবী বাণী সুধায় মুছল্লীদের হৃদয় বিগলিত হয়। যখন তিনি লাঠিরূপ তরবারিখানা ডাইনে অথবা বামে ঘুরান, সমস্ত হুজরাটা ভয়ে কাঁপতে থাকে, যেন সেখানে ভূমিকম্প লেগেছে। বিস্ফারিত নেত্র, নির্বাক, ভীত-বিহ্বল শ্রোতাদের লাঠির তালে তালে দোলায়মান অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন তাদের যাদুতে পেয়েছে।

শায়খ নাঈম বিশ্বাস করেন যে, তিনি রাসূলের একজন বংশধর। আল্লাহ তাঁকে এই শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের হেদায়াতের জন্য বেছে নিয়েছেন। কেননা তিনি প্রায়ই স্বপ্নে নিজেকে ফেরেশতা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখেন এবং কোন কোন সময় গভীর রাতে গায়েবী আওয়ায দ্বারা তাঁকে জনগণের হেদায়াতের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়। সেজন্য কোন রোগীর কথা শুনলেই তিনি সেখানে ছুটে যান। দিবারাত্র জেগে তার শিয়রে বসে তসবীহ তেলাওয়াত করেন। ফকীর-মিসকীনদের সাধ্যমত দান-খয়রাত করেন। কখনও আপনি তাঁকে দেখবেন পাতের খানা অন্যকে দিয়ে নিজে ক্ষুধার্ত থাকছেন। কখনও দেখবেন মাঠে যেয়ে কৃষকদের হালচাষে সাহায্য করছেন। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। উদ্দেশ্য কেবল একটাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

শায়খ নাঈম বাড়ী আর হুজরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বুঝেন না। কেবল খানা-পিনার জন্যে যা একটু বাড়ী যান। বাকী সময়টা হুজরায় বসে ভক্তদের উপদেশবাণী শুনান। শায়খের বাড়ীটাকে আপনি রীতিমত একটা ঝুপড়ি বলতে পারেন। সেখানে কেবল তাঁর স্ত্রী থাকেন। যাকে তিনি প্রথম যৌবনে বিবাহ করেছিলেন। যদিও স্ত্রীর বয়স তাঁর চাইতে কয়েক বৎসরের বেশী। মহিলার ইতিপূর্বে একবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় শায়খ দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নেন।

একদিন শায়খ নাঈম জুম'আর ছালাতান্তে বাড়ীর দিকে আসছেন। তসবীহছড়া হাতে নিয়ে যথারীতি অধোমুখে গুনগুনিয়ে চলেছেন। এমন সময় পিছন দিক হ'তে একটা সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এলো। তিনি চট করে ফিরে তাকিয়ে দেখেন যে, একজন লোক লঘুপদে সসংকোচে তাঁর পিছে পিছে আসছে। তিনি স্নেহভেজাসুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে'? আগন্তুক নিজের নাম বললো 'আব্দুত তাউয়াব'। কোথা হ'তে আসছো? পার্শ্ববর্তী গ্রাম হ'তে। কি খবর? লোকটি শায়খের লম্বা জুব্বার আস্তীন ধরে ভক্তিভরে চুমু খেয়ে তা চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিলো। শায়খ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, শান্ত হও বাছা। বলো তোমার কিসের কষ্ট? লোকটি তখন সসম্ভ্রমে একপাশে ডেকে নিয়ে শায়খকে নিম্নস্বরে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। কিন্তু এখন সে তাকে ফিরে পেতে চায়।

শায়খ তখন তালাকের ব্যাপারে ভালভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরে মাথা নেড়ে ফৎওয়া দিলেন যে, ঐ স্ত্রীর সঙ্গে তার পুনর্মিলন কখনোই সম্ভব নয়। যতক্ষণ না উক্ত স্ত্রীর অন্য কারু সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে। লোকটি তখন হতাশ হয়ে বলল, এছাড়া কি অন্য কোন উপায় নেই? শায়খ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না বাছা এ যে আল্লাহ্র বিধান।

পরদিন আছর বাদ শায়খ নাঈম হুজরা থেকে বের হয়ে দেখেন যে, গতকালের সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। সে তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে দু'হাত মলতে মলতে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'হে আমাদের শায়খ! আপনি গতকাল আমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র পুনর্বিবাহ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, নইলে সে আমার জন্য হালাল হবে না।

...'হাঁ নিশ্চয়ই। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই'। শায়খের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর।

লোকটি তখন শায়খের হাতের উপর আরও ঝুঁকে পড়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে নিবেদন করলো, 'যদি আমাদের মহামান্য শায়খ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে আমার স্ত্রীকে বিবাহ করার খিদমতটুকু দয়া করে আনজাম দিতেন...'?

কথাটা শোনার সাথে সাথে শায়খের যবান আটকে গেল। তাড়াতাড়ি চাঞ্চল্য ঢাকবার জন্য ঘনঘন তসবীহ গুণতে লাগলেন। অবশেষে লোকটির বারংবার অনুরোধে বাধ্য হয়ে তিনি বললেন, আমাকে একদিন সময় দাও হে আব্দুত

তাওয়াব। আমি আল্লাহ্র নিকট 'ইস্তেখারা' করবো। অতঃপর একাজে মঙ্গল আছে... এই মর্মে যদি 'কাশফ' হয়, তাহ'লে তোমার দাবী পূরণ করা যেতে পারে। নইলে একেবারেই অসম্ভব। বৎস! তুমি আগামীকাল একবার এসো। আল্লাহ সবকিছুর মালিক'।

ঐ পর্যন্ত বলেই শায়খ বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু আগন্তুক যুবক তাঁকে একটু দাঁড়াতে বলে আড়াল থেকে তার স্ত্রীকে সামনে নিয়ে এলো। উদ্ভিন্নযৌবনা, অনিন্দ্যসুন্দরী এই তন্বীবধু লাজনম্রবেশে শায়খের সামনে এসে দাঁড়ালে যুবকটি তাকে শীঘ্র শায়খের হাতে চুমু খেতে বলল। মেয়েটি চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লে শায়খ ঝট করে হাত টেনে নিলেন এবং চকিতে মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এভাবে আচম্বিতে দৃষ্টি বিনিময়ে তিনি লজ্জায় চক্ষু নামালেন এবং যুবকটিকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে আজ নিয়ে যাও। আব্দুত তাউয়াব শায়খের হাতে গভীরভাবে চুমু খেয়ে দো'আ করলো.. 'আল্লাহ যেন তাঁকে এই নেক কাজের অফুরন্ত ছওয়াব দান করেন'।

শায়খ বাড়ীর পথ ধরলেন ধীরপদে, অধোবদনে গভীরভাবে যিকরে মশগুল অবস্থায়। মহামতি শায়খ সারাটা রাত সুখস্বপ্নে বিভোর থাকলেন। তিনি স্বপ্নে নিজকে জান্নাতের ফুলবাগিচায় অসংখ্য হূরপরীবেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন। তাদের মধ্যে লাজুকলতার মতো আজকের গোধূলীলগ্নের সেই কামনাময়ী তন্বী বধুটিকেও দেখতে পেলেন।

আনন্দের আতিশয্যে শায়খ ফজরের কিছু আগে-ভাগেই উঠে পড়লেন। অতঃপর ফজর ছালাত শেষে 'ইস্তেখারা'য় মগ্ন হ'লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভিন্ন লক্ষণ-প্রমাণের সাহায্যে তিনি পরিস্কার বুঝে নিলেন যে, এ বিয়ে তিনি নিঃসংকোচেই করতে পারেন।

যথাসময়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হ'ল। ওয়াদামত তালাকও হয়ে গেল। কিন্তু আব্দুত তাউয়াবের স্ত্রী শায়খ নাঈমের মনে এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতির স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। তাঁর সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন আগুন ধরে গেল। ঐ সুন্দরী বধুটি হূরের বেশে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে, হাসি-ঠাট্টা করে, গল্প-গুজব করে। ফলে রাতটা শায়খের একভাবে কাটলেও সারাটা দিন তার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় অতিবাহিত হ'তে থাকে।

কখনও শায়খ ভাবেন যে, এই স্বপ্নের পশ্চাতে হয়তবা অদৃশ্য কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আবার ভাবেন হ'তে পারে এসব শয়তানী কারসাজি। এমনিতরো ভাবনা-চিন্তার মাঝে একদিন দুপুরে তন্দ্রাবস্থায় তিনি গায়েবী নির্দেশ পেলেন- 'শান্ত হও নাঈম। তোমার উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তুমি যে তরীকা তোমার জন্য বেছে নিয়েছ, সেই তরীকার উপরে কায়েম থাকো এবং এই পথে যথাসাধ্য নেককাজ করে যাও'।

এই 'ইলহাম' পাওয়ার সাথে সাথে শায়খ নাঈম 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলে উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো।

আব্দুত তাউয়াবের স্ত্রীকে হালাল করে দেওয়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে এই ধরনের তালাকদাতা স্বামীরা চারদিক থেকে এসে শায়খের নিকট ভিড় করতে লাগলো। কেননা তাদের দৃষ্টিতে মহামান্য শায়খই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শায়খও কোন পাণিপ্রার্থিনীকে নিরাশ করতেন না। কেননা তাঁর বিশ্বাস যে, তিনি একাজ করছেন স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য এবং আল্লাহ্র বান্দাদের উপকার করবার জন্য। তাছাড়া এমন একটি মহান খিদমত হ'তে তিনি কেমনে দূরে থাকতে পারেন, যার দ্বারা দাম্পত্য বন্ধন পুনঃস্থাপিত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার সূত্রসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়।

এইভাবে সময় অতিবাহিত হয়। শায়খ নাঈম একটি মহিলাকে তালাক দেন। সাথে সাথে আরেকটি মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর প্রতিটি রাতই হয় বাসর রাত। নিত্য নতুন রঙের ঢেউ খেলে যায় তাঁর মনে। যা ইতিপূর্বে কখনই তিনি অনুভব করেননি।

শায়খ এখন রাস্তায় চলেন সুন্দর ভঙ্গিতে। দাড়িগুলিকে 'খেযাব' দিয়ে ঝকঝকে করেছেন। পাগড়ীটার উপরি অংশ ঝাণ্ডার মত খাড়া করে রাখেন। সুন্নত পালনার্থ সর্বদা আতর মেখে চলেন। কথার মধ্যে বেশ হাস্যরস মিশিয়ে বলেন। কেননা মুমিনকে যে সব সময় খোশমেযাজ থাকতে হয়।

একদিন বিকালে মহামান্য শায়খ তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে নদীতে পানি নিতে আসা মহিলাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় একটি যুবক সেখানে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে একজন মহিলা। যুবকটি কোন এক বন্দর এলাকার হবে। হালকা-পাতলা গড়নের কুৎসিত এই যুবকটির চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল যে, সে একজন সমাজ ছাড়া নচ্ছার ব্যক্তি। যাদের কাছ থেকে ঘরের শান্তি ও পারিবারিক শৃংখলা কামনা করা যায় না।

যুবকটি শায়খের নিকটে এসে গদগদচিত্তে আকণ্ঠ ভক্তি মিশিয়ে বলে উঠলো, 'হে আমাদের সাইয়েদ (নেতা)! আপনার খাদেম 'তেহামী' হাযির'। শায়খ মুচকি হেসে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে আফেন্দী। এখন বলো তোমার কি ব্যাপার'?

যুবকটি সংক্ষেপে যা বলল তার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছে। এক্ষণে স্ত্রী ফক্বীহদের ফৎওয়া না শোনা পর্যন্ত তার সঙ্গে বসবাস করতে চায় না। ওদিকে সকল ফক্বীহ বলছেন যে, অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে আমার ঘর করতে পারবে না। অতএব একমাত্র এ কারণেই এই অবেলায় হুযূরের দরবারে আসা...'।

শায়খ ঘটনাটি শোনার সাথে সাথেই এই মহান খিদমত আনজাম দিবার জন্য নিজকে সদা প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলেন। যুবকটি খুশী হয়ে স্ত্রী ছাবিহাকে শায়খের ঝুপড়িতে রেখে চলে গেল।

ছাবিহার যৌবন ছিল কানায় কানায়। চটুল-চপল অঙ্গভঙ্গি, আর উপচেপড়া যৌবনের ভারে সে ছিল অবনমিত। স্বর্ণ

লতিকার মত সারা অঙ্গে তার বসন্তের ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে মাত্র কয়দিনের মধ্যেই সে শায়খের মনে ঘর করে নিলো। দিনের অধিকাংশ সময় এখন তিনি ঘরেই কাটান। এমনকি সকল ওয়াক্তে হুজরায় ছালাত পড়তে যাওয়াও বন্ধ হ'তে লাগলো। এখন তিনি প্রায়ই বাজারে যান এবং ছাবিহার জন্য দামী গহনা, কাপড়-চোপড়, ফল-মূল, মিঠাই-মণ্ডা ইত্যাদি কিনে আনেন।

এদিকে ছাবিহা দেখলো যে, সে এখন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বিলাস-ব্যসনের মধ্যে আছে। তাছাড়া বর্তমান এ ব্যক্তি তার প্রেমে বিভোর এবং অনুগত। পক্ষান্তরে তার স্বামী যুবক হ'লেও দরিদ্র। সে তার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কোনদিন করেনি। অতএব সবদিক বিবেচনা করে যুবতী ছাবিহা আমাদের বুড়া শায়খের পদতলে তার সমস্ত প্রেম ঢেলে দেবার মনস্থ করলো। শায়খ যখন বাইরে থাকেন, তখন সে উন্মুখ হয়ে পথপানে চেয়ে থাকে। আর যখন ঘরে থাকেন, তখন তার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। ভাবখানা এই যে, সে যেন আজই কেবল নতুন দাম্পত্যজীবন শুরু করলো।

একদিন ফজর বাদ শায়খ নাঈম তাঁর পুরানো স্ত্রীর নিকটে যেয়ে বললেন যে, আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। যার সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, তোমার বৃদ্ধা মাতা কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়েছেন। অতএব তোমার কর্তব্য এই মুহূর্তে গ্রামে রওয়ানা হওয়া এবং মৃত্যুর আগে আগেই মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। শায়খ আরও বললেন, এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক করে আমিও দু'একদিনের মধ্যে আসছি।

স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শোনার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহিলাটি সাজগোজ করে দূরগাঁয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে তেহামী তার স্ত্রী ছাবিহাকে নেওয়ার জন্য এসেছে। তাকে দেখেই শায়খের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে তিনি যুবককে আপাততঃ মিষ্ট কথায় বিদায় করলেন। যুবকটি দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে গেল। ওদিকে শায়খ তার হুজরায় খবর পাঠালেন যে, অসুখের কারণে একটানা কয়েকদিন তাঁকে বাড়ী থাকতে হবে।

শায়খ এবার ছাবিহাকে নিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের জন্য তাকে পাছ ছাড়া করেন না। প্রায়ই তাকে দু'হাতে জড়িয়ে রাখেন। যেন ছাবিহাকে কেউ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর একদিন তন্দ্রাবস্থায় শায়খ গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলেন, 'হে নাঈম! ছাবিহার ব্যাপারে তুমি আর দেরী করো না। আল্লাহ ওকে তোমার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন ওর স্বামী ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাত হ'তে মুক্তি দেওয়ার জন্য। ছাবিহা আসলে তোমার স্ত্রী এবং তুমিই ওর স্বামী।

এই সময় তেহামী তার স্ত্রীকে পুনরায় নিতে এলো। শায়খ তাকে দেখে গর্জে উঠে বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, ব্যস্ত হয়ো না। 'ইন্নাল্লাহা মা'আছ ছাবেরীন' (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন)।

তেহামী শায়খের এই ধৈর্যের অর্থ বুঝতে পারে না। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের ঊর্ধে বেশ কিছু দিন যাবত তার স্ত্রী শায়খের কাছে রয়েছে।

তেহামী অনেক কষ্টে রাগ দমন করলো এবং শায়খকে বলে গেল যে, সে আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসবে তার স্ত্রীকে নিতে।

সপ্তাহ শেষে তেহামী এলো। জুম'আর ছালাত শেষে হুজরার দরজায় শায়খের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। শায়খ তাকে দেখা মাত্রই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তুমি আবার এসেছ? এতদূর দুঃসাহস তোমার'?

তেহামী হতভম্বের মত কয়েকমুহূর্ত চুপ রইলো। তারপর চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, 'দুঃসাহসী কে? আমি না তুমি? আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে'।

শায়খ কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন এবং আসমানের দিকে ঘনঘন তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ তার ক্রুদ্ধ চেহারাটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। গম্ভীর স্বরে সবাইকে ডাক দিলেন, 'ওহে আল্লাহ্র বান্দারা! ওহে আল্লাহ্র বান্দারা'! সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হ'তে লোক জড়ো হয়ে গেল। সকলে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে শায়খের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ শায়খ তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করো'? সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই করি'। শায়খ বললেন, 'আল্লাহ আমাকে এই যুবকের তালাক দেওয়া স্ত্রীকে তার দুষ্কৃতির কবল হ'তে উদ্ধার করার জন্য হেদায়েত পাঠিয়েছেন। এক্ষণে আমি কি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতে পারি'? সকলে সমস্বরে বলল, 'কখনোই নয়। বরং আপনি আল্লাহ্র পাঠানো হেদায়েত অনুযায়ী চলুন'।

শায়খ এবার ঢোক গিলে নিয়ে বললেন, 'আমি মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আমার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালন হ'তে দূরে থাকার কোন সাধ্য আমার নেই। যদি তাতে আমার মৃত্যুও হয়ে যায় তথাপিও...। এতে কি আমি নিন্দার পাত্র হবো'?।

সকলে বলল, 'এতে আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই'। তখন শায়খ উক্ত যুবকটির দিকে ইশারা করে লোকদেরকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে বের করে দাও'।

শায়খের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই লোকেরা তেহামীকে ঘিরে ফেললো। অতঃপর তাকে শহর হ'তে বের করে দিয়ে শাঁসিয়ে দিল যে, পুনরায় এলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

শায়খ নাঈম এবার বিজয়গর্বে খুশীমনে বিপুল গাম্ভীর্য সহকারে ধীরপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন।

[মাহমূদ তায়মূর (মিসর), শাবাব ওয়া গানিয়াত, পৃঃ ১৪৭-১৬২]

কবিতা

প্রস্থানের ঘণ্টা

আতিয়ার রহমান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবন প্রদীপ নিভানো সংকেত
ঘণ্টা বাজিছে দূরে,
অজানা এক সুরে মম নাম ধরে
ডাকে ঐ বারে বারে।
পথিক আমি তো পান্থশালায়
রয়ে গেলাম কিছু দিন,
স্মৃতির পাতায় রেখে গেনু আমি
আঁকা বাঁকা কিছু চিন।
কত যে যাতনা বেদনা বিধুর
ধরণীর পান্থশালা,
কাঁটাভরা পথে চলিতে ফিরিতে
বিদায়েতে ফুলমালা।
প্রফুল্ল বদন আসিয়া দেখিনু
বিদায়েতে রোনা সুর,
বিদায়ী বিলাপ ভেসে যায় আজি
দূর হ'তে বহু দূর।
আমার কৃতি আমার স্মৃতি
আমার কর্ম যত
যত দিন রবে মনের গহীনে
ব্যথা দিবে অবিরত।
আল্লাহ্‌র ডাকে যেতে হবে চলে
চিরস্থায়ী বাঁধা ঘরে,
রুখিতে নারিবে যেতে হবে চলে
যত ভাসো আঁখি নীরে।
সাথে পুঁজি কিছু নিতে যদি পারি
এটাই সম্বল মোর,
তবেই তো আমার হবে পরিত্রাণ
হবে না রুদ্ধ দোর।

মিডিয়ার ছোবল

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

যুবসমাজ ঘুরছে এখন
আধুনিকতার রাস্তাতে,
কুসংস্কারের বিষাক্ত থাবা
তুলছে তাদের বস্তাতে।
মিডিয়ার সর্প ছোবল
দিচ্ছে না তাদের নিস্কৃতি,
স্বভাব তাদের বিনাশ করল
পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি।
হানছে আঘাত প্রবল বেগে
মুমিন হিয়ার শিষ্টতে,
নারীর প্রেমে টাকার মোহে
বেচছে ঈমান স্বহস্তে।
হুঁশিয়ার হও কোমল মনের
নির্ভীক নওজোয়ান,
খাঁটি দ্বীন কায়েমে
সম্মুখ পানে হও আগুয়ান।
সুন্দর কর আপন পরাণ
প্রভুর প্রতি আস্থাতে,
ঈমান কেনা যায় নারে ভাই
হিরা, সোনা আর অর্থতে।

কবরের ডাক

আব্দুল্লাহ
হাকিমপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

প্রতিদিন ডাকি তোমায়
নেই কোন চেতনা
সময় থাকিতে কর
পরকালের সাধনা।
ডাকার মত ডাকব একদিন
আমি অন্ধকার কবর
আসতে হবে আমার কোলে
রাখ না কেন খবর?
সাপ-বিচ্ছু আযাব-গযব
থাকবে তুমি একেলা
তোমার যেদিন ডাক পড়িবে
পড়বে কান্নার মেলা।
ছেলে-মেয়ে কাঁদবে সবাই
কেউ হবে না সাথী
আমি কবর নির্জন গৃহ
থাকবে না সেথা বাতি।
তোমার সম্বল ঈমানের বল
হিসাব কর পথে
শান্তি যদি পেতে চাও
আমল আনিও সাথে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মাক্বছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন নহে জঙ্গীসংগঠন, নহে কখনো সন্ত্রাসী
হক্বের পথে দাওয়াত দিতে বোমাতে নয়, মশীতে চির বিশ্বাসী।
লেলিয়ে দেয়া হায়েনার মত করে না কারো প্রাণ নাশ,
হায়েনার দল হানাহানিতে অহি-র বিধান করছে গ্রাস।
দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা মোদের এক নয় 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ'
ছলনায় ভরা মানি না মোরা, ত্বাগূতের যত মনগড়া মতবাদ।
আখেরী নবীর (ছাঃ) আদর্শ নিয়ে পথ ভোলাদের দেখালে পথ,
নমরূদ-ফিরাউনরাই সেপথের বাঁধা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ।
দোদুল্যমান এ হতভাগা মুসলিম জাতি, চিনলো না তাদের কর্ণধার,
লক্ষ্য যাদের স্বার্থের মোহ বিজাতির হাতে খাবে শত মার,
নন্দিত তাই বিশ্বময় আজ ডঃ গালিবের ধর্ম-সমাজ ও সাহিত্য সংস্কার।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর নিকট ।
২. খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)
৩. আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট।
৪. খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) ও আবু তালেব-এর সাথে।
৫. আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন, অসহায়-দুঃস্থদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন *(বুখারী হা/৩, 'অহি-র সূচনা' অধ্যায়)*।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. ৩৫টি উপজাতি রয়েছে। ২. চাকমা
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম। ৪. বৌদ্ধ।
৫. পোড়ানো হয়। তবে সাত বছরের ছোট শিশুদের কবর দেওয়া হয়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামের ইতিহাস)

১. কোন খলীফার শাসনামলে মুসলমানগণ প্রথম ভারত অভিযানের প্রচেষ্টা করেন?
২. পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা কোন দেশের সন্নিকটে এসে পড়ে?
৩. মুহাম্মাদ বিন কাসেম সিরীয় ও ইরাকী কত যোদ্ধা নিয়ে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হন?
৪. মুহাম্মাদ বিন কাসিমের শাসনামলের সময়কাল কত?
৫. আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে কি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিল?

চলতি সংখ্যার সাধরণ জ্ঞান (বাংলাদেশের নদ-নদী)

১. প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের কতটি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে?
২. মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদী কতটি?
৩. বাংলাদেশর ক্ষুদ্রতম নদীর নাম কি?
৪. বাংলাদেশের দীর্ঘতম, বৃহত্তম, প্রশস্ততম ও গভীরতম নদী কোনটি?
৫. নদীর বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাকে কি বলে?

সংগ্রহে : ওবায়দুল্লাহ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় অবস্থিত সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সোনামণি মারকায এলাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'সোনামণি প্রতিভা'র সম্পাদনা পরিষদকে নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি প্রতিভার প্রধান উপদেষ্টা ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি 'সোনামণি প্রতিভা' সম্পাদনা পরিষদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং 'সোনামণি প্রতিভা'র উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করেন। বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও বযলুর রহমান।

আহলেহাদীছ

মীযানুর রহমান
নশীপুর, বগুড়া।

আহলেহাদীছ আমার রাসূলের বচন
হাদীছে লেখা বুলি
সেই বুলিতে এ জীবনকে
মধুর করে তুলি।
আহলেহাদীছ আমার ভোরের আলো
নদীর কলতান
সেই তানেতে সকাল-বিকাল
জুড়ায় আমার প্রাণ।
আহলেহাদীছ আমার গর্ব
গভীর ভালোবাসা
সেই প্রীতিতে স্বপ্ন দেখি
মিটাই মনের আশা।

***

মুমিন হও

মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
মোচড়া, আখড়াঘোনা, সাতক্ষীরা।

তুমি মুমিন হও অন্তরকে পরিশুদ্ধ কর।
তুমি মুসলিম হও তবেই তুমি মৃত্যুবরণ কর।
আল্লাহকে কর ভয় তবেই তোমার জয়।
আল্লাহ যামার সব নেই তাঁর পরাজয়।
মানুষকে ভালবাস বন্ধু চিনে নাও
ভেবে চিন্তে সামনে এগিয়ে যাও।
মুমিন মুমিনের বন্ধু কাফিরের শত্রু হয়
কাফিরের সাথে মুমিনের বন্ধুত্ব সম্ভব নয়।

***

সরল পথ

রবীউল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

সত্য কথা বল মুমিন
সরল পথে চল,
ইহকালে দুঃখ হ'লেও
পরকাল হবে ভালো।
বাঁকা পথে দুষ্টরা সব
করছে কত খেলা,
গেলে তুমি সেই পথে ভাই
বাড়বে শুধু জ্বালা।
সময় থাকতে ধর সবাই
আল্লাহ্র নবীর বাণী
চেষ্টা তোমায় করতে হবে
শিখতে কুরআন খানি।

***

স্বদেশ

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ঢাকায় ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ

গত ৬ই এপ্রিল হাটহাজারী মাদরাসা কেন্দ্রিক ধর্মীয় সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগারদের উপযুক্ত শাস্তির দাবীতে সারাদেশ থেকে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক লংমার্চ কর্মসূচীর আয়োজন করে। সরকারী বাধার কারণে একদিন পূর্বে সারাদেশ থেকে রাজধানীমুখী সকল প্রকার যানবাহন বন্ধ করে দেয়া হলেও রাজধানী ঢাকা ও ঢাকাসংলগ্ন যেলা সমূহ থেকে মিছিল নিয়ে পায়ে হেঁটে আগত লাখো জনতার পদভারে সমগ্র ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠে। সরকারী এত বাধার মুখেও শেষ পর্যন্ত কিভাবে এ কর্মসূচী পালিত হয় তা দেখার জন্য সারাদেশের মানুষের চোখ নিবদ্ধ ছিল টিভির পর্দায়। ফলে প্রকারান্তরে এই লংমার্চ কর্মসূচী দলমত নির্বিশেষে এক অভিন্ন জাতীয় কর্মসূচীতে রূপ নেয়। অনুষ্ঠানস্থল ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাপলা চত্বরে সমাবেত হয় প্রায় ১৫-২০ লক্ষ মানুষ। ১৯৮১ সালে নিহত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জানাযার পর এই প্রথম রাজধানী ঢাকার বুকে এত মানুষের সমাবেশ দেখা গেল। কর্মসূচীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সাধারণ জনগণ যেভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা সত্যিই এক অভূতপূর্ব আবেগময় দৃশ্যের অবতারণা করে। স্বাধীনতার পর কোন জাতীয় কর্মসূচী এভাবে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে দিতে পারেনি। বস্তুত: সম্প্রতি ইন্টারনেটে ইসলাম এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি নাস্তিক্যবাদীদের অত্যন্ত নোংরা ও কদর্যপূর্ণ আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনসমাজে যে ক্ষোভ ও রোষের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল, তাই গণবিস্ফোরণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে শাপলা চত্বরে। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

গণমানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত মহাসমাবেশের দৃশ্য দেখে আক্ষরিকভাবেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে সরকার। কেননা এই বিপুল জনতা উদ্যোগ গ্রহণ করলে সেদিনই সরকারের পতন ঘন্টা বেজে যেতে পারত। একই সাথে মিইয়ে যায় গত ২ মাস যাবৎ দেশ-বিদেশ তোলপাড় করে ফেলা মিডিয়া টাইকুনদের একচেটিয়া সমর্থনপুষ্ঠ তথাকথিত শাহবাগের জাগরণ। শাহবাগের ধর্মনিরপেক্ষ ধারার আন্দোলনকে সারাদেশের মানুষের চেতনার আন্দোলন বলে প্রমাণ করার যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল দেশের প্রায় সকল মিডিয়া, তা এক নিমিষেই প্রায় নস্যাৎ হয়ে যায় ৬ই এপ্রিলের ধর্মীয় ভাবাবেগ উজ্জীবিত এই ঐতিহাসিক গণজোয়ারের মাধ্যমে। এই সম্মেলন থেকে 'হেফাজতে ইসলাম' ১৩ দফা দাবী সরকারের কাছে পেশ করে। যা মুহূর্তেই মিডিয়াসহ সারাদেশের মানুষের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

উক্ত ১৩ দফা দাবী হ'ল : (১) সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কুরআন-সুন্নাহবিরোধী সব আইন বাতিল। (২) আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস। (৩) কথিত শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর শানে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা। (৪) ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সকলপ্রকার বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনসহ সকল বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। (৫) ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। (৬) সরকারীভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা। (৭) মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা। (৮) জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে মুসল্লীদের নির্বিঘ্নে ছালাত আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-নছীহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা। (৯) রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাড়ি-টুপি ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিচয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা। (১০) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীগুলোর ধর্মান্তরকরণসহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করা। (১১) রাসূলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র ও তৌহিদী জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করা। (১২) সারা দেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম-খতীবকে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা। (১৩) অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত সব আলেম-ওলামা, মাদরাসা ছাত্র ও তৌহিদী জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই ১৩ দফা দাবী বাস্তবায়নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য যেলাভিত্তিক কয়েকটি মহাসমাবেশ করার পর আগামী ৫ই মে পুনরায় ঢাকা অবরোধের ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

[বস্তুতঃ গত কয়েকবছরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও কিছু রাম ও বামপন্থী মন্ত্রী-এমপিদের উসকানীতে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেন অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়। যা সাধারণ মানুষের ঈমানে দারুণভাবে ধাক্কা দেয়। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই মহা সমাবেশে ঈমানী বিস্ফোরণ হিসাবে। আগামীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা নাস্তিক্যবাদী ও তাদের দোসরদের হাত থেকে প্রকৃত ঈমানদারদের হাতে আসুক- আল্লাহর নিকটে আমরা সেই প্রার্থনা করি (স.স.)]

বাংলাদেশে আহরণযোগ্য ইউরেনিয়াম এর সন্ধান লাভ

গত দুই দশক ধরেই জোর গুঞ্জন ছিল, বাংলাদেশের মাটিতে উত্তোলনযোগ্য ইউরেনিয়াম পাওয়া সম্ভব। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনটি সত্যি হয়ে ধরা দিল বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর রিপোর্টে। দেশের বৃহত্তম তিন নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনায় এবং সিলেট বিভাগ ও ময়মনসিংহে নদীবাহিত বালুতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণযোগ্য ইউরেনিয়াম রয়েছে বলে জানিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেন, 'বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে দামি খনিজ প্লাটিনাম রয়েছে বলেও শোনা গেছে। তবে সরাসরি নয়, এই ইউরেনিয়াম বাণিজ্যিকভাবে আহরণের পর বিশ্ববাজারে বিক্রি করা যাবে।

[আল্লাহর রহমত এভাবেই প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বত্র পূর্ণ হয়ে রয়েছে বান্দার ভোগের জন্য। প্রয়োজন সেগুলোর যথাযথ আহরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা। এতে মানুষ যদি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, তাহলে আল্লাহ আরও বেশী বেশী দান করবেন (স.স.)]

বিদেশ

বিশ্বব্যাংকের চ্যালেঞ্জ হয়ে আসছে নতুন ব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের চ্যালেঞ্জ হয়ে শুরু হ'তে যাচ্ছে একটি নতুন আন্তর্জাতিক ব্যাংক। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বিশ্বের পাঁচ উদীয়মান পরাশক্তি ব্রাজিল, রাশিয়া, ইণ্ডিয়া, চীন ও সাউথ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক জোট ব্রিকসের সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্রিকসের প্রস্তাবিত ব্যাংকটি কাজ করবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামোগত অর্থায়নের ক্ষেত্রে। যা হবে দীর্ঘ সাত দশক ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংকের আধিপত্যের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ১০ হাযার কোটি ডলার দিয়ে একটি তহবিল গঠন করবে। তারল্যসহ বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় এবং বাণিজ্যে উৎসাহ দিতে এ তহবিল ব্যবহার করা হবে।

অস্ট্রেলিয়াতেও নারীরা নিরাপদ নয়

অস্ট্রেলিয়ার মতো সভ্যতাগর্বী দেশেও নারীরা নিরাপদ নয়। নানাভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে তারা। ধর্ষণ-নির্যাতন চলছে হরদম। ঘরে-বাইরে মেয়েদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়া নিত্যদিনের ঘটনা। সে দেশের ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস এক জরিপ চালিয়ে দেখেছে দেশময় নীরবে চলছে ভয়াবহ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন। শারীরিক নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করতে হচ্ছে নারীদের। এ ধরনের নির্যাতনের এক-তৃতীয়াংশই হয় বাড়িতে। বিয়ে করলে বিবাহিত জীবনে নারীদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা বলতে তেমন কিছু থাকে না। সন্তান হলে অস্ট্রেলিয়ার অনেক মেয়েও ছেড়ে দেয় চাকরী। তারপরই শুরু হয় বিপদ। বিয়ে না করলেও রেহাই নেই। বয়ফ্রেন্ড বা পার্টনারের সম্পর্ক একটা পর্যায়ে গেলেই খুলে ফেলে মুখোশ। চলে অকথ্য নির্যাতন। জরিপ সংস্থা আইভিএডাব্লিউএস জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় অবিবাহিত নারীরাও সাবেক বা বর্তমান ছেলে বন্ধু বা সঙ্গীর কাছে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন অহরহ। উল্লেখ্য যে, জনসংখ্যা বিবেচনায় নারী ধর্ষণে অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

সাড়ে ৫ হাযার ইরাকী বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে মোসাদ ও সিআইএ

২০০৩ সালে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারিত্বের পর থেকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও ইহুদীবাদী ইসরাঈলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ সাড়ে পাঁচ হাযারেরও বেশি ইরাকী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞকে হত্যা করেছে। ইরানের আরবীভাষী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক 'আল-আলম'-এর বরাতে এ তথ্য উঠে এসেছে। মোসাদ ইরাকের বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাবিদ, চিকিৎসক ও বিশেষ করে পরমাণু ও রাসায়নিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের হত্যার জন্য এই মুসলিম দেশটিতে গোপনে বহু ঘাতক চক্র পাঠিয়েছিল। আর সিআইএ ইরাকের ওই বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের হত্যার ফাঁদ পাতার জন্য তাদেরকে নানা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে ধোঁকা দিত। যেমন, তাদেরকে আমেরিকায় চাকরীর জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হ'ত এবং প্রস্তাবে তাদের জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়ার কথাও উল্লেখ করা হ'ত। যেসব বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ এইসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তাদের পেছনে ঘাতক লেলিয়ে দেয়া হ'ত এবং পর্যায়ক্রমে তাদের হত্যা করা হ'ত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরাকী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের হত্যায় তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূমিকা রেখেছে খোদ ইরাকেরই একদল ঘাতক, যারা বিদেশীদের নির্দেশে স্বদেশের ওই অমূল্য মানব-সম্পদ বিনাশ করেছে।

হাসপাতালের বিছানা খালি করতে ৩শ' রোগী হত্যা

হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের বিছানা খালি করতে ৭ জন রোগীকে হত্যা করেছে এক ব্রাজিলিয়ান চিকিৎসক। শুধু তাই নয় হাসপাতালের কাগজপত্র বলছে, অন্তত আরো ৩শ' রোগীর মৃত্যুর পেছনেও অভিযুক্ত চিকিৎসকের হাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রাজিলের পারানা প্রদেশের প্রধান শহর কিউরিতিবা'র ইভান্‌জেলিকাল হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসক ডা. ভার্জিনিয়া সোয়ারেজ দ্য সুজা ও তার চিকিৎসক দল এসব রোগীকে পেশীর শক্তিহানিকর এক ধরনের ঔষধ সেবন করাতেন। তারপর তাদের অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে দিতেন। ফলে শ্বাসকষ্টে ভুগে মারা যেত ওই সব রোগী! অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৫৬ বছর বয়সী নারী ডাক্তার সুজা গত মাসে গ্রেফতার হয়। এখন পর্যন্ত ৭ জন রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় তার জড়িত থাকার প্রমাণ নিশ্চিত হওয়া গেছে। এছাড়া তদন্ত চলছে আরও ৩০০টি মৃত্যুর ঘটনার। ব্রাজিলের সংবাদ মাধ্যম বলছে, যদি তদন্ত কর্মকর্তারা প্রমাণ করতে পারেন সুজা এই ৩০০ রোগীকে হত্যা করেছেন, তবে এটা বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সিরিয়াল কিলিং হিসেবে এ নির্মম রেকর্ড গড়বে।

৭ বছর বয়সে শল্য চিকিৎসক!

আশ্চর্যতম ক্ষুদে চিকিৎসক আকৃত জাসওয়াল ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থী। তাই তাকে বিস্ময়বালক ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বিশ্বের সবচেয়ে স্মার্টেস্ট শিশু আকৃতের আইকিউ ১৯৪, যা সাধারণ মানুষ থেকে তাকে আলাদা করেছে। কারণ যাদের আইকিউ ১২০-১৪৪ তাদের ধরা হয় এক্সেপশনাল। আর ১ থেকে ২০ মধ্যে যাদের স্কোর তাদের আইকিউ খুবই কম। আকৃতকে বলা হয় বিশ্বের আশ্চর্যতম ক্ষুদে শল্য চিকিৎসক। আকৃত ২০০০ সালে তার বাড়িতে প্রথম নিজেই এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি আগুনে পোড়া একটি গরীব মেয়ের হাত তার নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিক করে দেন। ১২ বছর বয়সে তার বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা এবং ওষুধের উপর দক্ষতা সবার নযর কাড়ে। তাকে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশনও দেওয়া হয়। তিনি দাবী করেন যে, তিনি ক্যান্সার নিরাময় ঔষধ আবিষ্কারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। আকৃত ভবিষ্যতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে চান। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ফলিত রসায়ন বিষয়ে মাস্টার্স করা শুরু করেন।

[আল্লাহকে সকল ক্ষমতার মালিক এটা তারই এক নিদর্শন। বান্দার কল্যাণে তিনি এভাবে মাঝে-মধ্যে তাঁর বিশেষ রহমত প্রদর্শন করেন (স.স.)]

ব্রিটেনের ৭০ শতাংশ মানুষ দেশটির গণমাধ্যমকে বিশ্বাস করে না

ব্রিটেনের ৭০% মানুষ দেশটির গণমাধ্যমকে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেন, সংবাদ মাধ্যমগুলো সত্য খবর প্রকাশের চেয়ে মুনাফা অর্জনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ২১ শতাংশ বলেছেন তারা ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সত্যনিষ্ঠ বলে মনে করেন। ব্রিটেনের অনুসন্ধানী সাংবাদিক টনি গোসলিং এ জরিপের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, অধিকাংশ ধনকুবের ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সংবাদ মাধ্যমের সহায়তায় নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করতে চান। তাই এক্ষেত্রে তারাই মূল আসামী।

[বাংলাদেশের অবস্থাও তার চেয়ে খুব উন্নত নয় (স.স.)]

মুসলিম জাহান

গণতন্ত্রকে যথাযথ মনে করে না পাকিস্তানের ৫৭% তরুণ

পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশী তরুণ তাদের দেশের জন্য গণতন্ত্রকে যথাযথ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে মনে করে না। একইসাথে ৩৮% তরুণ ইসলামী শরী'আ আইনের পক্ষে মত দিয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পাকিস্তানের ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণদের ওপর এ গবেষণা চালানো হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৬ শতাংশই মনে করে, দেশ ভুল পথে এগোচ্ছে। এছাড়া ৩৩% সামরিক শাসনের পক্ষে মত দিয়েছে। পাকিস্তানের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসেবে কেবল ২৯% গণতন্ত্রের পক্ষে মত দিয়েছে। ৩৮% শরী'আ আইনের পক্ষে মত দিয়ে বলেছে, মানবাধিকার রক্ষা ও মানবতার মুক্তির জন্য এবং পরমত সহিষ্ণুতা সম্প্রসারণে এটা সর্বোত্তম ব্যবস্থা। জরিপে অংশ নেয়া মোহাম্মদ ওসামা নামের জনৈক তরুণ বলেছে, 'মুসলমান হিসেবে আমি খেলাফতে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র মানে আপনার দেশ ও বিশ্বাসকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা'।

[ধন্যবাদ পাকিস্তানী তরুণদের। বাংলাদেশেও আমরা ইসলামী খেলাফত চাই। গণতন্ত্র নামক দলীয় স্বৈরতন্ত্র এখুনি বাতিল চাই (স.স.)]

গাজায় সহশিক্ষার স্কুল বন্ধ করবে হামাস

গাজায় যে সব স্কুলে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ানো হয় সে সব স্কুল বন্ধে আইন করতে যাচ্ছে হামাস। তবে শুধুমাত্র নয় বছরের বেশী ছেলেমেয়েরা যে সব স্কুলে পড়ে তারাই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। গাজায় অধিকাংশ স্কুল জাতিসংঘ বা হামাস দ্বারা পরিচালিত হয়। তাছাড়া অল্পকিছু বেসরকারী স্কুলও রয়েছে দেশটিতে। এই আইন পাস হলে এসব স্কুল কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে। তবে আইনটি বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয় সেটাই দেখার বিষয়। এর আগে ছেলেদের কাছে মেয়েদের চুল কাটা নিষিদ্ধ করে দেশটিতে আইন পাস করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। আবার মেয়েদের ধূমপান নিষিদ্ধে আইন করা হলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

[অবশ্যই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। নইলে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত উঠে যাবে (স.স.)]

অসভ্য লোকদের জন্য টুইটার

সউদী আরবের প্রধান মুফতী আবদুল আযীয আলে-শায়খ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'টুইটার অসভ্য লোকদের পরিষদ এবং অন্যায্য, ভুল ও মিথ্যা ছড়ানোর স্থান। চ্যাটিং ও ইন্টারনেট বিশেষ করে টুইটারে অধিকাংশ তরুণ তাদের সময় অপচয় করছে'। তিনি সউদী আরবের জ্যেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের এক সভায় দেয়া বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। সউদী আরবের ৩০ লাখ টুইটার ব্যবহারকারী রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সউদী আরবে টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এছাড়া সেদেশের ৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

রোবট মালী ছাফ করবে বাগান

ফ্রেন্ডলী রোবোটিক্স নামের ইসরাঈলী একটি সংস্থা বাগান পরিস্কার করতে সক্ষম 'রোবোমো আরএস ৬৩০' নামে একটি রোবট তৈরী করেছে। ৩০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত এলাকায় ঘাস কেটে সমান করার ক্ষমতা রাখে এই রোবটটি। এছাড়া কখন কবে কাটতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিবে এটি। আবার কাজ শেষে নিজের ব্যাটারী নিজেই চার্জ করে নেবে। রোবটটি ঘাস-পাতা কেটে, সেগুলি ভালো করে কেটে আবার মাটিতেই পুঁতে দেয়। তবে তার উপর নজর রাখতে হবে, যেন আগাছা মনে করে ফুল গাছ ছাফ না করে ফেলে। জার্মানিতে এর দাম প্রায় ২,৮০০ ইউরো। তবে এখনো বাজারে আসেনি রোবটটি।

১ লিটার জ্বালানিতে ১০০০ কি.মি. ভ্রমণ

মাত্র এক লিটার জ্বালানী খরচে ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি ভ্রমণ করবে একটি গাড়ি। প্রায় দু'বছর ধরে কাজ করে 'ইকো-দুবাই ১' নামে এই গাড়িটি তৈরী করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মেন'স কলেজের প্রকৌশলবিদ্যা বিভাগের একদল শিক্ষার্থী। চওড়ায় অর্ধমিটারের গাড়িটি লম্বায় দুই মিটার। উচ্চতায় অর্ধমিটার হলেও এর ওজন মাত্র ২৫ কেজি। হালকা গড়নের গাড়িটি আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে রাস্তায় নামবে বলে জানা গেছে।

প্রবীণদের সাহায্যে রোবটিক স্যুট

বার্ধক্যজনিত কারণে ইচ্ছেমতো হাঁটাচলা করতে পারছেন না, এমন ব্যক্তিদের সাহায্য করতে আসছে রোবটিক স্যুট। 'হাইব্রিড অ্যাসিসটিভ লিম্ব স্যুট' নামের রোবটিক স্যুটটি বানিয়েছে জাপানের রোবট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সাইবারডাইন। রোবটটির আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্কের নির্দেশনায় এটি চলে। আমরা যখন আমাদের কোন পেশী সঞ্চালন করতে চাই তখন আমাদের নার্ভের মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সিগন্যাল বিচ্ছুরিত হয়। রোবটে সংযোজিত সেন্সরগুলো এসব সিগন্যাল অব্যাহতভাবে মনিটর করে এবং রোবটিক লিম্বকে কোনদিকে কীভাবে চলতে হবে তার নির্দেশ দেয়। ধাতু ও প্লাস্টিক ব্যবহার করে স্যুটটি বানানো হয়েছে। গ্লোবাল সেফটি সনদ পাওয়া প্রথম নার্সিং রোবটটি ব্যাটারিতে চলে।

আসছে অদৃশ্য স্মার্টফোন

তাইওয়ানের প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা পলিট্রন টেকনোলজিস আপটুডেট ডিসপ্লে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঁচের তৈরী প্রায় অদৃশ্য স্মার্টফোন তৈরি করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী এই ফোন দেখতে প্রায় অদৃশ্য এবং এর ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রগুলো খুবই পাতলা। মজার ব্যাপার হ'ল, এর সার্কিট কাঁচের দু'টি পরতের মাঝে খুবই চিকন তার বসিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তবে ফোনটির ব্যাটারিসহ কয়েকটি যন্ত্রাংশ এখনো অদৃশ্য করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ভাবকরা।

৩০ দিনে মঙ্গল ভ্রমণ!

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা ও ওয়াশিংটনভিত্তিক মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এমএসএনডব্লিউ-এর গবেষকরা 'নিউক্লিয়ার ফিউশন' নির্ভর মহাকাশযান তৈরীর প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। গবেষকরা আশা করছেন, বর্তমানে মঙ্গল ভ্রমণে চার বছরের বেশী সময় লাগলেও তাঁদের তৈরী প্রযুক্তিটি সফল হলে মাত্র ৩০ দিনে অনেক কম খরচে মহাকাশ ভ্রমণ করা যাবে। গবেষকরা মনে করছেন, দ্রুতগতির মহাকাশযান তৈরী করা সম্ভব হ'লে ৩০ দিনে মঙ্গলগ্রহে বেড়িয়ে আসার জন্য অনেকেই উৎসাহী হবেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

বাজিতপুর, মিরপুর, কুষ্টিয়া ২৩ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব কুষ্টিয়ার, মিরপুর থানাধীন বাজিতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সুধী উপস্থিত ছিলেন।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ৩০ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবুবকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, গাংনী থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রেযাউর রহমান।

মসজিদ পরিদর্শন ও সুধী সমাবেশ

দক্ষিণ দেওয়ালিয়াবাড়ী (বাগানবাড়ী), গাযীপুর ১৬ মার্চ শনিবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১২-টায় গাযীপুরের কোনাবাড়ীস্থ কাশিমপুর কারাগার সংলগ্ন দক্ষিণ দেওয়ালিয়াবাড়ী (বাগানবাড়ী) নতুন আহলেহাদীছ মসজিদ পরিদর্শন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। তিনি সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বাদ যোহর সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে যেকোন মূল্যে হককে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি সংগঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী আপোষহীন সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে নিরন্তর ভাবে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, নব নির্মিত এই মসজিদের মোতাওয়াল্লী জনাব মুহাম্মাদ মোরশেদ আলমের সার্বিক প্রচেষ্টায় এবং তাদের দানকৃত ১৬ কাঠা জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদটি গত ১লা ফেব্রুয়ারী'১৩ জুম'আর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে প্রথম চালু করা হয়। মাযহাবীদের তীব্র বাধা উপেক্ষা করে মসজিদটি চালু হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

মেহেরপুর, ১৪ এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে শহরের আযীম মেডিকেল হলে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আযীমুদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, গাংনী থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তারীকুয্যামান।

নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তুলুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

অদ্য এক বিবৃতিতে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'হেফাজতে ইসলামে'র ১৩ দফা দাবীসমূহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের গণবিচ্ছিন্ন নাস্তিক্যবাদীরা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং বেপরোয়াভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদগার করছে, তাদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল ঈমানদার মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ায তোলা একান্ত যরূরী। অতএব আমরা সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দকে ১৯৯৪ সালের ন্যায় 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে সরকারকে নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করে ইসলামের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। *[রিপোর্টটি গত ৪ এপ্রিল'১৩ দৈনিক ইনকিলাবের ১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।]*

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নওগাঁ যেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব ইবরাহীম হোসাইন প্রামাণিক (৭৯) গত ১ এপ্রিল বেলা পৌনে ৩-টায় সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডা. সাইফুল ইসলামের অধীনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিডনী বিনষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে যান। পরদিন সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন তার নিজ গ্রাম নূরুল্লাবাদে জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন তার ৩য় পুত্র মুহাম্মাদ ফযলে রাব্বী। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, ঐ আসনের প্রবীণ সংসদ সদস্য জনাব ইমাজুদ্দীন প্রামাণিক ও বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। *[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]*

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : মুসলিম সরকারের শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেদেশের মুসলিম নাগরিকদের করণীয় কি?

-কামাল আহমাদ
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : এক্ষেত্রে কর্তব্য হ'ল (১) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা *(আহমাদ হা/৮৭৮৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪২)* (২) সকল প্রকার বৈধ পন্থায় প্রতিবাদ জানানো। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে ভালো ও মন্দ দু'ধরনের শাসক আসবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তাকে অপসন্দ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার উপর রাযী থাকবে ও তার অনুসারী হবে (সে গোনাহগার হবে)' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*। (৩) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা। রাসূল (ছাঃ) দাওস কওমের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৬)*। (৪) সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা। ৭০ জন ছাহাবীকে শঠতার মাধ্যমে হত্যাকারী রে'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) মাসব্যাপী কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯)*।

সরকারের সুস্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হলে, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬)*। তবে উক্ত বিদ্রোহ কল্যাণকর হবে কি-না, সে বিষয়ে অবশ্যই দেশের নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং মুসলিম নাগরিকগণ তাদের অনুসরণ করবেন। বিদ্রোহ করায় কল্যাণের চেয়ে যদি অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, তাহ'লে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফয়ছালা নাযিল হয় *(বাক্বারাহ ১০৯, তওবা ২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শাসকের নিকট থেকে কেউ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে যেন সে ধৈর্যধারণ করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৭)*। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তিনি বলেন, তোমরা তাদের হক দিয়ে দাও। কেননা আল্লাহ শাসকদেরকেই জিজ্ঞেস করবেন তাদের শাসন সম্পর্কে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৭৫)*।

প্রশ্ন (২/২৮২): কোন পুরুষ গায়ের মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়ের মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?

-শফীকুল ইসলাম, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে যেকোন পুরুষ যেকোন মহিলাকে সালাম দিতে পারে এবং মহিলাগণও অনুরূপ সালাম বিনিময় করতে পারে। আবু হাশেম থেকে বর্ণিত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন আমরা খুশী হ'তাম। (আবু হাশেম বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের এখানে এক বৃদ্ধা ছিল। সেই বৃদ্ধা এক প্রকার সবজির শিকড় তুলে পাতিলে রাখত এবং যবের কয়েকটি দানা তাতে ঢেলে দিয়ে খাবার তৈরি করত। আমরা জুম'আর ছালাত শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম করতাম *(বুখারী হা/২৩৪৯)*। উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) তাকে কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৯৭৭)*। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন *(আবুদাউদ হা/৫২০; তিরমিযী হা/২৬৯৮, মিশকাত হা/৪০০)*। অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, মহিলা ও পুরুষ একে অপরকে সালাম দিতে পারে। তবে ফিৎনার ভয় থাকলে সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে *(ফাৎহুল বারী ১১/৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩): দ্বীনের সকল হুকুম অনুসরণ করেও যদি কেউ বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পরিত্যাগ না করে তবে তার ইবাদত কতটুকু ফলপ্রসূ হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোবাশ্বের ইসলাম, পরীবাগ, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আত সৃষ্টি করে অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার ফরয ও নফল কোন ইবাদত কবুল করা হবে না *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৭২৮)*। অতএব সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আত পরিহার করা একান্তভাবে যরূরী।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : মানুষের নামের শেষে বা শুরুতে জাহান শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি?

-মু'তাছিম বিল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : ভাবার্থে হ'লেও 'শাহজাহান' (পৃথিবীর বাদশাহ) ইত্যাদি নামে অহংকার প্রকাশ পায়। অতএব এসব নাম পরিত্যাজ্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম হ'ল বাদশাহর বাদশাহ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : আমি দুই সন্তানের জননী একজন অসহায় বিধবা। সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে বাইরে কাজ করতে হয় এবং বাজারে যেতে হয়। এগুলি কি শরী'আতসম্মত হচ্ছে?

-রিয়া আক্তার,
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : যরূরী প্রয়োজনে যে কোন নারী পরিপূর্ণ পর্দা বজায় রেখে বাইরের সকল কাজ করতে পারে *(বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/২১৮২)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : রাসূল (ছাঃ) কি কখনো আল্লাহকে দেখেছেন? জনৈক আলেম বলেন, তিনি তাকে স্বপ্নে সোনার জুতা পরিহিত একজন যুবকের আকৃতিতে দেখেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাসঊদুর রহমান
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) কখনো আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর 'নূর' দেখেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ...যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বীয় পালনকর্তাকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে। অতঃপর তিনি দেখতে না পারার প্রমাণে দলীল পেশ করে বলেন, 'কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারে না। বরং তিনি সকল চোখকে দেখতে পান *(আন'আম ১০৩)*। তারপর পাঠ করলেন, অহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল থেকে ব্যতীত আল্লাহ্র সাথে কথা বলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় *(শূরা ৫১; মুসলিম হা/১৭৭, তিরমিযী হা/৩০৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে আল্লাহকে সোনার জুতা পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/৬৩৭১)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ৭ দিনে মাথার চুল ন্যাড়া করে ওই চুলের সমপরিমাণ রূপা ছাদাক্বা করার হাদীছটি কি ছহীহ? এক্ষেত্রে রূপাই ছাদাক্বা করতে হবে না সমপরিমাণ অর্থ দিলেই যথেষ্ট হবে?

-ইয়াজুদ্দীন
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান' *(তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/৪১৫৪)*। রূপার পরিবর্তে তার মূল্য দান করলেই যথেষ্ট হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪৯৫)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : কোন প্রয়োজন পূরণার্থে জালালী খতম আমাদের এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইমামগণকে এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থও প্রদান করা হয়। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-মছীরুদ্দীন,
চর পাকেরদহ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : ইসলামে জালালী খতম বলে কিছু নেই। এর জন্য আলেমদেরকে ডাকা ও অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। এরূপ খতম পড়ানোর মানত করে থাকলে তা পূরণ করতে হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পাপের কাজে মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮, 'নযর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এ ধরনের গর্হিত কর্ম হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

মুমিনের কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা আবশ্যক, যাকে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয় *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫)*। এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো'আটি পাঠ করবে : *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র* ('হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন')। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো'আটি পড়তেন' *(বুখারী হা/৪৫২২, মিশকাত হা/২৪৮৭)*। দো'আটি সিজদায় পড়লে বলবে, *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...*। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়া জায়েয নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩, নায়ল ৩/১০৯)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : মূসা (আঃ)-এর চড়ের আঘাতে 'মালাকুল মউত'-এর চোখ কানা হয়েছিল'-এ বক্তব্য কি সঠিক? সঠিক হ'লে এভাবে আঘাতের কারণ কি ছিল?

-নূরুল ইসলাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ঘটনাটি সঠিক *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩)*। এভাবে আঘাত করার কারণ ব্যাখ্যা করে ইমাম আবু হাতেম ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, অপরিচিত চেহারায় বিনা অনুমতিতে মালাকুল মউত হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মূসা (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন মানুষ। এজন্য তিনি তাকে সজোরে থাপ্পড় মারেন। যাতে তার চোখ বেরিয়ে যায়। এটি ছিল মূসা (আঃ)-এর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। যেমন ইতিপূর্বে জিব্রীল অচেনা চেহারায় ইবরাহীম (আঃ)-এর বাড়ীতে মেহমান হ'লে তাঁন ভয় পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার পরিচিত চেহারায় গেলে মুসা (আঃ) মালাকুল মউতকে চিনতে পারেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২২৩-এর আলোচনা দ্রঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/৩১৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : আমি একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করেছি। বিবাহের সময় যে পূর্বের স্বামীর সাথে তার মেলামেশা হয়নি বলেছিল। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মেলামেশা না হওয়ায় বিবাহের জন্য তিনমাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাই তালাকের দুমাস পরে তাকে বিবাহ করি। বর্তমানে ৯ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি

দু'সন্তানের জনক। কয়েকদিন পূর্বে স্ত্রী আমাকে জানিয়েছে যে, সে তার পূর্বের স্বামীর সাথে মেলামেশা করেছিল। এখন আমাদের বিবাহ কি বাতিল হয়ে যাবে? এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-রমাযান আলী, দোহার, কাতার।

উত্তর : উক্ত বিবাহ বাতিল হবে না। স্ত্রীর এই অন্যায় কর্মের জন্য হালাল বিবাহ হারাম হতে পারে না। কেননা কোন হারাম কাজ কোন হালাল বস্তুকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া হা/১৮৮১ আলোচনা দ্রঃ ৬/২৮৮)*। আর মেলামেশার বিষয়টি স্ত্রীর স্বীকারোক্তির উপরেই নির্ভরশীল। বিবাহের সময় ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য সেই দায়ী হবে। এজন্য তাকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত লিখিত ওয়ালপেপার দেওয়ালে টানানোর ব্যাপারে কোন বাধা আছে কি?

-আলী হাসান

বিমানবন্দর, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : সৌন্দর্যবর্ধন বা বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে টাঙিয়ে রাখা বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে শরী'আতে কোন দলীল নেই। বিপদাপদ বা জিনদের অনিষ্টকারিতা হ'তে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর বন্ধ করার জন্য টাঙানো শিরক। কেননা ইষ্টানিষ্টের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহ। এছাড়া আরবী হরফে কুরআনের আয়াত লিখে টাঙানো, দেওয়ালে লেখা, আংটিতে বা কড়ি প্লেট ইত্যাদিতে লেখা, গাড়ীর মাথায় আরবীতে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, বিসমিল্লাহ ইত্যাদি লেখা সবই প্রদর্শনীমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। এসবই ভক্তির নামে সৃষ্ট বিদ'আত মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের যামানায় এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব এ সকল বিদ'আত অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। তবে এগুলির অনুবাদ মাতৃভাষায় লিখে টাঙানো যায় উপদেশ লাভের জন্য। কেননা আল্লাহ বলেন, তুমি উপদেশ দাও। কারণ উপদেশ মুমিনের উপকার করে *(যারিয়াত ৫৫)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : সন্তানের হারাম উপার্জন পিতা-মাতার জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? বিশেষতঃ পিতা-মাতা যদি সচ্ছল হয়ে থাকেন।

তরীকুল ইসলাম, সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : সন্তানের উপর কর্তব্য হ'ল, সে পিতা-মাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। আর সন্তানের সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই সম্পদ। হাদীছে এসেছে 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতা-মাতার। নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ তোমাদের পবিত্র উপার্জন। কাজেই তোমাদের সন্তানদের উপার্জন হ'তে তোমরা খাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে সন্তান হারাম উপার্জন করলে সে নিজে দায়ী হবে *(বাক্বারাহ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এর জন্য পিতা-মাতা দায়ী হবেন না। তবে পিতামাতা হিসাবে তারা তাকে তা থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। সাধ্য থাকলে সন্তানের উপার্জন বয়কট করবেন।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : মহিলারা মাঠে কৃষিকাজ করতে পারবে কি?

-আব্দুল লতীফ

রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় পর্দার মধ্যে থেকে পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই যদি এরূপ কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে করতে বাধা নেই *(বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/২১৮২)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : মসজিদে টাইলস ফিটিংসহ সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রমে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-লুৎফর রহমান

গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা জায়েয। ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৪৬, ১/৬৪৩)*। কিন্তু অতিরঞ্জিতভাবে জাঁকজমকপূর্ণ করা যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা একে জাঁকজমকপূর্ণ করবে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ করত *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭১৯)*। টাইল্স নকশাবিহীন এবং দৃষ্টি আকর্ষক না হলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও কালেমাখচিত এবং মক্কা-মদীনার ছবি সম্বলিত টাইলস বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : আমার উপর অন্যায়ভাবে কেউ আক্রমণ করলে আমি কি তাদেরকে প্রতিহত করব না ছবর করব? আমার হাতে তাদের কেউ নিহত হলে ইসলামের দৃষ্টিতে কি আমি খুনী সাব্যস্ত হব?

-আব্দুল্লাহ, আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তরঃ অন্যায় আক্রমণের শিকার হ'লে প্রতিহত করতে হবে। তবে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য্যধারণ করলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে *(শূরা ৪২/৩৯-৪৩, ফুছছিলাত ৪১/৩৪)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, কেউ এসে আমার মাল জোর করে নিতে চাইলে আমি কি করব? তিনি বললেন, দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বললেন, তুমিও লড়াই করবে। সে বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেন, তুমি শহীদ হবে। সে বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, তাহ'লে সে জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৩)*।

তবে ফিৎনা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে সে সময় প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্য্যধারণ করাই উত্তম। যেমন এমতাবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে

জিজ্ঞেস করেন, যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আমি কি করব? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, كُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ তুমি আদমের দুই ছেলের মধ্যে উত্তমটির মত হও' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, তিরমিযী হা/২১৯৪; মিশকাত হা/৫৩৯৯)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : মহিলারা জানাযার ছালাতে এবং কবরে মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-দিদার বখশ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মহিলারা পৃথকভাবে পর্দা বজায় রেখে জানাযার ছালাত পড়তে পারেন। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬)*। মহিলারা একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। তবে মহিলাদের কবরে মাটি দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/১২৭৮; মুসলিম হা/৯৩৮)*। উম্মে আত্বিয়াহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে জানাযায় শরীক হ'তে নিষেধ করতেন। তবে এই নিষেধের ব্যাপারে কোন তাকীদ করতেন না' *(বুখারী হা/১২৭৮)*। অর্থাৎ তিনি মহিলাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করাকে অপসন্দ করতেন *(ফাৎহুল বারী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : জুতা-স্যাণ্ডেল পরার বিধান সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জুতা বসে পরা সুন্নাত। কেননা রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পায়ে দিতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪১৪)*। এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে 'আওন বলেন, এর কারণ এই যে, জুতা পরা ও ফিতা আটকানোর প্রয়োজনে মাথা নীচু করতে হয়। তাই উক্ত কষ্টের পরিবর্তে বসে পরার কথা বলা হয়েছে *(আওনুল মা'বূদ হা/৪১৩৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৭/২৩৫ পৃঃ)*। ফিতাবিহীন সাধারণ জুতা-স্যাণ্ডেল পরা কষ্টকর নয় বিধায় দাঁড়িয়ে পরায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না... *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২২)*। জুতা পরার সময় ডান পায়ের জুতা আগে পরবে এবং খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪১০)*। তবে এগুলি বাধ্যগত বিষয় নয়। বরং ব্যক্তি তার সুবিধামত সহজ পন্থায় এগুলি করবে।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : ছাহাবীগণের নামের শেষে (রাঃ) বলা হয়। কিন্তু তেহরান রেডিওতে (আঃ) বলা হয়। এছাড়াও ছহীহ বুখারীতে অনেক স্থানে হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর নামের পরে (আঃ) লেখা আছে। এর কারণ কি এবং এরূপ বলা কি শরী'আতসম্মত?

-আনোয়ার, সাপাহার, নওগা।

উত্তর : ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ভ্রান্ত আক্বীদাসম্পন্ন শী'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাদের খাত্ত্বাবিয়াহ উপদলের মতে শী'আদের ইমামগণ সবাই নবী। অতঃপর ইলাহ *(শাহরস্তানী, আল-মিলাল ১/১৭৯)*। শী'আদের নিকট আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর অছি। তাই তারা আলী সহ তার পরিবারবর্গের নামের শেষে নবীগণের জন্য প্রচলিত শব্দ (আঃ) ব্যবহার করে থাকে। ছহীহ বুখারীসহ কোন কোন হাদীছ গ্রন্থে ফাতেমা ও আলী, হাসান ও হোসায়েন (রাঃ)-এর নামের পরে (রাঃ)-এর পরিবর্তে (আঃ) লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি পরবর্তী হাদীছ লেখকদের মাধ্যমে আগত *(তাফসীর ইবনে কাছীর, আহযাব ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ ৬/৫০০পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : সন্তান প্রসবের কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে পরবর্তীতে তা কিভাবে আদায় করবে?

-সফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : দুগ্ধদানকারিনী মহিলা পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/২০২৫)*। আর ক্বাযা করতে পারবে না এমন ভয় থাকলে প্রত্যেক ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদের জন্য ফিদইয়া দিতে বলতেন, ক্বাযা আদায় নয় *(আবুদাঊদ হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ; আলোচনা দ্রঃ ইরওয়া হা/৯১২-৯১৩)*। দৈনিক নিয়মিত মিসকীন না পেলে রামাযান শেষে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে। আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি পাকিয়ে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে খাইয়েছিলেন *(ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ঋণদানের ফযীলত কি? আমার বন্ধুকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলাম। এক্ষণে তা পরিশোধের পূর্বে আমি কি তার নিকট থেকে কিছু খেতে পারব?

-রাশেদুল ইসলাম, নরসিংদী।

উত্তর : ঋণ প্রদানের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দানের নেকী ১০ গুণ। আর ঋণদানের নেকী ১৮ গুণ *(বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৩৪০৭)*। এর দ্বারা ছওয়াবের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। ঋণ প্রদানের প্রতিদানস্বরূপ গ্রহীতার নিকট থেকে কিছু খাওয়া যাবে না *(বুখারী, তারীখ; মিশকাত হা/২৮৩২-৩৩)*। তবে বন্ধু হিসাবে দাতা ও গ্রহীতার মাঝে পূর্ব থেকে এরূপ সম্পর্ক থাকলে পরস্পরকে খাওয়াতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : রুকুর পরে বুকে হাত বাঁধার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যাকারিয়া, মেহেরপুর।

উত্তর : রুকু থেকে উঠার পর উভয় হাত স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেওয়াই সুন্নাতসম্মত। কেননা রুকুর পরে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ছাহাবী

আবু হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) যিনি ১০ জন ছাহাবীর সম্মুখে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের নমুনা প্রদর্শন করে সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ– 'তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদণ্ডের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*।

ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র ও সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত 'ছালাতে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখার 'আম' হাদীছের *(মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৭, ৭৯৮)* উপরে ভিত্তি করে রুকূর আগে ও পরে ক্বওমা-র সময় বুকে হাত বাঁধার কথা বলা হয়। কিন্তু উপরোক্ত হাদীছগুলি রুকূ পরবর্তী 'ক্বওমা'র অবস্থা সম্পর্কে 'খাছ' ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি হাতের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এক্ষণে মেরুদণ্ড সহ দেহের অন্যান্য অস্থি সমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, পৃঃ ১২০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০৭)*। তবে স্মর্তব্য যে, উক্ত বিষয়টি ছালাতের মধ্যেকার সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : রাসূল (ছাঃ)-এর কবর খনন, লাশ চুরির অপপ্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনা যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-ছানাউল হক
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : এগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর দু'সাথী আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর লাশ চুরি করার জন্য পাঁচবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারেই আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালিয়েছিল মিসরের শী'আ রাফেযী শাসক মানছূর বিন নিযার বিন মুঈদ। যে ৪০৮ হিজরীতে নিজেকে মা'বূদ বলে দাবী করেছিল। তৃতীয়বারে ৫৫৭ হিজরীতে বাদশা নুরুদ্দীন যঙ্গীর শাসনামলে মরক্কোর মুসলিমবেশী দু'জন খ্রিষ্টান সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের দু'জনকে হত্যা করা হয় *(নুরুদ্দীন আবুল হাসান সামহূদী, অফাউল অফা বিদারিল মুছত্বাফা ২/৬৪৮-৫২)*। চতুর্থবারে শাম দেশের একদল খ্রিষ্টান মদীনায় আসার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তাদের আটক করে ফেলে *(রিহলাতু ইবনুয যুবায়ের ৫৭৮ হিজরীর ঘটনাবলী, ৩৪-৩৫ পৃঃ)*। পঞ্চমবারে চল্লিশ জনের একদল শামীয় শী'আ রাফেযী রাতের বেলা মসজিদে নববীর বাবুস সালাম দিয়ে আবূবকর ও ওমর (রাঃ)-এর লাশ চুরি করার লক্ষ্যে গর্ত করার যন্ত্রপাতি সহকারে প্রবেশ করলে উছমানী মিহরাবের নিকট মাটি ফেটে যায় এবং যমীন তাদেরকে সব কিছু সহ গিলে ফেলে *(অফাউল অফা ২/৬৫৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : স্ত্রীকে ছালাত আদায়, পর্দা সহ শরী'আত সম্মতভাবে চলার নির্দেশ দিলেও সে তা মেনে চলছে না। এতে স্বামী কি গোনাহগার হবে? এক্ষণে তার করণীয় কি?

-তানহা আযীমা, সিলেট।

উত্তর : এক্ষেত্রে তাকে নছীহত করা ওয়াজিব *(ত্বো-য়াহা ১৩২, তাহরীম ৬)*। নছীহত করার পর অবাধ্য হলে স্বামী গোনাহগার হবেন না। স্ত্রীকে বারবার উপদেশ দিবে। প্রয়োজনে বিছানা পৃথক করবে। এরপরেও না মানলে তালাক দিবে *(তালাক ১)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : অন্যের নিকট থেকে হারাম অর্থ ঋণ নেওয়া যাবে কি? হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ স্বয়ং হারাম কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহী রাহাত, ঢাকা।

উত্তর : বিনা সূদে কর্যে হাসানা হিসাবে অন্যের নিকট থেকে যেকোন অর্থ ঋণ নেওয়া যাবে। হারাম পথে উপার্জিত সম্পদ কেবল উপার্জনকারীর জন্য হারাম। উপার্জনকারীর নিকট থেকে বৈধ পন্থায় গ্রহণকারী এর জন্য দায়ী হবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) ইহূদীদের সাথে লেনদেন করতেন, যদিও তারা সূদ-ঘুষে অভ্যস্ত ছিল *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াত ১/১৯৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : কিয়ামত সংঘটিত হবে মাগরিবের ছালাতের সময়, সেজন্য মাগরিবের ছালাত এগিয়ে দেওয়া হয়েছে' -এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-ফয়ছাল, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। তবে জুম'আর দিনে ক্বিয়ামত হবে মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১০৪৬, নাসাঈ হা/১৪৩০)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : মিসওয়াক সহ ছালাত আদায় মিসওয়াক বিহীন সত্তরবার ছালাতে আদায়ের চেয়েও অধিক নেকীপূর্ণ। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-নাজমুল হাসান, কুমিল্লা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ এবং জাল *(যঈফুল জামে' হা/৩১২৭, ৩১২৮, ৩৫১৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : দু'জন মুসলিম ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতো। পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষণে তারা কি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে?

-আমীর হামযা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : বেগানা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলা হারাম। তবে পারস্পরিক অবৈধ সম্পর্কের কারণে বিবাহ সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এখন তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা ভরণ-পোষণ দানে সক্ষম, তারা বিবাহ কর। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অধিক অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : শেষ যামানায় হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করলে তখন কি তাঁর আনীত শরী'আত অনুসরণ করতে হবে, না শরী'আতে মুহাম্মাদীই অনুসৃত হবে?

-সাজেদুল ইসলাম, কালীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ্ তা'আলা শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-কে নবী হিসাবে নন, বরং ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে প্রেরণ করবেন *(বুখারী হা/২২২২, মুসলিম হা/১৫৫)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগমনের মধ্যদিয়ে পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের আনীত শরী'আত রহিত হয়ে গেছে *(তওবা ৯/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি আজকে মূসাও জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার ইত্তেবা করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকতো না *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে। তখন নেতা থাকবেন তোমাদের মধ্য হ'তে'। উম্মতে মুহাম্মাদীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলবেন, তোমরা একে অপরের উপর আমীর হবে। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সম্মান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭)*। অতএব ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করে নতুন কোন শরী'আত আনবেন না। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনীত শরী'আতেরই অনুসরণ করবেন।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯): প্রচলিত পীর ধরার বিষয়টি শরী'আতসম্মত না হওয়ার কারণ কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আরীফুল ইসলাম
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : মানুষ মূলতঃ পরকালে মুক্তির অসীলা হিসাবে পীর ধরে থাকে এ বিশ্বাসে যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহর নিকটে সুফারিশ করবে *(যুমার ৩)*। যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে, সে বড় শিরকে লিপ্ত হবে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় ও তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় *(যুমার ৬৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফের ৬০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে তখন বল, আমি তার নিকটেই আছি। বান্দা যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*। আল্লাহ আমাদেরকে সরাসরি তাঁকে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারু অসীলায় ডাকার নির্দেশ দেননি। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন কেউ কারু জন্য সুফারিশ করার কোনই ক্ষমতা রাখবে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। মুশরিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, 'তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না পারে কোন উপকার করতে। তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য সুফারিশকারী মাত্র। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও যমীনের মাঝে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন' *(ইউনুস ১৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে ইলাহ দাবী করায় কয়েকজন যিনদীক্বকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন মর্মে বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি? যদি সত্য হয়, তবে বর্তমানে এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?

-আব্দুর রাযযাক
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক *(বুখারী হা/৩০১৭, ৬৯২২ তিরমিযী হা/১৪৫৮)*। তারা ছিল ইহুদী থেকে আগত রাফেযী শী'আ সাবাঈ গোষ্ঠীভুক্ত। তারা গোপনে মূর্তিপূজা করত। আলী (রাঃ) তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আপনি আমাদের রব, খালেক ও রাযেক (পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা ও রূযিদাতা)। তিনি তাদেরকে সাধ্যমত বুঝান, ধমকান ও হত্যা করার হুমকি দেন। এভাবে চতুর্থবারেও তারা তাদের ঘোষণায় অটল থাকলে এবং তওবা না করলে তিনি তাদেরকে 'মুরতাদ' হিসাবে এক বর্ণনায় এসেছে তাদেরকে প্রথমে হত্যা করেন ও পরে গর্তে ফেলে পুড়িয়ে দেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সরাসরি জীবন্ত গর্তে ফেলে পুড়িয়ে হত্যা করেন *(ফাৎহুল বারী দ্রঃ হা/৬৯২২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ১২/২৮২)*।

মুরতাদকে পুড়িয়ে হত্যা করার ব্যাপারে ওলামায়ে সালাফের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ পুড়িয়ে মারার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। চাই সেটা কুফরীর কারণে হৌক কিংবা যুদ্ধ বা হত্যার বদলা হিসাবে হৌক। মুহাল্লাব বলেন, হাদীছে পুড়িয়ে মারার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা হ'ল করুণা বশে। অতঃপর পক্ষের দলীল হিসাবে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক উরানীদের উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে চোখ পুড়িয়ে দেওয়া, হযরত আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক ছাহাবীগণের সম্মুখে বিদ্রোহীদের আগুনে পুড়িয়ে মারা, খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) কর্তৃক একদল মুরতাদকে পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি ঘটনা পেশ করা হয় *(ফাৎহুল বারী হা/৩০১৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৬/১৭৪)*।

উপরোক্ত আলোচনায় দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয় : (১) এধরনের যেকোন শাস্তি দায়িত্বশীল সরকার আদালতের মাধ্যমে দিতে পারে। অন্য কোন ব্যক্তি বা দল নয়। (২) পাপের ধরন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। ইসলামী দণ্ডবিধি সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য এবং কল্যাণকর। এটি মুমিনের জন্য পাপমোচনকারী এবং আখেরাতে উপকারী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)*। সর্বোপরি এগুলি সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অন্যতম প্রধান উপায়।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে সরাসরি তালাক না দিয়ে কাযী অফিসের মাধ্যমে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করেছে। উক্ত তালাক শুদ্ধ হয়েছে কি? উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

-আব্দুর রহমান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : তালাক শুদ্ধ হয়েছে। তবে তা এক তালাক রাজঈ হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২, আবুদাঊদ হা/২১৯৬)*। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে নতুনভাবে বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে *(দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই পৃঃ ৪৯-৫১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : কোন মহিলা যদি জান্নাতে তার স্বামীর সাথে থাকার ইচ্ছা করে তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা ঠিক হবে কি? নাপাক অবস্থায় দো'আ-দরূদ সহ কুরআন পাঠ করা যাবে কি?

-রেবেকা সুলতানা
কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : নিরাপদ ও ইসলামী জীবন যাপনের জন্য বিধবা মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহ করাই উত্তম। উপরন্তু কেউ জানে না কে জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল *(মুসলিম হা/২৮১৬, মিশকাত হা/২৩৭২)*। 'স্ত্রী তার শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে' মর্মে যে হাদীছ *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/১২৮১)* বর্ণিত হয়েছে, তার অর্থ এটা নয় যে, দ্বিতীয় স্বামী জান্নাতী না হ'লে স্ত্রী জান্নাতী হবে না। বরং যে স্বামী জান্নাতী হবে, সেই স্বামীর সাথে স্ত্রী জান্নাতে থাকতে পারবে। উভয় স্বামী জান্নাতী হলে স্ত্রী যাকে চাইবে, তার সাথে থাকতে পারবে *(হা-মীম সাজদাহ ৩১)*। আল্লাহ সেদিন বলবেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর খুশী মনে' *(যুখরুফ ৭০)*।

নাপাক অবস্থায় দো'আ দরূদ সহ স্পর্শ না করে কুরআন পাঠ করতে কোন বাধা নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩): সহশিক্ষা রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহে পড়াশুনা করা যাবে কি?

-সাজেদুর রহমান
বালুহাটা, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী কাজ। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থা। অতএব সর্বতোভাবে একে পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। বাধ্যগত অবস্থায় কোন ছেলে বা মেয়েকে যদি এরূপ করতে হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ পর্দা ও তাক্বওয়া বজায় রেখে চলতে হবে। তবে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকা যাবে না। কারণ জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪, মিশকাত হা/২১৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪): কি কি কারণে ইবাদত কবুল হয় না। বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যাকির আহমাদ
গাড়াবাড়ী কলেজ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত ৩টি : (১) আক্বীদা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসী হওয়া *(কাহফ ১১০)* (২) তরীকা ছহীহ হওয়া। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। (৩) ইখলাছপূর্ণ হওয়া *(যুমার ১১)*। এছাড়া হাদীছে খাদ্য-পানীয় ও পোষাক হালাল হওয়াকে ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ নষ্ট হওয়ার কারণ কি?

-সোহাইল আহমাদ
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : প্রথমতঃ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৫)*। অতএব এরূপ কোন নির্দেশের ক্ষেত্রে মুমিন নারী-পুরুষের প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই *(আহযাব ৩৬)*। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, উট শয়তান থেকে সৃষ্টি হয়েছে *(ইবনু মাজাহ হা/৭৬৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, প্রত্যেক উটের পৃষ্ঠে শয়তান থাকে। সুতরাং তোমরা তাতে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বল *(আহমাদ; ছহীহাহ হা/২২৭১)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, উটের গোশত ভক্ষণে মানুষের শরীরে শয়তানী প্রভাব জাগ্রত হয়। এই প্রভাবকে বিনষ্ট করার জন্য রাসূল (ছাঃ) এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫২৩)*। শায়খ উছায়মীন বলেন, উটের গোশত দেহে স্নায়ুবিক চাপ বৃদ্ধি করে। ওযূ করার মাধ্যমে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় *(শারহুল মুমতে' ১/৩০৮)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : বুখারী হা/৬৪৯৪ অনুযায়ী বর্তমান যুগের চতুর্মুখী ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটানোই কি জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পন্থা বলে গণ্য হবে না?

-তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তি চতুর্মুখী ফেতনার মধ্য থেকে তার ঈমান ও দ্বীনকে রক্ষা করতে সক্ষম না হলে এবং নিরুপায় হয়ে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে ইবাদাত-বন্দেগীতে সময় কাটিয়ে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী অবশ্যই তিনি জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। কিন্তু সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন না করে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করলে কিয়ামতের দিন তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি এরূপ করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে নিষেধ করে বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা গৃহে বসে ৭০ বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৮৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ

করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দো'আ করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : আমার তিনটি সন্তানই সিজারের মাধ্যমে হওয়ায় চতুর্থ সন্তান নেওয়া স্ত্রীর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ বর্তমানে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এক্ষণে এমআর (গর্ভপাত) করা কি জায়েয হবে? কোন কোন আলেম বলেছেন, ৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গর্ভপাত করা যাবে না। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-ইদরীস, মিরপুর, ঢাকা

উত্তর : একাধিক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতে যদি মায়ের জীবনের জন্য হুমকি থাকে, তাহ'লে গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয। অন্যথায় শরী'আতের দৃষ্টিতে গর্ভপাত করা হারাম *(বাক্বারাহ ২০৫)*। তবে চার মাস অতিক্রান্ত হ'লে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ধৈর্য্যধারণ করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, একদল আলেম ক্বিয়ামতের দিন তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে, যারা জনগণকে যা উপদেশ দিত নিজেরা তা মেনে চলত না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
ইসলামপুর, পাবনা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়িভুঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে থাকে। এহেন অবস্থাদৃষ্টে জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে একত্রিত হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কী দশা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজে সে কাজ করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : দ্বিতীয় সিজদার আগে ও পরে হাত উত্তোলন করা যাবে কি?

-আনোয়ার পাশা
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে চারটি স্থানে রাফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকবীরে তাহরীমা, রুকূতে যাওয়া, রুকু হ'তে ওঠা এবং দ্বিতীয় রাক'আতের পর তৃতীয় রাক'আতে ওঠার সময়। তিনি সিজদার আগে ও পরে হাত উত্তোলন করতেন না *(বুখারী হা/৭৩৮)*। হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রাসূল (ছাঃ) বসা অবস্থায় কখনো হস্ত উত্তোলন করতেন না *(আবূদাঊদ হা/৭৪৪, তিরমিযী হা/৩৪২৩)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ)-এর জানাযা পড়া হয়নি। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজাহিদুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ খাদীজা (রাঃ)-এর জানাযা পড়া হয়নি কথাটি সঠিক। কারণ তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে। আর জানাযার বিধান নাযিল হয়েছিল মদীনায় প্রথম হিজরীতে। ফাতিমা (রাঃ)-এর জানাযা পড়া হয়নি মর্মে কথাটি সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের ৬ মাস পর তিনি মারা যান। তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) *(বুখারী হা/৪২৪০, মুসলিম হা/১৭৫৯)*। রাত্রি বেলায় বাক্বীউল গারক্বাদে তাকে দাফন করা হয় *(হাকেম হা/৪৭৬৪)*। ফাতেমা (রাঃ)-এর কবর থাকার কারণে শী'আরা উক্ত গোরস্থানকে জান্নাতুল বাকী' বলে, যা ঠিক নয়।

বিজ্ঞপ্তি

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** ইসলামের সঠিকরূপকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য দেশের সর্বত্র দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক ভাই মাযহাবী তাক্বলীদ পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে **'আহলেহাদীছ'** হচ্ছেন। কিন্তু দুঃখজনক যে, ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল পরিবর্তন করে ছহীহ আক্বীদা ও আমল কবুল করার কারণে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি অনেকে পারিবারিক ও সামাজিক বয়কটেরও শিকার হন। এই সকল নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের নির্যাতন, হয়রানি ও সংগ্রামের কাহিনী এখন থেকে **'আত-তাহরীক'**-এর নিয়মিত বিভাগ **'দিশারী'**-তে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের প্রতি তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং তাদের উপর নেমে আসা প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতনের ঘটনাবলী লিখে পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখার সাথে পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, **মাসিক 'আত-তাহরীক'**
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; মোবাইলঃ ০১৭১৫-০০২৩৮০।